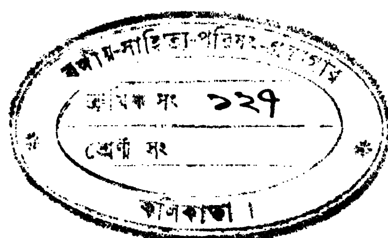


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
গ্রন্থাঙ্ক সং ১২৭
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রেজেষ্টরী নং A 362.

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

কাশীধাম;

মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

[illegible] কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।



ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ।

১৩১৫ সাল পড়িল। শুনা যাইতেছে এ বৎসর বড় দুর্ব্বৎসর। এ বৎসরে বুধ রাজা আর মন্ত্রী শনি। যুদ্ধ, মারপিঠ, অযথা দণ্ড, দুর্ভিক্ষ, লোকক্ষয়, চুরী, ডাকাতী, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, রোগ পীড়া, মৃত্যু, শস্যাদির অভাব—প্রচুর পরিমাণে হইবে। পূর্ব্ব লক্ষণে কতক কতক দেখাও যাইতেছে।

আমরা সাবধান হইব কিরূপে? যে যাহা করিতেছেন, বা করিতে পারেন তাহাত করিবেনই তাহার উপর আমাদের বলিবার কথাও কিছু আছে।

সকলে মিলিত হইয়া—বা দশজনে মিশিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, সমবেত শক্তিতে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন তাঁহারা যাহা করিতেছেন করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা ইহার সঙ্গে আরও একটু কার্য্য করিতে বলিতেছি। যাঁহারা সমবেত শক্তিতে কার্য্য করেন এবং যাঁহারা একাকী কার্য্য করেন—ইহা তাঁহাদের উভয়েরই জন্য।

যাহা সকলের আয়ত্ব, যাহা সকলে স্বাধীন ভাবে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া করিতে পারেন আমরা উৎসবে তাহারই আলোচনা করিয়া থাকি।

১৩১৪ সালে আমরা সর্ব্বদা করিবার কার্য্য একটি বলিয়াছিলাম। সর্ব্বদার কার্য্যটি যাঁহার আছে, তিনি অন্য সমস্ত কার্য্য করিয়াও কখন দুঃখী হইতে পারেন না। প্রতি কার্য্যের বিরাম সময়ে যে সময় থাকে তিনি সেই সময়টুকু পর্য্যন্ত অপব্যয় করেন না। যিনি এইরূপ অভ্যাস করিতেছেন তাঁহার আর শেষের দিনের জন্য ভয় থাকেনা। তাঁহাকে আর পাথেয়ের জন্য ভাবিতে হয় না।

সর্ব্বদার কার্য্যটি জপ। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় নিত্য কর্ম্ম করিবার সময়ে ইহার অভ্যাস রাখিলে তবে ব্যাবহারিক কর্ম্মের মধ্যেও ইহা রাখা যায়।

অনেকে বলেন ভগবানকে ত দেখি নাই তিনি আছেন কিনা জানি না—তাঁহার নাম জপ ভাল লাগিবে কেন? বহু কারণে আমাদের জাতির এ অবিশ্বাস আসিয়াছে।

অবিশ্বাসীর বিশ্বাস উৎপন্ন করা সহজ যদি অবিশ্বাসী, বিশ্বাসী হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। যদি অবিশ্বাসী সংসারের ক্লেশ দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া কাহারও শরণাপন্ন হইতে চায়, যদি অবিশ্বাসী নিজের যাতনা নিজে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া দীন ভাবে বলে—কে আমার আছ আমার গতি কর—আমি আর আপনি আপনাকে চালাইতে পারিনা—যদি কেহ রক্ষা-কর্ত্তা থাক আমায় রক্ষা কর। এইরূপ বিষাদযোগীর বিশ্বাস সহজেই আসিতে পারে। যাঁহার প্রাণে কাতরতা আসিয়াছে তিনি শাস্ত্রের নিম্ন-লিখিত বাক্য বিশেষ মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সমস্ত অবিশ্বাস দূর করিতে পারিবেন। প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

হে দেব! যিনি দর্শনরূপে নয়নের তারার রশ্মিজালে স্বীয় শরীরকে গ্রথিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন—অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ—দর্শন, তিনি আবার কেন দৃষ্ট হইবেন না? তিলের অন্তর্গত তৈল যেমন তিল-সংযুক্ত কুসুমের সৌরভ গ্রহণ করে, তদ্রূপ যিনি ত্বক্ ও উষ্ণত্বাদি স্পর্শকে, স্পর্শন বৃত্তিতে ব্যাপিয়া থাকিয়া অন্তরে সেই স্পর্শ প্রকাশ করেন, তিনি আবার অনুভূতির গোচর হইবেন না কেন? যিনি শব্দ শ্রবণ মাত্রেই অন্তরে শব্দের শক্তি প্রকাশ করতঃ গাত্র রোমাঞ্চিত করেন তিনি কি-রূপে দূরস্থ হইবেন? প্রথমেই যিনি সকলের সহজ প্রেম পাত্র, মধুর অম্ল প্রভৃতি রস জিহ্বাগ্রে সংলগ্ন হইবামাত্র যাঁহার আস্বাদগোচর হয়,

তিনি কাহার না আস্বাদগোচর হইবেন? যিনি আঘ্রাণরূপ কর দ্বারা পুষ্প গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বকীয় দেহ বিলোকন করেন তিনি কাহার না করস্থিত? বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, তর্কশাস্ত্র ও পুরাণে যিনি গীত হইয়াছেন, সেই আত্মা একবার বিজ্ঞাত হইলে কি আর বিস্মৃত হন?

তাই বলা হইতেছে এই আত্মদেবের নাম সর্ব্বদা জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ কর। ইহাই সর্ব্বদার কার্য্য। অন্যের সহিত কথা কহিলে নাম থাকে না, এজন্য যেখানে কোন প্রয়োজন নাই সেখানে "নাম করা" বন্ধ করিয়া বৃথা কথা কহিও না। ব্যাবহারিক জীবনেও আদালতের কাজ কর, বা জমীদারের কাজ কর—প্রতি কার্য্যের বিরামে আবার নাম জপে আইস—ইহাতে তোমার ব্যাবহারিক কার্য্যের কোন ক্ষতি হইবে না বরং লাভ হইবে—আর শেষের জন্য তুমি বড় নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে।

এই অভ্যাস টুকু—প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় নিত্য কর্ম্ম অভ্যাস কালে দৃঢ় ভাবে অভ্যাস কর—পরে সকল সময়েই পারিবে।

গত বৎসরে ইহাই বলা হইয়াছিল এই বৎসরের আরম্ভেই—যাঁহাদের অবসর আছে—যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ৺কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে বাস করিতেছেন তাঁহাদের জন্য বশিষ্ঠ দেবের নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইল—

চিত্তস্য ভোগৈর্দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকংপ্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া চৈকমব্যুৎপন্নস্য সৎক্রমে॥
কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তিযুক্তস্য ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ।
গুরু শুশ্রূষয়া ভাগৌ ভাগং শাস্ত্রার্থচিন্তয়া॥
ব্যুৎপত্তি মনুযাতস্য পূরয়েচ্চেতসোঽন্বহম্।
দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রবৈরাগ্যৈর্দ্বৌধ্যানগুরুপূজয়া॥
সাধুতা মাগতো জীবো যোগ্যো জ্ঞান কথাক্রমে।
নির্ম্মলাকৃতিরাদত্তে পট উত্তমরঞ্জনাম্॥
শনৈঃ শনৈর্লালনীয়ং যুক্তিভিঃ পাবনোক্তিভিঃ।
শাস্ত্রার্থ পরিণামেন পালয়েচ্চিত্তবালকম্॥

গীতা ৩৩০ শ্লোকে আমরা ইহা বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছি। এখানে আবশ্যকীয় উপদেশ টুকু মাত্র দিয়াই আমরা বর্ষারম্ভের প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। শুধু দিবাভাগের কথা বলা হইল। রাত্রিতে সাধকের

হাতে থাকে। সাধনার প্রথম অবস্থায় দিনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগ অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা উদরের জন্য রাখ। এক ভাগ অর্থাৎ তিন ঘণ্টা শাস্ত্র পাঠ বা চিন্তন বা শ্রবণ জন্য রাখ। বাকী ৩ ঘণ্টা গুরু শুশ্রূষা দ্বারা পূর্ণ কর। (শেষ টুকু যাঁহার ভাগ্যে হয় না তিনি ঐ তিন ঘণ্টাও শাস্ত্র, ক্রিয়া, জপাদিতে ব্যয় করিবেন)

সাধনার দ্বিতীয় অবস্থায়—যখন দৈনন্দিন শাস্ত্রীয় কর্ম্মে কিঞ্চিত অধিক ব্যুৎপত্তি জন্মিবে তখন তিন ঘণ্টা সংসার জন্য ৬ ঘণ্টা গুরু সেবায় ও তিন ঘণ্টা শাস্ত্রার্থ চিন্তন করিবে। (এখানে ইহাও বলা আবশ্যক জ্ঞান গুরুই এখানে লক্ষ্য। ভগবান শঙ্কর শত শ্লোকীর প্রথম শ্লোকে ক্ষুদ্র বিদ্যোপদেষ্টা ও জ্ঞান গুরুর পার্থক্য দেখাইয়া বলিতেছেন—

দৃষ্টান্তো নৈবদৃষ্ট স্ত্রিভুবন জঠরে সদ্‌গুরোর্জ্ঞানদাতুঃ
স্পর্শ শ্চেত্তত্রকল্প্যঃ সনয়তি যদহো স্বর্ণতামশ্মসারম্।
ন স্পর্শত্বং তথাঽপি শ্রিতচরণযুগে সদ্‌গুরুঃ স্বীয়শিষ্যে
স্বীয়ং সাম্যং বিধত্তে ভবতি নিরুপমস্তেন বাঽলৌকিকোঽপি ॥

সমস্ত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে গুরুর নিকটে বসিয়া রাজা উজিরের গল্প করিলে শিষ্যের কার্য্য হইল না। টীকাকার বলিতেছেন—

জ্ঞানদাতুঃ সদ্‌গুরোঃ ত্রিভুবন জঠরে দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টঃ। ক্ষুদ্রবিদ্যোপ-দেষ্টৄণাং গুরুণাং দৃষ্টান্তঃ কথঞ্চিদুপলভ্যেত। যিনি জ্ঞান দাতা—নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন অথবা নিজে সংসার সাগরোত্তরণের কার্য্য গুলি শিষ্যকে রসের সহিত ধারণা করিয়া যিনি দিতে পারেন তিনিই সদ্‌গুরু। ক্ষুদ্র বিদ্যা উপদেশ যে গুরু করেন তাঁহার দৃষ্টান্ত কথঞ্চিৎ অনুভবই ত হয়।

প্রসঙ্গ ক্রমে সদ্‌গুরু সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যও ইহা যে স্পর্শমণি দ্বারা লৌহ স্পর্শ করিলে লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায় লৌহ কিন্তু স্পর্শমণি হয় না। কিন্তু সদ্‌গুরুর স্পর্শে লৌহরূপ শিষ্য শুধু সুবর্ণই হইয়া যায় না কিন্তু শিষ্য স্পর্শমণিই হইয়া যায়। গুরু শিষ্যকে সুবর্ণ পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন না—আপনার যথা সর্ব্বস্ব শিষ্যকে দান করিয়া শিষ্যকে আপনার মত স্পর্শমণিই করিয়া দেন। সাধানার তৃতীয় অবস্থায় যখন শাস্ত্রীয় কর্ম্মে ও শাস্ত্র চিন্তায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ হয় তখন ৬ ঘণ্টা শাস্ত্র ও বিষয় বৈরাগ্যাভ্যাস এবং ৬ ঘণ্টা ধ্যান গুরু পূজা দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৃতীয় অবস্থায় অধিকারীর

আর সংসার চিন্তা করিতে হয় না। শ্রীভগবান্ নিজেই এরূপ ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন।

শুধু সংসারে অব্যাহতি পাইলাম না বলিয়া দুঃখ করিলে কি হইবে—শাস্ত্র মত কার্য্য করিতে প্রাণপণ করিলে ভগবান্ নিজেই কৃপা করিয়া সাধকের সংসার নিবৃত্তি করিয়া দিয়া থাকেন।

বর্ষারম্ভে আমরা আবার এক বৎসরের কার্য্য উল্লেখ করিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনাও করিতেছি, হে ভগবান যাঁহারা তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য প্রাণপণ করে তুমি তাহাদিগকে কৃপা কর—কৃপা করিয়া তাহাদের কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া দাও খণ্ডকে অখণ্ডে মিশাইয়া লও।

সংসার জয়।

অন্তরে যাহা কামনা, বাহিরে তাহাই সংসার। কামনার বহিঃপ্রকট-মূর্ত্তি সংসার। যিনি কামনা জয় করিতে পারেন, যিনি ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারেন, আপনি ত্যাগ করিয়া অন্যকে ত্যাগ শিক্ষা দিতে পারেন তিনি সংসারজয়ী পুরুষ।

ভীষ্ম দেব সংসারজয়ী পুরুষ। পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা—পিতাকে সন্তোষ করিলে সর্ব্ব দেবতা প্রীত হয়েন। শাস্ত্র এই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু আজ কয় জন এই শিক্ষা মত জীবনে কার্য্য করিয়াছেন? ভগবান্ ভগবান্ অনেকেই করেন—তাহাদের বহু জনেই পিতৃদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী গুরুদ্রোহী—আর ভগবানকে লইয়া যদি ঘর করিতে হইত তবে ভগবদ্ দ্রোহীও হইয়া উঠিত। ইহারা ভগবান পাইবে কোথায়? ইহারা সাধনা করিবে কি? চরিত্রবান্ না হইলে চরিত্রবতী না হইলে কি ভগবান্ মিলে? পিতা মাতার জন্যও যে নিজের সুখ একটু ত্যাগ করিতে পারেনা—নিজে ভোগ ত্যাগ করিতে পারে না তাহার আবার চরিত্র কোথায়? এরূপ প্রকৃতির মানুষ—যাহারা পিতা মাতা গুরুজনের কঠিন ব্যবহার ও সানন্দে মান্য করিতে না পারে তাহারা যেন ধর্ম্ম করিতে না যায় তাহাদের ধর্ম্ম হয় না, হয় ভণ্ডামি। ইহাদের উচিত—সংসারে তিতিক্ষু হওয়া; আনন্দে অন্যের সুখের জন্য নিজের ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে শিক্ষা করা। এইরূপ করিলে ইহারা সহজেই ভগবৎ পথে চলিতে পারিবে। সংসার জয় করিতে

না শিখিলে ভগবানের নিকটে যাওয়া যায় না। ভীষ্মদেব পারিয়াছিলেন—পিতার সন্তোষ জন্য তিনি জীবনে স্ত্রী গ্রহণ করিলেন না পিতার সন্তোষও গৌন—পিতা যাহার কন্যা গ্রহণ করিতে যাইতেছেন—তাহার কাছে রাজ্য ত্যাগ অঙ্গীকার না করিলে—জনমে স্ত্রী গ্রহণ করিব না অঙ্গীকার না করিলে—পিতার অভিলাষ পূর্ণ হয় না—ভীষ্মদেব হাসিতে হাসিতে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিলেন তিনিই সংসার জয়ী। ভীষ্মদেব বিরক্ত হইয়া সংসার হইতে পলায়ন করিলেন না—অপিচ আপন সিংহাসনে বিমাতা পুত্রকে বসাইয়া তাহার রক্ষক হইয়া রহিলেন—ইহাই জয় সত্য।

ভীষ্মদেব আমাদের আদর্শ। এই সংসার জয়ী পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করিয়াছিলেন। খৃষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া প্রশংসার কথা কিন্তু ভীষ্মদেব সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণধার বাণের ফলকে বিদ্ধ হইয়াও অবিচলিত ছিলেন—ইচ্ছা মৃত্যু হইয়াও—সহস্র সহস্র তীর অঙ্গ মধ্যে প্রোথিত রাখিয়াও ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, আনন্দে উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত জীবন রাখিয়াছিলেন—এই ঐতিহাসিক সত্যকে অসম্ভব মনে করিয়া গল্প কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? বিশ্বাস করিতে যে পার না—ইহা তোমার মূঢ় বুদ্ধির জন্য। যখন রেল টেলিগ্রাফ হইল তখন নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তুমি চরিত্রবল, ধর্ম্মবল, তপস্যার বল সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ, নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক অপেক্ষাও হীন অবস্থায় আসিয়াছ তাই বিশ্বাস করিতে পারনা—ইহাতে ভীষ্ম কাল্পনিক হইয়া যাইবেন কিরূপে? তাই বলিতেছিলাম পিতামহ সংসারজয়ী পুরুষ।

সর্ব্বাঙ্গীন সংসার জয়ের আদর্শ শ্রীভগবান্। ধর্ম্ম মার্গং চরিত্রেণ জ্ঞান মার্গং চ নামতঃ তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যং ঐশ্বর্য্যং যস্য পূজনাৎ। ইহাই শ্রীভগবানের মহিমা। অভিষেক হইয়া গিয়াছে—প্রভাতে রাজা হইবেন—বহুদূর দূরান্তর হইতে শত শত নরপতি অভিষেকার্থ আসিয়াছেন, সমস্ত প্রস্তুত এমন সময়ে শ্রীভগবান রাজ্য ত্যাগ করিলেন, বনে গমন করিলেন—পিতার সত্য রক্ষা জন্য। শ্রীভগবান্ পিতার চরিত্র বিচার করিলেন না—যাহারা পিতার চরিত্র বিচার করিয়া দোষ দেখাইল তাহাদিগকেও তিনি বুঝাইয়া দিলেন—পিতার দোষ হইতে পারে না—পুত্রের নিকট পিতা ভগবান্—পুত্রের নিকট পিতার দোষ হইতে পারে না—পিতার দোষ দেখিতে পাইলে পুত্রের পুত্রত্ব থাকে না।

পিতা কিরূপ ভাবে, কাহার নিকটে কিরূপ ভাবে দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন প্রভুর তাহার চিন্তা আদৌ উঠিল না। পিতা যে ভাবে যেরূপ অবস্থায় আজ্ঞা করুন না কেন তাহা অবিচারে পালনীয়। ইহাই চরিত্র—ইহাই সংসার জয় ইহাই সভ্যতা—পিতার দোষ দেখা বর্ব্বরতা অসভ্যতা। পিতার দোষ দেখান সকলেই পারে, কিন্তু পিতা ভগবান পিতার দোষ হইতেই পারে না—আমি হতভাগ্য বলিয়া সয়তানের কুহকে পড়িয়া পিতার কথা অমান্য করিতে যাইতেছি—এই হৃদয় একদিন সংসার জয় করিতে পারে।

আরও আছে। বন গমন সময়ে পিতা নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন—পুত্র তখন বিচার করিলেন—বিচার করিয়া পিতাকে বলিলেন—এখন যাহা বলিতেছেন তাহা স্নেহে। স্নেহে পড়িয়া মানুষ সত্য অগ্রাহ্য করিয়া অসত্য গ্রহণ করিবে না।

ভারতের অসাধারণ ধর্ম্মের ফল ইহা। সাধারণ ধর্ম্ম অন্য দেশে আছে, অসাধারণ ধর্ম্ম ভারতেই আছে। অন্যত্র যদি এই ধর্ম্মের কিছু দেখা যায়—সে কেবল এই দেশে আগমনের সূচনা মাত্র। এই দেশের লোক কর্ম্ম সূত্রে অন্য দেশে জন্মিয়াছে—পূর্ব্ব সংস্কার বশে এই দেশের ব্যবহার করিয়া ফেলে মাত্র।

আরও কঠিন শ্রীভগবান্ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ কলঙ্কলেশশূন্যা, নিরপরাধা সহধর্ম্মিনীকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাঞ্চন ত্যাগ আছে, কামিনী গ্রহণ না করা আছে—কিন্তু গ্রহণ করিয়া, পূর্ণভাবে পবিত্র জানিয়া রমণীয়তার মূর্ত্তি দেখিয়াও—সেই স্বামিগতপ্রাণা, সমচিত্তস্পন্দনবতীকে পরিত্যাগ করা এ আর কুত্রাপি নাই। শ্রীভগবান্—দেবীকে ত্যাগ করিলেন কেন? রাজার কর্ত্তব্য পালন জন্য? কি এই কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জন? প্রজার জন্য সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন ইহাই রাজ ধর্ম্ম—আশ্রিতের জন্য নিজ সুখ কামনা ত্যাগ ইহাই পূর্ণ মাত্রায় সংসারজয়।

প্রজা অজ্ঞান হইতে পারে—আশ্রিত জন মূঢ় বুদ্ধি হইতে পারে—কিন্তু রাজা যদি অজ্ঞানী মূর্খ আশ্রিত জনকে ক্ষমা করিয়া তাহাদের দোষ সংশোধন না করেন তবে আর রাজ ধর্ম্ম হয় কিরূপে? এরূপ কার্য্যে রাজার গুরুতর ক্লেশ হইতে পারে—নিজের প্রধান স্বার্থ ত্যাগ করিবার আবশ্যকও হয়—রাজা যদি ইহা না করেন তবে তাঁহার প্রজা—তাঁহার আশ্রিত

জন—তাহাদের অজ্ঞান বশে আরও মলিন হইয়া যায়—আরও অজ্ঞানী হইয়া উঠে—আর রাজ্য অজ্ঞান জন্য পাপে পূর্ণ হইতে থাকে। এ ক্ষেত্রে রাজা আপনার সমস্ত দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া প্রজার উপকারই করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ জনকনন্দিনীকে বিসর্জ্জন করিলেন। বলিতে পারা যায় প্রজার অজ্ঞান জন্য রাজা, মহারাণীর উপর অবিচার করিলেন—তাঁহার বিনা দোষে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিলেন। আমরা বলি এ বিসর্জ্জন বিসর্জ্জন নহে ইহা প্রতিষ্ঠা। ইহাই সংসার জয়।

স্থূল দেহকে চক্ষের অন্তরাল করিলেই কি বিসর্জ্জন হইল? সূক্ষ্মভাবে সীতাকে নিরন্তর মনোরাজ্যে স্থাপন করা কি বিসর্জ্জন না প্রতিষ্ঠা? সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভগবান্ যত দুঃখ সহ্য করিলেন তত দুঃখ কি সীতার হইয়াছিল। রে রে দক্ষিণ হস্ত! তুমি সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়াছ এখন ধর্ম্মের জন্য শূদ্রক-বধরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্মে বিরত কেন? শ্রীভগবানের এই কাতরোক্তি কি বিসর্জ্জনের কথা কহিতেছে না চির প্রতিষ্ঠার কথা কহিতেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিকৃতি বামভাগে স্থাপন করিয়া যজ্ঞ সমাধান করা কি প্রতিষ্ঠা না বিসর্জ্জন?

জগতের হিতের জন্য যিনি স্থূল ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সংসার জয়ী। সংসার জয়ী যিনি তিনিই সংযমী পুরুষ।

শ্রীভগবান্ আপনি আচরণ করিয়া যাহা দেখাইলেন এমন আর কোথায়? এমন সংসার জয় আর কে দেখাইতে পারিয়াছেন? এস এস এই আদর্শ অনুকরণ জন্য আমরা প্রাণপণ করি। পিতা মাতা গুরু স্বজন জন্য আমরা সংসার জয় করি। কর্ত্তব্যের জন্য আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মানুষ হই।

কর্ত্তব্যের কাছে নিজ কামনা চরিতার্থতা? প্রেমের কাছে কি কামের কদর্য্য কার্য্য। তুমি একটু নিজ সুখ ত্যাগ করিলে যদি পরিবারের মঙ্গল হয়, সমাজের ইষ্ট হয়, জাতির মহত্ত্ব, চরিত্রের মহত্ত্ব, ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে কি পশুত্ব বিসর্জ্জন উচিত হয়না। নিজের আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনই না পশুত্ব। পশুত্ব জয় করিয়া—অন্যকে পশুত্ব জয় করিতে শিক্ষা দেওয়া কি কর্ত্তব্য নহে। পশুত্ব ত্যাগ করিয়া দেবত্ব গ্রহণে প্রাণপণ করাই—বুদ্ধিমানের জীবিতোদ্দেশ্য নহে? পশুত্ব জয় চেষ্টাকে কি সংসার জয় বলে না?

কন্যা বিধবা হইল। এ কন্যাকে কোন পথ দেখান পিতার কর্ত্তব্য? দুইটি পথ আছে—একটিতে বিধবা কন্যাকে মনে মনে যাহাকে বরণ করিতে

বলা হইয়াছিল, কন্যা যতই অল্পবয়স্কা হউক না কেন যাহাকে 'বরণ' করিয়া কন্যার পিতা ও মাতা কন্যাকে একদিনের জন্য পতির গৃহে দিয়াছিল—শাস্ত্র মত বহু সমারোহ করিয়া যাহার হস্তে দান করিয়াছিল—পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে যাহাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়া ছিল সতীত্ব ধর্ম্ম পালন জন্য—আজ সেই কন্যাকে বিধবা দেখিয়া পিতা কি সতীত্ব ধর্ম্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দিবেন না সতীধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া কন্যার ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থতার জন্য আয়োজন করিবেন? পিতা কি দেবত্ব পথে তুলিয়া দিবেন না পশুত্ব পথে নাবাইবেন? কোনটি সংসার জয়? পশুত্বে প্রশ্রয় না দেবত্বে চেষ্টা? বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচারিণী করা, না বিধবা কন্যার আবার উপযুক্ত পতি জুটাইয়া দেওয়া?

কন্যা ব্রহ্মচর্য্য যদি পালন করিতে না পারে? ইহা হইতেই পারেনা। তথাপি যদি বলা হয় অনেকেই যে পারিতেছে না—বলিব সেও পিতা মাতার পশুত্বে। পিতা মাতা বিধবা কন্যার চক্ষের সম্মুখে যদি ইন্দ্রিয় বিলাস করেন—তাহার দুঃখে দুঃখিত না হইয়া—তাহার সহিত আত্মারাম হইতে চেষ্টা না করিয়া যদি বিধবা কন্যার সম্মুখেই ইন্দ্রিয়ারাম হয়েন তবে কি বলিব পিতা মাতা দেবতা না পশু?

অন্য পক্ষে কন্যাকে বিধবা হইতে দেখিয়া যদি পিতা মাতা উভয়েই কন্যার সহিত ব্রহ্মচর্য্য করেন তবে কি কন্যার চিরজীবনের কল্যাণ সাধন তাঁহারা করেন না? সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনও দীর্ঘ করেন না? সংসার জয় এরূপ ইন্দ্রিয়ারাম পিতা মাতা করিলেন কিরূপে? গীতা বলিতেছেন—অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘঃ পার্থ স জীবতি। পাপ আয়ু তিনি। এই পাপী পিতার জীবনই বৃথা।

আরও একটু বিচার আছে। বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য করাইতে প্রাণপণ করান সর্ব্বমঙ্গলের হেতু। যত ক্লেশ হউক না কেন, যতই ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জ্জন দিতে হউক না কেন, ইহাই সংসার জয়। অন্য পক্ষে যদি আবার বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় সে ক্ষেত্রে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও জানা নাই। সতীত্ব ত গেল—কিন্তু যে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য বিবাহ দেওয়া গেল তাহাও নির্ব্বিরোধে কতদিন চলিবে তাহাও জানা নাই। যদি বিবাহ দিলেই সুখ হইত তবে সকল সধবাই সুখে আছেন ইহা স্বীকার করিতে হয়। যদি সধবারও দুঃখ সমাজে থাকে তবে সধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা কেন না হয়? সধবার আবার বিবাহ দেওয়া তবে অন্যায় কিসে? ইহার নমুনাও ত দেশে আসিয়াছে।

তাই বলিতেছি, দেবত্বের জন্য পশুত্ব বা আত্মসুখকামনা ত্যাগ যদি করিতে না পারিলেন, যিনি দেবত্বের জন্য অন্যকে পশুত্ব জয় করিতে শিক্ষা দিতে না পারিলেন তিনি—যতই কেন ধন মান উপার্জ্জন করুন না—তিনি সংসারে পরাস্ত হইলেন—দেবতুল্য পুরুষের নাম করিতেও তিনি অধিকারী রহিলেন না।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন জন্য চেষ্টা করিয়া আপনি ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করিয়া অন্যকে ইন্দ্রিয় সুখের পরিবর্ত্তে ভগবৎ সুখের দিকে আকর্ষণ করাই সংসার জয়। অধিক আর কি বলা যাইবে ভগবান্ আমাদের পবিত্রতা রক্ষা করুন—তুমি ভিন্ন দুর্ব্বলের বল কেহ নাই।

প্রাচীন রাজনীতি।

১

অধর্ম্ম ভিন্ন রাজার অধঃপতন হয় না। ভগবান্ কশ্যপ তাঁহার দৈত্য ও দানব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—দেবতারাও আমার যেরূপ সন্তান তোমরাও সেইরূপ।

পুত্রের জয়পরাজয় কিম্বা মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে পিতা-মাতার হাত নাই। এ বিষয়ে কর্ম্মই প্রধান। দেবতারা সত্যকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, এজন্য তাহাদের জয় হয়। ধর্ম্ম যাঁহাদের বল এবং ভগবান্ বাসুদেব যাঁহাদের সহায় তাঁহাদের সর্ব্বদাই বিজয়লক্ষ্মী করায়ত্ত।

তোমরা সত্যকে উপেক্ষা এবং ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া থাক, এজন্য তোমরা সর্ব্বদাই পাপ পথে চলিতেছ। অতএব তোমাদের যে পরাজয় ও অমঙ্গল সংঘটন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

২

পরম বৈষ্ণব বলি পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন—হে মহাভাগ আমি আপনাকে শত্রুর শরণাগত অথবা তাহার সেবা করিতে বলিতেছিনা। শত্রুর সাধন-সম্বন্ধে প্রাচীন রাজনীতি আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন অপেক্ষা বলবান্ শত্রুর পার্শ্বে প্রবেশ করিয়া জয়-কাল প্রতীক্ষা করিবেন। অন্ধকার যেমন প্রথমে প্রদীপচ্ছায়ায় অল্পে অল্পে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরিশেষে প্রবল বেগে সমস্ত গৃহে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ

প্রথমে স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর প্রসাদন করাই কর্ত্তব্য। আপনারা ধর্ম্মভাব অবলম্বন পূর্ব্বক দেবতাগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করুন। তবেই আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সকল সময়ে বলবীর্য্যে কার্য্য হয় না। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ইষ্ট সাধনে অক্ষম হইলে অন্ধকারের ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করাই উচিত।

ভগবান্ কাশ্যপের কথা মত কার্য্য করাই আপনাদের কর্ত্তব্য। পুরুষ স্বীয় অবস্থার উচিত কার্য্য করিবে। স্বীয় সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া বিজয় লাভের বাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই নিয়মকে অতিক্রম না করিয়া সংসার মার্গে বিচরণ করে তাহার পরিণামে শুভ হয়।

পদ্ম পুরাণ—ভূমিখণ্ড—একাদশ অধ্যায়।

সংসার-সম্বন্ধ।

১

ন্যাসাপহারী পুত্র।

পিতা-মাতা, স্বজন-বান্ধব, পুত্র-কলত্র, মিত্রা-মিত্র, প্রভু-ভৃত্য এই গুলি সংসারের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ হয় কেন?

ঋণ গ্রহণ, ন্যাসাপহার, বৈরিতাচরণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান এই চারি কারণে স্ত্রী পুত্র কন্যাদি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

যাহার ন্যস্ত ধন বা গচ্ছিত ধন অপহৃত হয় সেই ব্যক্তি অপহরণ কর্ত্তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। গচ্ছিত ধন অপহরণ নিমিত্ত তাহার যে দুঃখ হইয়াছিল এক্ষণে সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই প্রতিশোধ প্রদানে চেষ্টা করে। দিন দিন বহু আবদার করিয়া ধনাপহারী পিতার প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ করতঃ স্বেচ্ছানুসারে পিতার দ্রব্য সমুদায় ভোগ করিয়া অবশেষে যদৃচ্ছাক্রমে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। তাহার মৃত্যু সময়ে পিতা যে হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া বিলাপ করে সে তাহার কথায় কর্ণপাতও করেনা। প্রত্যুত এই ভাবিয়া হাস্য করে যে ইনি কি জন্য বিলাপ করিতেছেন।

সংসারে কেহ কাহারও পুত্র কিম্বা পিতা নহে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্যাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পুত্রদেহমধ্যবর্ত্তী জীব বুঝিতে পারেন—ইনি পূর্ব্বজন্মে নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্ম্মম হইয়া দস্যুর ন্যায় আমার স্থাপ্যধন অপহরণ করিয়া আমাকে দুর্নিবার দুঃখ সাগরে

মগ্ন করিয়া ছিলেন সেই দুঃখেই আমার প্রাণ বিয়োগ হয়। এক্ষণে তাহারই প্রতিশোধ জন্য আমি ইঁহার পুত্ররূপে জন্মিয়া ইঁহাকে দুঃখ প্রদান করিলাম। দুরাত্মা অকারণে যেমন আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল আমিও অন্ত ইহাকে সেইরূপ দুঃখ প্রদান করিলাম। আর কখন ইহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবেনা। এ দুরাত্মা পূর্ব্বেও আমার পিতা ছিলনা এক্ষণেও আমার পিতা নহে। আমি কেবল স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে ইহার বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়া এতদিন ইহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন ও ইহার প্রতি কৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছি।

হে সংসারাসক্ত জীব! শাস্ত্র বাক্য একটু মনোযোগ করিয়া দেখিও বুঝিবে কে তোমার পুত্র রূপে জন্মিয়াছে—কি উদ্দেশ্যে এ ব্যক্তি তোমার পুত্র হইয়াছে?

২

ঋণসম্বন্ধী পুত্র।

ঋণ করিয়াছে পরিশোধ করিতে পারিলনা মৃত্যু হইল এ অবস্থায় ঋণদাতা ঋণ কর্ত্তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ পুত্র স্বভাবতঃ দুর্ব্বৃত্ত ও ক্রূর-প্রকৃতি। জনক জননীর প্রতি তাহার দয়া মমতা থাকেনা। বিনা অপরাধে এরূপ পুত্র আত্মীয় গণকে তাড়না করে এবং প্রহার করে। সর্ব্বদা পিতা-মাতাকে বঞ্চনা করিয়া আপনি ইচ্ছামত সুখ সম্ভোগ ও স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়। কখন বা গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পরিবার বর্গকে নানারূপে ক্লেশ প্রদান করে। কেহ নিবারণ করিলে ক্রোধে অভিভূত হইয়া তাহাকে প্রহার ও নানা প্রকারে তাড়না করে। এইরূপ পুত্র নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের ঐকান্তিক মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে। মৃত পিতার উদ্দেশে কখন শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেনা। পিতামাতার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াত দূরের কথা—ইহারা সর্ব্বদাই পিতামাতার নিন্দাবাদ করে।

হে গৃহস্থ—এরূপ পুত্র কি তোমার গৃহে আছে? শাস্ত্র সাহায্যে ইহা-দিগকে চিনিয়া—ইহাদের ঋণ শোধ করিয়াই যাও। এরূপ পুত্রের জন্ম শোক কিরূপ হইবে তাই ভাব।

৩

রিপু পুত্র।

একজন অন্য একজনের শত্রু ছিল। ঐ শত্রু মরিয়া গেল। শত্রু হইবে পিতা—যাহার উপর শত্রুতা করিত সে হইল পুত্র। এইরূপ পুত্র বাল্যকাল হইতেই বৈর বুদ্ধি লইয়া জন্মে। আজীবন কাল সে পিতা মাতার সহিত শত্রুতা ব্যবহার করে। কখন তাঁহাদের প্রতি স্নেহ মমতা করেনা। এরূপ পুত্র যথাসময়ে পিতা মাতাকে শয়ন ভোজন করিতে দেয়না। কিছুমাত্র ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলেও পিতা মাতাকে আহার করিতে দেখিলেই তাঁহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। সর্ব্বদাই জনক জননীকে নিষ্ঠুর রূপে প্রহার ও তাড়না করিয়া থাকে। পিতা মাতা নিষেধ করিলে দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন ও অভি-মান করিয়া তাঁহাদের সুখ শান্তি অপহরণ করে। কখন দুর্ল্লভ বস্তু প্রাপ্তি জন্য পিতা মাতাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। একটি অভিলাষ পূর্ণ হইলে অন্য বিষয়ে বায়না ধরে। এই শত্রুতা করিয়া করিয়া যখন তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় তখন সে জনক জনকীকে দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। উৎপাদনে, ধারণে, পালনে, শিক্ষাদানে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, যে জনক জননী তাহাকে পোষণ করিলেন, সেই ক্রূরপ্রকৃতি রিপুপুত্র পিতা মাতার জন্য ক্ষণমাত্রও চিন্তা করেনা।

এইরূপ পুত্র কি কোন সংসারে আছে? চিনিয়া রাখিলে কি কোন জ্ঞানের উদয় হয়না? "সংসার কি" ইহা কি শাস্ত্র সাহায্যে বুঝিবার কিছুই সুবিধা হয়না? যথার্থ কথা জানিয়া আপন কর্ম্মের প্রতিফল নিঃশব্দে ভোগ করিয়া—আর যাহাতে এই নিদারুণ সংসারে না আসিতে হয়—তাহার চেষ্টার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণ করাই মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য।

৪

প্রিয় পুত্র।

জন্ম মাত্রেই প্রিয়পুত্র পিতা-মাতার প্রীতি সমুদ্ভাবন করে। ঐ পুত্র কোন কারণে তাঁহাদিগকে বিরক্ত বা উদ্বেজিত করেনা। কখন অবাধ্য হইয়া পিতা মাতার মনঃপীড়া জন্মায় না। কি শৈশব, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই সে পুত্র পিতামাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সর্ব্বদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহারা পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করে এবং প্রতিপালন করে।

এইরূপ পুত্র জনক জননী আহার না করিলে আহার করেনা, তাঁহারা নিদ্রিত না হইলে শয়ন করেনা এবং ভ্রম ক্রমেও তাঁহাদের বিপ্রিয় পথে পদার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হয়না। পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে। জনক জননীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেত লোকে সুখবসতি প্রদান করিয়া থাকে।

৫

উদাসীন পুত্র।

উপরোক্ত চার প্রকার পুত্র ব্যতীত আর এক প্রকার পুত্র আছে, যাহারা সংসারের সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত। কোন বিষয়ে তাহাদের স্পৃহা থাকেনা। কিছুতেই তাহাদের বিরক্তি বা তুষ্টি নাই। এরূপ পুত্র কখনও কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট করে না। কাহারও প্রতি তাহার আত্মীয় বা দ্বেষ ভাব নাই। সে কিছুতেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করেনা, কাহাকেও তাড়ন বা প্রহার করেনা। ইহাদের দ্বারা পিতা মাতার কোন কার্য্য হয়না।

ভারতের দুঃখ প্রতিকার।

আজ বহুজনে ভারতের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। কেহ বলেন বিলাতের সভ্যতা ভারত অনুকরণ করুক, বিলাতীর আচার ব্যবস্থার অভ্যাস করুক, বিলাতীর আহার বিহার প্রচলন করুক, বিলাতীর ধর্ম্ম আচরণ করুক, ইহাতেই ভারত সভ্য হইবে।

কেহ বলেন ভারত জাপানের মত কার্য্য করুক, জাপানের মত স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে শিক্ষা করুক। ভারত সভ্য হইবে।

কেহ বলেন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ভারত জাহান্নবে গিয়াছে। ভারত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া অথবা ধর্ম্ম একটা করিতে হয় বলিয়া দুই পাঁচ মিনিট বা সাতদিনে একদিন কতকক্ষণ সবাই মিলিয়া ধর্ম্ম করুক। ভগবান্ যদি থাকেন উহাতেই তাঁহার উপর কর্ত্তব্য করা হইল। ধর্ম্ম ধর্ম্ম না করিয়া ভারত শিল্প বাণিজ্য উন্নতি করুক, জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া সকলে একসঙ্গে আহার করিতে শিক্ষা করুক, সকলের কন্যা সকলের সঙ্গে আদান প্রদান করুক, হিন্দু শীক, পারসী, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান

হউক। সকলে এক রক্ত হউক, বড় বিচিত্র এক শক্তি ভারতে জাগিবে। বহুজনের মত ভারতের প্রাচীন কুসংস্কার দূর হউক—স্ত্রীলোক পুরুষ সমান স্বাধীনতা লাভ করুক, মাংসাদি আহার করিয়া শরীর সবল করুক, নিরাকার উপাসনা করিয়া সকলে একধর্ম্মী হউক—সকলে নিরাকার ভজিয়া একাকার হইয়া যাউক। এই একাকার হওয়াই বহু শিক্ষিতের অভিপ্রায়।

কিন্তু একাকার হওয়ার কতকগুলি বিঘ্নও আজ কাল উঠিতেছে। যে বিলাতী অনুকরণ করিতে কতকগুলি লোক বদ্ধপরিকর তাহারা দেখিতেছেন—বিলাত এতদিন যাহা করিতেছিল তাহা আবার ত্যাগ করিয়া ভারতের কুসংস্কার ধরিতে চায়। শব প্রোথিত না করিয়া অগ্নি সৎকার করিতে চায়, মাংসাহার ত্যাগ করিয়া আতপ কদলীই ধরিতে চায়, নিরাকার না ভজিয়া বৃহদাকার মনুষ্য জাতি ভজিতে চায়, স্ত্রী স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণ করিতে চায়, পুরুষ স্ত্রীলোকের এক অধিকার হইতে পারে না বলে ইত্যাদি।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা ভারতকে ভারত দেখিতেই চাহেন। ইঁহারা বলেন বেদবিশ্বাসী জাতির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। অন্যজাতি মধ্যে ইহা লক্ষিত হয়না। সদাচার বলিয়া বস্তুটি ভারতেই ছিল অন্য কোন জাতিতে নাই। স্নানে নিয়ম, আহারে নিয়ম, ভজনে নিয়ম, শয়নে নিয়ম, নিদ্রায় নিয়ম—যে সমস্ত নিয়ম ভারতে ছিল সে নিয়ম কুত্রাপি দেখা যায় না। এই গুলি ভারতের অসাধারণ ধর্ম্ম। অন্যত্র সাধারণ ধর্ম্ম আছে মাত্র। ইঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত নিয়ম যে প্রকৃত কল্যাণ কর তাহাই দেখাইয়া থাকেন। পূর্ব্ব ও উত্তর শিয়র করিয়া কেন শয়ন করিতে হয়, সকল তিথিতে সকল প্রকার দ্রব্য খাইতে নিষেধ কেন, আহার যজ্ঞ কিরূপে, স্নান যজ্ঞ কেন, পবিত্র বস্ত্র পরিয়া, শুচি হইয়া আহ্নিকাদি অধ্যয়নাদি করিতে হয় কেন, ইঁহারা বিজ্ঞান দিয়া এই সমস্ত সদাচার সমর্থন করেন।

ইঁহাদের মতে ভারতকে ভারত রাখিতে হইলে ভারতের যাহা বিশেষত্ব তাহাই দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে। ইহাই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ।

তপস্যাই ভারতের বিশেষত্ব। তপস্যা হারাইয়া ভারত দুঃখী হইয়া গিয়াছে। তপস্যা ভিন্ন ভারত কিছুতেই জাগিবেনা। সদাচার পালনই তপস্যা। তপস্যা ভিন্ন শক্তি সঞ্চয় হইবেনা। তপস্যা ভিন্ন চরিত্র গঠিত হইবেনা। তপস্যা নাই বলিয়া আজ জগতের কোথাও শান্তি নাই, তপস্যা শূন্য হইয়া যে স্বাধীনতা লাভ করা যায় তাহা স্বাধীনতা নহে তাহাই ব্যভিচার।

তপস্যা শূন্য হইলে বাহুবলে জীবের অনিষ্ট হয়, তপস্যা শূন্য হইলে বুদ্ধিবলে অধর্ম্ম হইয়া যায়। বেদবিশ্বাসী জাতি ভারতের তপস্যা আশ্রয় করিয়া অর্থ কামের চেষ্টা করুক—ক্রম মত ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ সাধন করিয়া—জনন মরণ রূপ সংসার প্রবাহ অতিক্রম করিয়া নিত্য সুখের দেশে স্থিতি লাভ করুক—ইহাই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ। ইহা ভিন্ন ভারতের দুঃখের কোন প্রতীকার হইবেনা। ভারতের বেদ এই শিক্ষা দিতেছেন, ভারতের গীতা এই উপদেশ করিতেছেন. ভারতের স্মৃতি, ভারতের পুরাণ, ভারতের তন্ত্র, সমস্বরে এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত বিজ্ঞান এই পথেই অল্পে অল্পে উঠিতেছেন। তপস্যা শূন্য সমবেত মনুষ্য শক্তি পশুশক্তি মত। ইহাতে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয় নাই হইতেও পারেনা—ইহাই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। চরিত্রশূন্য হইয়া ধর্ম্মোপদেশক বা সমাজ-সংস্কারক হওয়া যায় না ইহাই সকল চিন্তাশীলের মন্তব্য। নিজের চরিত্র রক্ষা জন্য যাঁহারা তপস্যাকে আশ্রয় না করিতেছেন তাঁহাদের জীবনের হাহাকার কখন মিটিবেনা—তাঁহারা সমাজ সংস্কার করিতে গিয়া সমাজকে ধ্বংস পথেই লইয়া যাইবেন। আজ এই দুর্দ্দিনে অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিতেছেন। তপস্যা ভিন্ন শান্তি নাই তপস্যা ভিন্ন কল্যাণ নাই ইহাই ইঁহাদের সিদ্ধান্ত। ইঁহারা বলেন যদি তুমি আত্মবঞ্চক না হও তবে যতদিন তপস্যা দ্বারা নিজের শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারিতেছ, যতদিন না সদাচার পালন করিয়া আপন চরিত্র গঠন না করিতেছ ততদিন যদি তুমি সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর তবে তুমি জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক নিশ্চয়ই পরবঞ্চক। তুমি আপনি মজিয়াছ, পরকেও মজাইতেছ, তুমি আপনার কাছে আপনি প্রতারক, তুমি আত্মবঞ্চক বলিয়াই পরবঞ্চক।

আমরা অধিক কিছুই বলিতে চাহিনা। কথাগুলি বিচার করিয়া আমরা ভারতের দুঃখ প্রতিকারে সকলে বদ্ধপরিকর হই ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

উৎসবের নিয়ম



১। 'উৎসবের' অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ১৷৷০ এক টাকা আট আনা। স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। নূতন সংখ্যার জন্য ডাকমাশুল লাগিবে না। পুরাতন সংখ্যার জন্য ডাকমাশুল দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে কাগজ বাহির হইবার নিয়ম। কাগজ বাহির হইবার এক সপ্তাহ মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে বিনা মূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।০ চারি আনা পাঠাইতে হইবে। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে জানাইতে হইবে।

৪। প্রবন্ধাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি সমস্তই সম্পাদকের নামে "উৎসব কার্য্যালয়, বি ১৩/৩২ সোণারপুরা, বেনারস সিটি" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। আর এক কথা---উৎসবের প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে পরিণত হইবে সুতরাং যাঁহারা যে সময়েই গ্রাহক হউন না কেন, সকলেই প্রথম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত দুই বৎসরের পুস্তক সমস্তই পাইবেন। তৃতীয় বৎসরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের মূল্য ডাক-মাশুল সহ দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের সমস্ত পুস্তক পাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে ১৩১৪ সন শেষ হইল। ১৩১৪ সনের মূল্য প্রায় সকল গ্রাহকই দিয়াছেন। যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত দেন নাই তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য অনতি বিলম্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৩১৫ সনের অগ্রিম মূল্য ১৷৷০ টাকা সত্বর পাঠাইয়া আমাদিকে উৎসাহান্বিত করিবেন। আমাদিগকে যেন ভি, পি, করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে না হয়। যাঁহারা ভি, পি, করিতে বলেন তাঁহারা সংবাদ দিলেই আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভি, পি, করিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গীতার বিজ্ঞাপন।

গীতা শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহতে ১০৲ টাকা দিয়া ৩০০ শত গ্রাহক এখনও হয় নাই। আমরা চিঠি পাইতেছি। কেহ কেহ লিখিয়াছেন ৫৲ টাকা দিয়া গ্রাহক হ৹তে চাহেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন ১৲ টাকা করিয়া পাঁচ মাসে দিবেন। টাকা আমাদের এককালেই আবশ্যক হইবেনা। তজ্জন্য আমরা পরে পরেও লইতে পারি। কিন্তু এই বৈশাখ মাসের কাগজ পাইয়া গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন তাঁহারা কে কিরূপ ভাবে টাকা দিয়া গ্রাহক হইবেন। যথোপযুক্ত গ্রাহক হইলে আমরা টাকা পাঠাইতে বলিব। ৺কাশীর ঠিকানায় কার্ড দিলেই চলিবে।

শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কার্য্যাধ্যক্ষ উৎসব॥

উৎসবের নিবেদন।

উৎসব প্রচার জন্য আমরা ইহার গ্রাহক ও গ্রাহিকা মহাশয় ও মহাশয়া-গণের উপর নির্ভর করি। তাঁহাদের কাহার কাহারও উৎসব প্রচারের যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়াছি। যাঁহারা উৎসব গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা আপন আপন পরিচিত সকলের নিকট ইহা প্রচার করিলেই ধর্ম্ম কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই হইবে ইহা নিশ্চয়। যাঁহারা এই কার্য্যে আমাদের সহয়তা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এখন সকলের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে সকলে আর এক-বার ইহার প্রচারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া উৎসবের যথাভিলষিত পুষ্টি সাধন করুন। উৎসব প্রচারের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎসব কার্য্যালয়।

বি ১৩/৩২ সোণারপুরা, অঘোর ভট্টাচার্য্যের লেন,

বেনারস সিটি।

রেজেষ্টরী নং A 362

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল; জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। [২য় ও ৩য় সংখ্যা



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

কাশীধাম;

মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

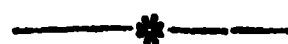


ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ]　　১৩১৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।　　[২য় ও ৩য় সংখ্যা

“ভব সত্য পরায়ণঃ।”



“কিং সত্যং কিমসত্যং বা ভব সত্য পরায়ণঃ” ভগবান বশিষ্টের উপদেশ ইহা রামের প্রতি। ভগবতী শ্রুতির উপদেশ ইহা জীবের প্রতি। মাতার উপদেশ ইহা পুত্রের প্রতি। বুদ্ধির উপদেশ ইহা মনের প্রতি। শাস্ত্রের উপদেশ ইহা ব্যভিচারী জনের প্রতি। সত্য আমির উপদেশ ইহা মিথ্যা আমির প্রতি। শ্রীগুরুর উপদেশ ইহা শিষ্যের প্রতি।

বশিষ্ট, শ্রুতি, মাতা, শাস্ত্রোজ্জ্বলা, বুদ্ধি, শাস্ত্র, সত্য আমি, শ্রীগুরু ইঁহারা এক। সকলেই আত্মবিস্মৃত আত্মারামকে উপদেশ করিতেছেন—আত্মবিস্মৃতিও যাঁহার সঙ্কল্প মাত্র তাঁহার প্রতি এই উপদেশ, শুধু সঙ্কল্পের আত্মবিস্মৃতি ত্যাগ জন্য, শুধু শুধু সঙ্কল্প করিয়া যে জীব সাজা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপে থাকা জন্য।

এক অনন্ত অখণ্ড সত্য সমুদ্রে, অনন্ত মিথ্যা তরঙ্গ খেলিতেছে। তুমি আমি জীবপুঞ্জ সমুদ্র ও তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া কখন সমুদ্রে তলাইয়া যাইতেও পারি কখন তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল ভাসিয়াও যাইতে পারি। আবার সমুদ্রে ডুবিতে শিখিয়াও তরঙ্গে তরঙ্গে যখন ইচ্ছা খেলিতেও পারি যখন ইচ্ছা ডুবদিয়া শান্তও থাকিতে পারি।

যাঁহারা সমুদ্রে তলাইয়া আর উঠিতে চাহেন না তাঁহারা পরমব্রহ্মের শান্ত পাদত্রয়ে নির্ব্বাণ ইচ্ছা করেন। যাঁহারা তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া আর ডুবিতে পারেন না তাঁহারা মূঢ় জীব, আর যাঁহারা ডুবিতেও পারেন ভাসিতেও পারেন তাঁহারা জীবন্মুক্ত।

প্রথম ও শেষ মহাত্মার কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। মধ্যের মূঢ় জীবের কথাই আলোচ্য।

অনন্ত মিথ্যা তরঙ্গ এক পাদে, আর তিন পাদ শান্ত। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বলিয়া এত অভ্যাস হইয়া যায় যে জীবকে সত্য দেখাইয়া দিলেও—সত্য কি বিশ্বাস করিতে পারেনা।

(২)

"পরমেশ্বর প্রতিপাল্যো ভবতো ভবতাপভীতোঽহং" আর্ত্ত হইয়া সাধক কতবারই বলে হে প্রভু! হে পরমেশ্বর—আমি তোমার প্রতিপালনের যোগ্য—তোমার কৃপার পাত্র—কেননা প্রভু বড়ই ভবতাপ ভীত হইয়াছি।

সবাই মরে—মৃত্যুর ভয় আবার কি? পশুতে বলিতে পারেনা মৃত্যুর আবার ভয় কি? পশু বিপদ আসিলেই ছটফট করে, চাবুকের জ্বালা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাঁদে, চিৎকার করে—বিপদ না যাইতে যাইতেই সব ভুলিয়া—যেমন পশু তেমনই পশুই থাকে।

পশু মৃত্যুর ভয় স্মরণ করিয়া সাবধান হইতে পারেনা। ভয়ের সময় ভয়ে কাতর হয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পশুই মরণমূর্চ্ছায় কাতর হয়, মৃত্যু যাতনায় অস্থির হয়। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেনা—মৃত্যুর আবার ভয় কি?

মানুষ পারে তাই ইহা প্রকাশ করে। বহুবার মরিয়াছে, বহুবার মরণ মূর্চ্ছার ক্লেশ পাইয়াছে বহুবার মরণের মর্ম্মভেদী নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়াছে, বহুজনকে এই যাতনা ভোগ করিতে দেখিয়াছে, বড় আদরের পুত্র, কন্যা—স্ত্রী, স্বামী—পিতা মাতা, জামাতা আত্মীয়—বড় প্রিয় আত্মীয়

স্বজনকে নিদারুণ যাতনায় অস্থির হইতে দেখিয়াছে, নিঃশব্দে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছে, নিতান্ত কাতর হইয়া সাহায্য চাহিতেছে দেখিতেছে— কিছুই সাহায্য করিতে না পারিয়া মানুষ প্রিয়বস্তুর শিয়রে বসিয়া কতই কাঁদিয়াছে—মানুষ তাই রোগগ্রস্থ হইলে ভীত হয়। এ ভয় সবার অন্তরেই আছে—তবে যে বলে মরার আবার ভয় কি—এটা একদিকে পশ্বাদি সাধারণী বৃত্তি বিশিষ্ট শিশুধর্ম্মী মূঢ় মানুষের কথা—অন্যদিকে ভোগাসক্ত আত্মবঞ্চক জম্বুকধর্ম্মী কপট মনুষ্যের উক্তি। এই শেষোক্ত জনগণ সংযমকে আত্মবঞ্চনা বলে—শাস্ত্রের ভোগ ত্যাগের উপদেশ শুনিলে ব্যাকুল হয়—নানা প্রকারে ভোগের ব্যাখ্যা করিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা রাখিতে চেষ্টা করে। শাস্ত্র এরূপ প্রকৃতির লোককেও অল্পে অল্পে ভোগ ছাড়িতে বলেন—প্রবৃত্তি মার্গ যাহাতে মুখ ফিরাইয়া নিবৃত্তি মার্গে পড়ে তাই করেন।

যিনি যথার্থ আর্ত্তভক্ত তিনি নিজের ও অন্যের মৃত্যু যাতনা উপলব্ধি করিতে পারেন। বড় যাতনা পাইয়া অজ্ঞানী জীবকে মারতে হয়, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, লোককে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন—কেমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহা আপনি আচরণ করিয়া অন্যকে আচরণ করিতে উপদেশ করেন।

সত্যই ইহা অপেক্ষা নিদারুণ যাতনা আর কি আছে। যে বড়ই প্রিয় সে রোগাক্রান্ত হইল. অল্পে অল্পে সুন্দর শরীর কৃশ হইতে লাগিল, অল্পে অল্পে আহারের সামর্থ্য রহিত হইতে লাগিল। আর তেমন করিয়া কথা কহিতে পারেনা, আর তেমন করিয়া খেলা করিতে পারিলনা—রোগের প্রথম অবস্থায় পূর্ব্বে যাহা বড় প্রীতি পূর্ব্বক আহার করিত তাহা মুখ ফুটিয়া চাহিল—কিন্তু তাহার প্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা বন্ধ করিয়া দিল—ক্রমে আর বিছানা ত্যাগ করিতে পারিলনা, আপনি উঠিতে বসিতে পাশ ফিরিতে পারিলনা। প্রথম প্রথম যাতনার কথা বলিতে পারিত ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। আর বলিতে পারেনা—ক্রমে প্রলাপ আসিল—আমাকে ঐ ঘরে লইয়া চল—আমি পড়িয়া যাইতেছি—হরি হরি এ দৃশ্য যে দেখিয়াছে—প্রিয়জনের এ অবস্থা যে দেখিয়াছে হায় সে কিরূপে আবার নিশ্চিন্ত হইবে যতদিন না ইহার প্রতীকার করিতে পারে?

এই যে প্রাণসম প্রিয় পুত্র—যে বড় সতেজে উঠিতে ছিল, বড় সতেজে ভাবী জীবনের মহত্ত্ব দেখাইতেছিল—সে যে আর কথা কহিতে পারিলনা—

দেহ একস্থানে পতিত রহিয়াছে নাড়িবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও আর বলিতে পারিলনা—মস্তক আর উপাধানে স্থির রাখিতে পারিলনা—শতবার শিরো-লুণ্ঠনে অব্যক্ত ভীষণ যাতনা জানাইতে লাগিল— তাহার আত্মীয় স্বজন যাতনা দূর করিতে গিয়া শত তাপে সেই তাপিত দেহকে পুড়াইতে লাগিল, উত্তপ্ত তিসি গো'মাদি বক্ষে পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে করিতে জীবন্ত থাকিতে থাকিতেই দেহকে অগ্নিদগ্ধ করিতে লাগিল—বালক বাক্‌রুদ্ধ অবস্থাতে ও ছট্‌ফট করিতে করিতে ক্ষতস্থানে অঙ্গুলী প্রয়োগে কতই নিদারুণ যাতনা জানাইল—কখন বা অল্প সংজ্ঞা লাভ করিয়া বড় কাতর ভাবে পিতা মাতার হস্ত দুটি নিজের বক্ষে চাপিয়া কি মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা জানাইতে লাগিল—হায় এ যাতনার দৃশ্য ভুলিয়া মানুষ আবার নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার করে কিরূপে? এই যে মুখে কিছু দিলেও গলাধঃকরণ হয়না, এই যে জিহ্বা পর্য্যন্ত নাড়িবার সামর্থ্য নাই—এই দন্তের মূল দিয়া পুনঃ পুনঃ রুধিরদধি বাহির হইতেছে—এই যে শেষে গলার মধ্যে ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে—এই যে গণ্ডদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িল হায়! কি ভীষণ যাতনায় প্রাণ বাহির হইতেছে—হায়! প্রাণ বাহির হইবার সময়, প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কি করিয়া শরীর ইন্দ্রিয় মন্থন করিয়া গেল, কি করিয়া মুখের আকৃতিকে বিদলিত করিয়া গেল—এ দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ ধারণ করা যায় কিরূপে? হায় মানুষ কিরূপে ইহা বিস্মৃত হয়? হায় মানুষ কেন সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারেনা—এই যাতনা পাইয়া আমাকেও এই দেহ ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে? হায় যদি ইহার প্রতীকার না করিতে পারি তবে আমার কি হইল? কেমন করিয়া আমি সুস্থ থাকিব? হায় কে আমার আছে যে আমাকে প্রাণ প্রয়াণের যাতনা এড়াইয়া দিবে—কে আমাকে দারুণ মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার করিবে?

মৃত্যুর হস্ত যে যেখানে সেখানে দেখে, তাহার আর ভোগে রুচি হয় কিরূপে? কত কাতর হইয়া সে বলে "গতাগতেন শ্রান্তোস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু" কতবার সে বলে—মধুসূদন আমায় পরিত্রাণ কর—তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই প্রভু! তুমিই বলিয়াছ "জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" হে প্রভু! হে করুণা নিদান—পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর ভীষণ যাতনা ভোগ করিয়া—আমি মৃত্যুর নাম শুনিলেই ভীত হই—আমায় তুমি পরিত্রাণ কর—আমি তোমার আজ্ঞা মত চলিব—আর তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবনা—

আর শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করিতে প্রাণ চায়না—আপনি তোমার আজ্ঞামত চলিব—কাতর জীবকে চলিতে বলিব—মৃত্যু অতিক্রম করিবার জন্য আপনি সুস্থ থাকিতে থাকিতে মরণ অভ্যাস করিব—যে পরিত্রাণ পাইতে চাহিবে তাহাকেও মরণ অতিক্রমের পথ ধরিতে বলিব।

(৩)

৺কাশী প্রাপ্তি যাঁহার হয় শুধু তাঁহার যে মঙ্গল তাহা নহে—তাঁহার ভালবাসার পাত্র যাঁহারা তাঁহাদেরও পরম উপকার সাধিত হয়।

"ন গায়ত্রী সমো মন্ত্রো ন কাশী সদৃশী পুরী।
ন বিশ্বেশ সমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ॥"

গায়ত্রী সমান মন্ত্র নাই, কাশী সদৃশী পুরী নাই, বিশ্বেশ্বরের সমান লিঙ্গ নাই ইহা সত্য সত্য—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

আর কাশীতে মৃত্যু?

দেহ ত্যাগোঽত্র বৈ দানং দেহ ত্যাগোঽত্র বৈ তপঃ।
দেহ ত্যাগোঽত্র বৈ যোগঃ কাশ্যাং নির্ব্বাণ সৌখ্যকৃত্॥
প্রাপ্যোত্তরবহাং কাশ্যামপি দুষ্কৃতবানপি।
যায়াৎ স্বং হেলয়া ত্যক্ত্বা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

কাশীতে দেহত্যাগই দান, দেহত্যাগই তপ, দেহত্যাগই যোগ। কাশীতেই নির্ব্বাণ। উত্তর বাহিনী গঙ্গাতীরস্থ কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে দুষ্কৃতবানও অবহেলে সংসার সাগর পার হইয়া তৎবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। এই মহাশ্মশানে, এই নন্দন কাননে কলির আক্রমণ নাই। কাশী মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর মধ্যে।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চিরবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

শ্রুতি বলেন—

তত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষুং ক্রমমাণেষু।
রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে সেনাসাবমৃতোভূয়মোক্ষী ভবতি॥

শাস্ত্র আরও বলেন—

কদা কাশ্যাং গমিষ্যামি কদা দ্রক্ষ্যামি শঙ্করম্।
ইতি ব্রুবাণঃ সততং কাশীবাস ফলং লভেৎ॥

কবে কাশী যাইব, কবে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিব, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই বলেন তাঁহারও কাশীবাসের ফল লাভ হয়।

কলিযুগে কাশীবাস বড়ই প্রশস্ত। মৎস্য পুরাণে দেখা যায়—

জ্ঞাত্বা কলিযুগং ঘোরং অল্পায়ুষমধার্ম্মিকম্
অপধ্যান বিহীনানাং জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জ্জিতাম্
তপস্যুৎসাহ হীনানাং গতিং বারাণসী নৃণাম্॥

বহু পুরাণে যেমন দেখা যায় "কলৌ গঙ্গৈব কেবলং" "কলৌ গঙ্গা বিশেষতঃ" "দান মেকং কলৌ যুগে" "কলৌ সংকীর্ত্ত কেশবম্" সেইরূপ দেখা যায় কাশীই কলিযুগে সর্ব্বপাপ উপশমন প্রায়শ্চিত্ত ক্ষেত্র।

মহাভারত যেমন বলেন—

গীতা গঙ্গা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বথ সেবনম্।
বাসরং পদ্মনাভস্য সপ্তমং ন কলৌ যুগে॥

গীতা, গঙ্গা, ভিক্ষু, কপিলা, অশ্বথ, একাদশী—এই ছয়টি ভিন্ন সপ্তম আর নাই সেইরূপ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়—

কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।
কলৌ ভাগীরথী গঙ্গা কলৌ দানং বিশিষ্যতে॥

কলিতে বিশ্বেশ্বর, বারাণসী, গঙ্গা এবং দান ইহাই প্রশস্ত। হরিনামের মত কাশীবাসও এই দারুণ কলিতে প্রাণ প্রয়াণ পাথেয়, সংসার ব্যাধির ভেষজ দুঃখ শোক পরিত্রাণের উপায়।

ইদং কলিযুগং ঘোরং সংপ্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দন।
ততো গচ্ছামি দেবস্য পুরীং বারাণসীং শুভাম্॥

এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্র বিশ্বাসীর ইহাই যথেষ্ট। যিনি কাশীতে দেহত্যাগ করেন তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইল। এখন যাঁহার প্রিয়জন ৺কাশী প্রাপ্ত হয়েন তাঁহার পুণ্যের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক।

ভয়ভীত বালক মাতার ক্রোড়ে লুকাইলে বড়ই নিরাপদ হয়। সংসার ভয়ভীত সন্তান মাতার আশ্বাস বাক্যে বড়ই ভয়শূন্য হয়। মা যার কাশীলাভ করিয়াছেন, মা যার শিবশক্তির পুণ্যধামে আশ্রয় পাইয়াছেন, সে ব্যক্তির বড় সহায় মিলিয়াছে। সে বিপদ কালে যদি মাকে ডাকে—বিপদকালে যদি বলে মা আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমিত মা শ্রীভগবানের নিকটে আছ—আজও

তোমার কোন শক্তির অভাব নাই—মা তুমি যে এই মর জগতে আমার প্রতি কাতরোক্তিতে দৌড়িয়া আসিতে, বড় আদর করিয়া আমার চক্ষের জল মুছাইতে, আজ মা আমি ভবতাপ ভীত হইয়া তোমায় ডাকিতেছি, সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি—তুমি ত মা তাঁহার নিকটেই আছ, আজ আমার হইয়া একবার তাঁহার কাছে জানাও মা—আজ আমার রমণীয় দর্শনকে একবার মিলাইয়া দাও মা। আমি জীবিত কালে তোমায় অবজ্ঞা করিয়াছি, সামান্য জ্ঞানহীনা স্ত্রীজাতি ভাবিয়া ভক্তি করিতে পারি নাই। আমি কুপুত্র। মা তথাপি আমি পুত্রবটে— তুমি ত আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ—আজ আমার এই দারুণ যাতনার দিনে একবার তেমনি করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আজ মা তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবাদিনীর সহিত মিলিয়া রহিয়াছ- আজ তোমাকেই ডাকিলেই যে তাঁহাকে ডাকা হইল। মা আমার লয় বিক্ষেপ দূর করিয়া দাও। আমাকে তোমাদের চরণ কমল ধ্যানে নিযুক্ত কর আমার ভবতাপ শান্ত করিয়া দাও। আমার সমস্ত দায় হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার নিত্যধামে লইয়া যাও মা—আমি আর কখন তোমায় ছাড়িয়া থাকিবনা।

এই উপাসনা বড়ই প্রাণস্পর্শী—মায়ের উপাসনায় যখন জগৎজননীর উপাসনা হয় তখন উপাসনা বড় সরস হয়।

যাঁহার জননী কাশীলাভ করিয়াছেন তিনি বড়ই ভাগ্যবান এই জন্য। যাঁহাকে জানি—যিনি আমার জন্য বহুক্লেশ করিয়াছেন, যিনি আমায় সুস্থ দেখিলে বড় তৃপ্তি লাভ করিতেন—আজ তিনিই যখন সর্ব্বশক্তিময়ী হইয়া যান তখন সাধকের মোক্ষসাম্রাজ্য বড় নিকট বলিয়া মনে হয়।

ইহার উপরে যদি নির্ম্মল কোন স্নেহের বস্তু কাশীলাভ করে তবে বুঝি ঐরূপ সন্তানের পিতা মাতার গতি করিবার জন্যই বালক অগ্রে চলিয়া যায়। হউক জগতের ক্লেশ কিন্তু পুত্র যে পরমধাম প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে শাস্ত্র বিশ্বাসীর কোন সন্দেহ নাই। যে পুত্র জীবনে পিতা মাতার কতই কথা শুনিত, সে পুত্র আজ যদি সর্ব্বশক্তিময়ীর সহিত মিশিয়া থাকে তবে পুত্রের কাছে প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবানরূপী বালক কেননা পিতা মাতাকে উদ্ধার করিবে? কাতর হইয়া ডাকিলে সন্তান নিশ্চয়ই পিতা মাতার সহায় হইবে। আজ ত সে ইষ্ট দেবতার অঙ্গীভূত হইয়াছে আজ তাহাকে ডাকিলে সেই ইষ্ট দেবতাকেই যে ডাকা হয়।

বালকের দেহত্যাগ নিতান্ত ক্লেশের হইলেও ৺কাশীধামে দেহত্যাগ হইল বলিয়া বালক জীবিত থাকা অপেক্ষা দেহত্যাগে আজ পিতা মাতার পরলোকের সহায় হয়। এই ভাবে নিত্যধামে মাতা পুত্রাদির অবস্থান উগ্রভাবনা করিতে করিতে—শোক সন্তপ্ত পিতা মাতা সহজেই ধারণাভ্যাসী হইয়া দেহান্তে পরমধামে প্রিয় জনের সহিত মিলিতে পারেন।

৪

দেহান্তে সদ্‌গতি হইবে বলা হইল কিন্তু এই জীবনেই মৃত্যু সংসার পার হইবার কি কোন উপায় আছে? এই জীবিত কালেই অনুভব করা যায় এমন কি কিছু আছে?

তম প্রকৃতিতে মৃত্যু চিন্তা, রজঃ প্রকৃতিতে নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে আত্মচিন্তা স্বাভাবিক কর্ম্ম।

কি সত্য কি অসত্য বিচার কর—করিয়া 'ভব সত্য পরায়ণঃ' সত্য পরায়ণ হও। ইহাই এই জীবনেই সদ্গতি অনুভবের উপায়।

সত্য সমুদ্রে মিথ্যার তরঙ্গ উঠিয়াছে—সত্য সমুদ্র কি? মিথ্যার তরঙ্গই বা কি?

মনের যে তরঙ্গ উঠিতেছে, নিরন্তর মানব মনে যে চিন্তার লহরী খেলিতেছে ইহা কি? কোন্ বস্তুর উপর এই চিন্তা লহরী ছুটিয়াছে?

চিন্তা লহরীর প্রসার কতদূর? এই চিন্তাগুলি সত্য কি মিথ্যা? মন যে সঙ্কল্প তুলিতেছে ইহারা সত্য কি অসত্য?

কোন্ লক্ষণে সত্য জানা যায়? যাহা সত্য তাহা না চিরদিন সমভাবে থাকে? ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা সমভাবে অবস্থিত তাহাই সত্য একথা সাধুজনের মীমাংসিত এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। আর ব্যাবহারিক সত্য যাহা বল তাহা অনুভব কালে আছে—অন্য সময়ে নাই।

যাহা অনুভূত হয় তাহাই সত্য নহে। নিদ্রা কালে স্বপ্নে কত কি অনুভব হয় তাহাকে কেহই সত্য বলেনা। জগতের অন্য লোকে বলুক আর নাই বলুক ঋষিগণ বলেন জাগ্রতের অনুভবকেও সত্য বলিতে পারনা। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন স্বপ্ন কালে থাকে জাগ্রতে থাকেনা সেইরূপ জাগ্রতদৃষ্ট বস্তুও জাগ্রত কালে থাকে স্বপ্নে থাকেনা।

জাগ্রত ও স্বপ্ন—ইহাদের প্রভেদ এই যে জাগ্রতে প্রত্যহই একরূপ বস্তু

দেখা যায়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু বহুদিন্ একরূপ অভ্যাস করিতে করিতে দর্শনের স্থিরত্ব আইসে। অভ্যাস দ্বারা মনের একরূপ চিন্তা প্রবাহ ছুটাইতে পারিলে একরূপ স্বপ্নই দেখা যাইতে পারে। একরূপ দেখা গেলেই যে তাহা সত্য হইবে তাহা সত্যের লক্ষণ নহে।

যাহা সত্য তাহা সকলের নিকটেই একরূপ হইবে। জগতের কোন্ বস্তুর অনুভব সকলের নিকট একরূপ? কোন্ অনুভব বা সমভাবে থাকে? তিন কালে সমান ভাবে অবস্থিত এমন কি আছে?

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি কীদৃশী তস্য সত্যতা?

আদিতেও যাহা নাই, অন্তেও যাহা নাই তাহার সত্যতা কিরূপ? এই দেহ, এই সংসার, এই মনের সঙ্কল্প, এই জগৎ আদিতে কি? অন্তেই বা কি?

ঋষিগণের সিদ্ধান্ত এই যে—

আদাবন্তে চ যন্নিত্যং তৎ সত্যং নাম নেতরৎ॥

আদিতে অন্তে যাহা নিত্য—যাহা তিন কালে অবস্থিত তাহাই সত্য—অন্য সমস্তই অসত্য।

মনের সঙ্কল্প অনিত্য কিন্তু মনের যে সত্তার উপরে এই সঙ্কল্প তরঙ্গ খেলা করে তাহাই সত্য। মনের সত্তাই আত্মা। আত্মাই সত্য অন্য সমস্ত মিথ্যা।

এইটি শাস্ত্র নির্দ্ধারিত মীমাংসা। আত্মা সত্য, মনঃ সঙ্কল্প মিথ্যা।

আত্মা জ্ঞান, আত্মা দ্রষ্টা, জগতে অন্য কিছুই দ্রষ্টা নাই।

দ্রষ্টা পুরুষ তিন কালে সমভাবেই আছেন। জগৎ যায় আসে, দেহ যায় আসে, সংসার যায় হয়, সঙ্কল্প যায় আসে কিন্তু দ্রষ্টা পুরুষ যানওনা আসেনও না—সমভাবে অবস্থিত।

জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা যদি কাহারও মূলে না থাকেন তবে সে বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তুমি যাহা অনুভব না কর তাহার অস্তিত্ব যেমন ততক্ষণের জন্য তোমার মধ্যে নাই, সেইরূপ জগৎ যদি কাহারও অনুভবে না থাকে তবে জগতের অস্তিত্ব নাই। কাহার অনুভবে জগৎ সর্ব্বদা থাকে? জাগ্রত স্বপ্ন কাহার না আছে? মহাপ্রলয়ে জগত থাকেনা—সুষুপ্তিতে জগৎ থাকেনা? কেন থাকেনা? আত্মা আপনাতে আপনি থাকেন বলিয়া।

তবেই দেখা গেল জন্ম ও মৃত্যু, হওয়া যাওয়া অসতেরই হয়, সতের জন্ম মৃত্যু নাই। জন্ম মৃত্যু দেহের আছে, জগতের আছে, সংসারের আছে, মনের

আছে, সঙ্কল্পের আছে, কিন্তু আত্মার নাই, চৈতন্যের নাই, দ্রষ্টার নাই, জ্ঞাতার নাই।

যিনি আপনাকে জানেন এবং পরকে জানেন তিনিই চেতন। যে আপনাকে জানেনা এবং পরকেও জানেনা তাহাই জড়। জড় মিথ্যা, চৈতন্য সত্য।

তুমি জড় না চেতন? আমি চেতন এই সকলে বলিবে, আমি জড় এ কেহ বলিবেনা।

যদি তুমি চেতন হইলে আর চৈতন্য যদি দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, সর্ব্বকালে অবস্থিত হইলেন তবে জন্ম মৃত্যু কার? জন্ম মৃত্যু জন্য যাতনা কার?

হরি হরি মৃত্যু জড়েরই হয়—যাতনা জড়ত্বে চেতনের আরোপ কর বলিয়াই হয়, মরণ মনেরই হয়। সংসার করে মন, জন্মে মরে মন, সুখ দুঃখ পায় মন।

কি ঘোর ভ্রান্তি।

মন এব হি সংসারি জরামরণভাজনম্॥

তুমি আত্মা তুমি মন নহ। এজন্য তোমার মৃত্যু নাই।

মন সঙ্কল্প বিকল্প ভিন্ন কিছু নহে। জগৎ, সংসার, দেহ, যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, অনুভব করা যায়—সঙ্কল্প ভিন্ন ইহারা অন্য কিছুই নহে।

তবে সমস্তই অসত্য। সমস্তের মূলে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন তিনিই সত্য।

সত্যকে সত্য বলিয়া দেখ আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া দেখ তুমি এই জীবনেই মুক্ত হইয়া যাইবে।

মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া দেখিতে অভ্যাস করা—এই সাধনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। এই সাধনা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা যায়।

সাধনা এইরূপ—

সঙ্কল্প উঠিতেছে মনে, দুঃখ হয় মনে, সংসার করে মন, দেহটাও মন, দৃশ্য প্রপঞ্চও মন ভিন্ন কিছুই নহে।

ইহারা সমস্তই অসত্য। তবে যে সত্য বলিয়া মনে হয় এ কেবল বহুদিন হইতে, বহু জন্ম হইতে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অভ্যাস করা হইয়াছে বলিয়া। এখন হইতে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে অভ্যাস কর। যাহা মিথ্যা তাহার উপর

আস্থা বা মমতা থাকিতে পারেনা। আত্মা ভিন্ন যখন কিছুই সত্য নহে—তখন আস্থা কাহার উপর রাখিবে? মনের যে সঙ্কল্প উঠে, চক্ষু, কর্ণ যাহা দেখে বা শুনে, আহার, বিহার যাহা কিছু কর সমস্তই মিথ্যাকে আস্থা করিয়াছ বলিয়া সত্য মত হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারকে মিথ্যা জানিয়া—মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া আস্থা শূন্য হইতে অভ্যাস কর—যাহা কিছু ভিতরে বাহিরে হইতেছে তাহাকেই ধরিয়া মিথ্যা বলিতে অভ্যাস কর—মিথ্যাতে আস্থা কি থাকিবে বলিয়া মমতা ছাড়—ইহাতেই তোমার বৈরাগ্য জন্মিবে। একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্যই আছেন। তিনিই অখণ্ড সত্য। তাঁহার উপরেই এই অনন্ত মিথ্যা তরঙ্গ ভাসিয়াছে—এই অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপী আত্মারামে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ—আর তুমি জরা-মরণ সঙ্কুল সংসারে পড়িবেনা। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহারিক কার্য্য কর, কর্ম্মও নিপুণ ভাবে করিলে, বদ্ধও হইলেনা।

সর্ব্বদা অধিষ্ঠান চৈতন্যে দৃষ্টি স্থির রাখিলেই তুমি পরম শান্ত নির্ব্বাণ পদে চির স্থিতি লাভ করিলে। যদি সঙ্কল্প রাখ যদি সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয়—সমাধিও ব্যুত্থান অভ্যাস করিতে করিতে যখন ইচ্ছা সমাধি করিতে যখন পারিবে, যখন ইচ্ছা ব্যুত্থান করিতে যখন পারিবে, সমাধিও ব্যুত্থান যখন আয়ত্তাধীন হইয়া যাইবে তখন তুমি কখন স্থির সমুদ্রের মত থাকিবে, কখন স্থির সমুদ্র থাকিয়াও তরঙ্গ হইয়া ভাঙ্গিতে ভাসিতে পারিবে। ইহা জীবন্মুক্তির অবস্থা। ব্যাসাদি ঋষি এইরূপ।

এতদ্ভিন্ন শুধু বিষয় তরঙ্গে উঠা নামা রূপ ব্যাপারে থাকিও না।

কর্ম্মী হও, ভক্ত হও বা জ্ঞানী হইতে অভ্যাস কর—বৈরাগ্য অভ্যাস ব্যতীত তুমি কিছুই করিতেছনা জানিও। চিত্ত! এই তত্ত্ব পাইয়া সমস্ত নশ্বরে অনাস্থা করিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যে আস্থা করিতে অভ্যাস কর, এই জন্মেই তোমার হইবে। ইতি।

বৈরাগ্য স্মরণ।

দুদিনের ধূলা খেলা, খেলে লও এই বেলা,
জাননা গিয়াছে বেলা আসিছে আঁধার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
কেন এত আশা পুরে, মিছামিছি মর ঘুরে,
সকলি রহিবে দূরে আশা মাত্র সার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
দারা বা ভগিনী ভ্রাতা, রবে পড়ে পিতা মাতা,
কভু কি গো ভেবেছ তা সব অন্ধকার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
ঊষার আলোকে যবে, নব প্রাণে জাগ সবে,
কোকিলের কুহুরবে মজ কেন আর।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
(কত) বিকচ কুসুম হায়, এমনি শুকায়ে যায়,
রেখে যায় স্বপ্ন প্রায় বেদনার ভার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
এই ত প্রভাত কাল, ছিঁড়ে ফেল মায়া জাল,
আসিছে করাল কাল পাইবেনা পার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
এত অভিমান তব, কোথা রবে এই সব,
জাগে আশা নব নব হৃদয়ে তোমার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥
দুদিনের তরে আসা, কোথা রবে ভালবাসা,
মজাবে কুহক আশা হও হুঁসিয়ার।
এখনি ত যেতে হবে মরণের পার ॥

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র শর্ম্মা (ঘোষাল)।
নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা ॥

কথা কওয়া।

(প্রাপ্ত।)

এসে ছিলে বটে, সাঁজের সময়
সোণার নূপুর পায়,
মধুর শবদে, চঞ্চল নয়নে
চাহিনু আকাশ গায়।
দেখিলাম যাহা, দেখিবনা আর
বুঝিবা জীবন ভোর,
যাবেনাক কভু, যাবার ত নয়
সে সুন্দর ঘুম ঘোর।
দ্বিদল কমলে, নয়ন ভ্রমর
সোহাগে পড়িল বাঁধা,
শুভ্র জ্যোতি মাঝে, একই অঙ্গে ভাসে
পুরুষ প্রকৃতি আধা।
তোমাতেই আমি, তুমি ত সকলে
বৃথা তবে কেন আর,
মোহের ছলনে, হারায়ে স্বরূপ
কেন তুলি হাহাকার!
কেবা দেয় বাধা, যেতে তব কাছে
ভাবিয়া দেখিনু—স্থূল,
তুচ্ছ হা হতাশ, তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস
সকলি বাসনা মূল।
(আমি) তোমাতে মিশিয়া, তোমারি হয়েছি
স্বাদিবে যখন তুমি,
আমার মতন, সুন্দর এমন
কভুনা দেখিব আমি।
সুন্দর হয়েছি, তোমারই জ্যোতি
মাখিয়া মাখিয়া প্রাণে,

মধুর হয়েছি, নিশিদিন শুধু
তোমারই গুণ গানে।
সাধন ভজন, স্তব স্তুতি মম
সকলই ও পদদ্বয়,
কর আশীর্ব্বাদ, যেন চিত্ত মম
ইহাতেই হয় লয়।।

জীবন দীর্ঘ করিবার নিয়ম।

পাকা গৃহিণী শিশুকে একবারে অনেক খাওয়াইতে পরামর্শ দেন না। অল্প অল্প করিয়া নিয়ম মত বহুবারে ভোজন করাইলে শরীর সুস্থ থাকে। স্তন্যপায়ী জীব অপেক্ষা অণ্ডজ পক্ষ্যাদির দৃষ্টান্ত এখানে অনুকরণীয়। মাতার আহারের দোষেও বালকের পীড়া জন্মে। পক্ষীকে শাবকের জীবন রক্ষা জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে যাহা ধরে তাহাতেই শাবকের নিয়ম মত আহার হয়।

ধর্ম্ম জীবন রক্ষার জন্য ও শরীর মন এবং বাক্যকে অল্প অল্প করিয়া বহুবার ধরিয়া নিয়ম মত কর্ম্ম দিতে হয়। একদিন অধিক ক্রিয়া করিলাম পরদিন কিছুই করিলাম না ইহাতে শরীর মন ও বাক্য সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারেনা। বহুদিন নিয়ম পালনের পর—যখন অভ্যাস ঠিক হইয়া যায় তখন নিয়মের বাঁধা বাঁধি থাকেনা। থাকিবারও দরকার করেনা। কারণ যাহার প্রাপ্তি জন্য নিয়ম তাহা পাকা হইয়া যায়।

সকলের কিন্তু এক নিয়ম খাটেনা। সকলের ক্ষুধা একরূপ নহে। কাহারও অল্প খাইলেই তৃপ্তি কাহারও অনেক না খাইলে হয়না। কিন্তু খাইবার সময়টা যদি ঠিক থাকে তবে কেহ অল্প খাইয়া উঠিয়া যাইতে পারেন কেহ বা অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া আহার করিলেন কিন্তু এক নিয়মে প্রত্যহ কর্ম্ম করা চাই।

প্রত্যহ ঠিক নিয়ম মত যদি ক্রিয়া, আহার, নিদ্রা, স্নান, অধ্যয়ন—যাহার যাহা কর্ম্ম তাহা করা যায় তবে যতদিন ইচ্ছা নীরোগে দেহ রক্ষা করা যায়।

নিয়ম ভঙ্গে, কদাচারে যেমন আয়ুক্ষয় হয়, নিয়ম রক্ষায়, সদাচারে সেইরূপ আয়ু বাড়াইতে পারা যায়।

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ ধর্ম্ম জীবন রক্ষার চারিটি সময় নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ ঐ সময়ের কর্ম্ম ও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মের কথা সকলেই জানেন। আমরা সময়ের কথা বলিব। কাল ধর্ম্মে কেহ কেহ এই চারিটি সময়ের শাস্ত্রমত ব্যবহার করিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহাদের ২৪ ঘণ্টাই আয়ত্ত তাঁহারাও যে শাস্ত্রবাক্য পালন করেন না ইহাই আমাদের কর্ম্মের সাজা।

প্রথম সময় ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। রাত্রি চারিটায় শয্যা ত্যাগ করিতেই হইবে। সকল কালেই এই নিয়ম রক্ষা করা যাইতে পারে। শীতকালে রাত্রি বড় তখন আলস্য টুকু ত্যাগ এবং শীতটুকু সহ্য করিলেই নিয়ম রক্ষা হয়। গ্রীষ্মকালে এই সময়ত বেশ প্রশস্ত। কিন্তু রাত্রি চারিটার সময় উঠিতে হইলে সাধারণতঃ রাত্রি দশটার সময় শয়নের নিয়ম করা উচিত। বিদ্যালয়ের ছাত্র, বাড়ীর গৃহিণী, বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকা এবং সাধক সকলেই এই নিয়ম পালন করিতে পারেন। ইহাতে সকলেরই কার্য্যের সুবিধা হয়। ছয় ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই প্রশস্ত। আধুনিক বিজ্ঞনবিদেরাও ইহা ব্যবস্থা করেন।

সাধক—কিছুদিন সাধনা করিবার পর যখন ছয় ঘণ্টা নিদ্রাও আবশ্যক বোধ করেন না তখন তিনি ১০টার পরে শয্যায় যাইতে পারেন এবং ৪টার আগেই শয্যা ত্যাগ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় সময় ঠিক মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্নের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে স্নানাদির আয়োজন করিয়া ঠিক মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করা কর্ত্তব্য। যাহাদের এ সুবিধা নাই তাঁহাদের স্নানের পরেই মধ্যাহ্নের কার্য্য করা উচিত।

তৃতীয় সময় সন্ধ্যাকাল। যখন আকাশে দুই একটি নক্ষত্র ফুটিতে থাকে সেই সময়ে গঙ্গাতীর বা জলাশয় বা গৃহ যাহার যাহা সুবিধা—সেই সেইস্থানে সন্ধ্যাকালের কার্য্য করা আবশ্যক। গৃহ অপেক্ষা নদীতীর সর্ব্বথা প্রশস্ত। ঐ ঐ সময়ে নিত্য কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপাল্য। আলস্য করিয়া নিয়ম অতিক্রম করা উচিত নহে। ভগবানের নাম করা হইতেছে—সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা না

করিলেও পাতিত্য নাই ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও ইহা দেখায়ায়। কিন্তু কচিৎ কখন ইহা যদি হইয়া যায় শাস্ত্র তাহাতে দোষ দেন না সত্য কিন্তু প্রত্যহই যদি এইরূপ হয় তাহাতে বিশেষ দোষ। কারণ সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মের নাম করিয়া অনেক সময় গল্পেই কাটিয়া যায়। নিয়ম লঙ্ঘণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রত্যহ নিয়ম লঙ্ঘণ করিব আর প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করিব—ইহাতে ধর্ম্মজীবন রক্ষা হয় না। সাধারণতঃ এই তিনটি সময় শাস্ত্র ঠিক করিয়া দিয়াছেন। উচ্চ সাধকের জন্য আরও একটি সময় নির্দ্ধারিত আছে। এইটি মধ্যরাত্রি। এইকালের কার্য্যে ফল অধিক। কিন্তু অধিক ফল বলিয়া অধিকারী না হইয়া করিতে গেলে সমস্ত নিয়ম ভাঙ্গিয়া যায় এ জন্য ধীরে ধীরে নিয়ম পালনে চেষ্টা করাই উচিত। এই তিন সময়ের নিয়ম প্রত্যহ পালন করিতে করিতে সাত্বিকতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। সাত্বিকতা বাড়িলেই রজ ও তম কমিবে। সাত্বিকতা বৃদ্ধি পাইলেই নিদ্রা কম হইবে। উচ্চসাধকের আহারও কমিয়া যাইবে। জোর করিয়া আহার কমান উচিত নহে। নিয়ম মত কর্ম্ম করিতে করিতে আপনি যদি কমিয়া যায় তাহাতে দোষ নাই বরং উপকার।

এই চারিটি সময়ে নিয়ম রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা শরীর, মন ও বাক্যের সচ্ছন্দতা হইবেই। প্রথমে অল্প অল্প কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিতে হয়। অগ্রে সময়টিকে আয়ত্ত করা উচিত। তাহার পরে যাহাদের অধিক না হইলে হয়না তাহাদের এই চারি সময়ের মধ্যবর্ত্তী সময় গুলিত আছেই।

আলস্য ত্যাগ করিয়া এই সময় গুলির ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, ইহাই ভগবানের আজ্ঞা। শাস্ত্রেই ভগবানের আজ্ঞা দেখা যায়। মুখে বলিলাম ভালবাসি—কিন্তু প্রিয় ব্যক্তির আজ্ঞামত চলিলাম না এখানে যাহাকে ভালবাসা বলি তাহা প্রকৃত ভালবাসা নহে। তাহা কাম। তাহা স্বার্থ জড়িত। প্রকৃত ভালবাসা তাহার নাম, প্রকৃত সেবা তাহার নাম, যখন শ্রীগুরুর আজ্ঞামত শ্রীভগবানের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করা যায়।

ধর্ম্ম জীবনের প্রধান শত্রু আত্মপ্রতরণা। প্রতারক নিজের মন। বড় হুঁসিয়ার না হইলে এ প্রতারণা ধরা যায় না। বড় হুঁসিয়ার না হইলে

অনেক বিষয়ে ভান আসিয়া যায়। জনক রাজার মত সংসার করা, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগকরা, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ত্যাগ করা, অনিচ্ছার ইচ্ছাকরা আমি ব্রহ্ম, সবাই ব্রহ্ম এই সমস্ত অবস্থা জীবন্মুক্তের। মুখে বলিলেই ভান আসিয়া গিয়াছে কিন্তু স্বভাবতঃ হইয়া গেলেই প্রকৃত অবস্থা। আবার ভক্ত-সাজা, জ্ঞানী সাজা, কর্ম্মী সাজা, ইহাতেও ভান আছে। জগতে যত প্রতারক আছে, তন্মধ্যে নিজের মনই প্রধান। লোকে যখন সুখ্যাতি করে, তখন সাধু হইতে যিনি চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাকে ইহারা "উড়ায়"। আপনার মত বৈরাগ্য আর কাহার আছে—ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া যিনি ভিতরে গলিলেন—তিনি গোপনে মনকে বলিতে লাগিলেন,সকলেই যখন আমাকে বৈরাগ্যবান বলিতেছে, সকলেই যখন ভক্ত বলিতেছে, তখন সকলেই কি উড়াইতেছে, মন প্রথমতঃ এইরূপ একটা ভাবিতে থাকে। পরে বুদ্ধি মনের বশবর্ত্তী হইয়া মনসাকে ধূপের গন্ধ দিতে থাকে। মন ও বুদ্ধি এক জোটে বলিতে থাকে, দেখনা কেন তোমার আর কোন্ ভোগে রুচি আছে? ভাল সামগ্রী কিছু যদি জুটিল তখন খাও, ভাল বিছানা যদি মিলিল তাহাতে শয়ন কর—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া ত আর সংগ্রহ করনা? ইহাতে দোষ কি? বরং সাধা বস্তু গ্রহণ না করা দোষ। এই ভাবে একটু ফিট্ ফাট্ থাকিতে অভ্যাসটি হইয়া যায়। তত কঠোর করিতে রুচি হয় না। প্রথমকার মত উগ্র ভাবে সাধনা চলে না, একটু আয়াস, একটু বিলাস, একটু ফিট্ফাট আসিয়া যায়। লোকের "উড়ান" একটু বেশ লাগিতে থাকে। যত দিন উগ্র সাধনা ছিল, ততদিন কাহারও কথায় লক্ষ্য থাকিত না। যখন সাধনা আলগা পড়িয়া গেল, তখন পূর্ব্বকার তপস্যার কথা লোককে মুখে বলা হইতে লাগিল—আমি এই করিয়াছি, ভগবান আমার দ্বারা এই সব করিয়া দিয়াছেন—ইত্যাদি আত্মকাহিনী বিশেষরূপে চলিতে থাকে। আগে গুরুতা অভিমান ছিল না। নিজের কাজটি বেশ চলিত—গুরু হইয়াও সম্মান আকাঙ্খা ছিল না। এখন সাধনা শিথিল হওয়ায় প্রকৃত গুরুত্বের অভাব হয়। যাহা পাইবার জন্য আগ্রহ থাকে না, তাহা লোকে না চাহিতেই দিয়া থাকে, আবার যখন আগ্রহ জাগিয়া উঠে—যখন নিজের ইচ্ছা হয়, তখন লোকে দেয় না। বরং লোকে একটু আধটু সমালোচনা করে। বিপরীত সমালোচনা শুনিলে একটু রাগ দ্বেষও হয়। তথাচ পূর্ব্বকার অবস্থার কথা মুখে বলিয়া লোককে বুঝাইতে হয়, আমি এত

খাটিয়াছি, তত খাটিয়াছি। বহু সাধকের এই রূপে পতন হয়। আত্ম প্রবঞ্চনা ধরিতে না পারিলে এই সমস্ত দোষ আইসে। আর মন এই বিপদে ফেলিয়া—মুখ ফিরাইয়া টিপি টিপি হাস্য করে। মন উর্দ্ধমুখী না হইলেই শয়তান। আপনি দুষ্কর্ম্ম করায়, নানা প্রকারে ফুসলাইয়া কুকর্ম্মে লইয়া যায়, আবার পাপ করাইয়া তিরস্কারও করে—বলে এই কর্ম্ম করা কি তোমার উচিত?

যতদিন না সুখের দেশে চিরস্থিতি লাভ হয়, ততদিন তপস্যা চাই। স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার" এই জন্য এই কথা। শেষ পর্য্যন্ত নিয়ম পূর্ব্বক কর্ম্ম আবশ্যক। তারপর নারায়ণ আছেন।

সর্ব্বপাপ হরোহরিঃ।

—:০:—

ভগবানকে ডাকিতে গেলেই তোমার শত শত সংসার চিন্তা তোমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, তুমি মন স্থির করিতে পার না, তাই তুমি আজ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম কর না। ইহাতে ত তোমার পাপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর ধার্ম্মিক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়াও তুমি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য না করিয়া—শাস্ত্রমত কার্য্য না করিয়া আশ্রম ধর্ম্মমত না চলিয়া "আপাপন্থী" হইয়াছ, এ সমস্তই তোমার পাপের চিহ্ন।

তোমার পাপে তুমি ব্যাকুল হইতে পার না, তাহাতেও হতাশ হইও না—আরও সহজ উপায় ভগবান দেখাইয়া দিয়াছেন। তুমি পাপীর জন্য ভগবানকে ডাক, সহজেই মন স্থির করিতে পারিবে। দেখ দেখ তোমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কত লোক কত বিধ তাপ পাইতেছে। দেখ দেখ তোমার সমাজ মধ্যে কত লোক কত জঘন্য কার্য্য করিয়া তাপ পাইতেছে, দেখ এই মানবজাতি অজ্ঞান বশে কত রক্তপাত করিতেছে, কত লোককে পীড়া দিতেছে, কত জীব হত্যা করিতেছে—আহা ইহাদের পাপ তুমি একবার চিন্তা কর, তুমি আপন মন স্থির করিয়া শ্রীভগবানকে পাপীদিগের দুঃখ শান্তি জন্য ডাকিতে পারিবে।

পাপীর যাতনা চিন্তা কর কেন? পরের জন্য কাতর হইয়া সর্ব্বপাপ হরণকারী শ্রীভগবান আত্মারাম হরিকে ডাকিতে পারিবে বলিয়া। কোন পাপে

কোন্ দণ্ড হইয়াছে, কোন্ পাপ করিয়া মানুষ কোন্ প্রকার তাপে পুড়িতেছে, কোন্ পাপ করিলে মানুষের কোন্ প্রকার দণ্ড হইবে—ইহা জান, তুমি নিশ্চয়ই কাতর হইয়া জীবের দুঃখের জন্য, জীবের পাপের জন্য, অজ্ঞানীর ভবিষ্যত দুঃখের জন্য আপন মন স্থির করিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারিবে।

শোন শাস্ত্র কি বলিতেছেন। শ্রীহরি আছেন, তুমি ভীত হইও না। সর্ব্বপাপ হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি, তিনি হর। তিনিই বলিতেছেন, রে জীব তুমি বহু পাপ করিয়াছ—বহুকাল হইতে পাপ করিতেছ, তুমি পাপ স্বরূপ হইয়া গিয়াছ, তুমি পাপকর্ম্মা হইয়া গিয়াছ, তুমি পাপাত্মা হইয়া গিয়াছ, তুমি পাপসম্ভব হইয়া গিয়াছ—তথাপি তোমার উপায় আছে, তুমি বল ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ—হে পদ্মপলাশ লোচন হরি তুমি পাপীকে ত্রাণ কর—হে হরি তুমি জীবের সর্ব্ব পাপ হরণ কর। তুমি নিত্য বলিতে অভ্যাস কর।

পাপোঽহং পাপোকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব পাপ হরো হরিঃ।

নিজের পাপের জন্য ব্যাকুল হইতে না পার, জীবের পাপের জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হও, তুমি পরের উপকার করিতে পারিলে। পরের জন্য ভগবানকে ডাকিতে গেলেও তোমার মন স্থির করিতে হইবে—তোমাকে শ্রীহরির ধ্যান ধারণা করিতে হইবে—তোমার স্থির হওয়া জন্য তোমারও উপকার হইবে। যে কার্য্যে পরের উপকার, তোমারও উপকার তাহা তুমি সহজেই পারিবে।

এই সময়ে একবার শাস্ত্র দৃষ্টে পাপীর যাতনা অনুভব কর—তোমার কর্ম্মের সুবিধা হইয়া যাইবে।

ঐ যে দেখিতেছ, ঐ মানুষটির চক্ষুর শুভ্র ভাগ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—পড়িয়া ইহার আকৃতিকে ভীষণ করিয়াছে—এ ব্যক্তি বড় পাপ করিয়াছিল—এ ব্যক্তি সর্ব্বদাই পরস্ত্রীকে কুচক্ষে দেখিত—এ ব্যক্তি বড় যাতনা পাইয়া আসিয়াছে, শাস্ত্র বাক্য অবিশ্বাস কর—ইহাতে তুমি যে ঘোর পাপী ইহাই বুঝা যাইবে। তুমি কুকর্ম্ম করিবে অথচ তোমার দণ্ড হইবে না—ইহা ত তোমার যুক্তিরও বিরোধী কথা। সামান্য রাজার রাজ্যে বাস করিয়া পাপ কর, ধরা পড়িলেই কি দণ্ডপাও দেখ। আর যে রাজ্যের রাজা সর্ব্বদ্রষ্টা—

যেথানে মনে মনে পাপ করিলেও তিনি জানেন—কেন না তোমাকেও তিনি জানাইয়া দেন, তুমি পাপ করিতেছ—তুমি সকলের সাক্ষাতে সেই জন্য কতকগুলি কর্ম্ম করিতে পার না—সর্ব্বদা গোপন করিতে চাও—এই পাপ করিতেছ, কিন্তু তাহার দণ্ড কি তুমি পাইবে না? অবশ্যই পাইবে—শাস্ত্র তাই দেখাইয়া দিতেছেন:—

হে যমকিঙ্কর! এই বজ্রতুণ্ড কাক সকল ঐ পুরুষগণের নয়ন সকল পুনঃ পুনঃ উৎপাটিত করিতেছে কেন? কেনই বা পক্ষিগণের লৌহময় তুণ্ডাঘাতে ঐ সমস্ত লোকের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—আর হতভাগা ব্যক্তিগণ হা পিতঃ হা মাতঃ হা ভ্রাতঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিতেছে? ঐ যে স্ত্রীলোককে পুরুষাকৃতি তপ্ত লৌহপিণ্ড আলিঙ্গন করাইতেছে, এই বা কি জন্য? ঐ যে মনুষ্যগণের জিহ্বা উৎপাটিত হইতেছে, এই বা কেন?

যমকিঙ্কর তথন পাপীর কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন—যাহারা পরস্ত্রীকে কুভাবে চাহিয়া চাহিয়া, প্রলোভনীয় কথা শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় করাইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে—যে স্ত্রী আপন ধন মদে, রূপ মদে গর্ব্বিত হইয়া স্বামিকে অগ্রাহ্য করিয়া কৌশলে পর পুরুষকে ভোগ্য করিয়া লয়, তাহাদের চক্ষু ও জিহ্বা ঐ রূপে বজ্রতুণ্ড পক্ষী দ্বারা উৎপাটিত হয়। তাহাদিগকে তপ্ত লৌহপিণ্ড আলিঙ্গন করিতে হয়। যাহারা মিথ্যা সাক্ষ দিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করে, তাহাদের দণ্ড জিহ্বা ছেদ।

অধিক শুনিবার আবশ্যক কি? এই যে শত শত জীব বিনা অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, ইহারা অন্যকে মর্ম্মভেদী বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল—এই যে শত শত জীব পুত্র কন্যার অকাল মৃত্যুতে, এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জীবিতাবস্থাতেও তাহাদের কুকার্য্যে ব্যথিত হইতেছে, ইহারা সকলেই পাপী।

ঐ যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দনাদি বিসর্জ্জন দিয়াছে, ঐ যে মনুষ্যগণ অখাদ্য কুখাদ্য খাইতেছে, ঐ যে মনুষ্য ভগবানের নাম গুরু মুখে গ্রহণ করিয়াও নিয়ম পালন করে না, বা করিতে পারে না, ইহারা সকলেই পাপী।

আহা তুমি ইহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ভগবানকে ডাক—বড় বল পাইবে, বড় মনের জোর পাইবে, বড় আগ্রহ তোমার জন্মিবে। পরের দণ্ড দেখিয়া তুমি নিজের পাপও বুঝিতে পারিবে—পারিয়া ভগবানকে ডাকিতেছ বলিয়া তোমার ও পরের জীবন দান করিতে পারিবে।

আর পূর্ব্বোক্ত পাপ যদি তুমি কোন বয়সে করিয়া থাক, তবে মনে মনে পাপীর দণ্ড সমস্ত কল্পনায় ভোগ করিয়া যদি কল্পনাতেও যাতনা অনুভব করিতে পার, তবে তোমার সুন্দর সাধনা হইবে, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে।

যোগীকে আর স্বার্থপর বলিও না—ধার্ম্মিককে আর পরপিণ্ডোপজীবি বলিয়া ঘৃণা করিয়া নিজের পাপ বাড়াইও না—তুমি না হয় পাপী তাপীর জন্যও ভগবানকে ডাকিতে শিক্ষা কর। এস এস ভগবানকে যেরূপে পার কাতর হইয়া ডাক। পরে সাধনা জানিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

যাঁহারা একাকি সাধনা করিতে পারেন, তাঁহারাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধক। ইহা যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য হরি সঙ্কীর্ত্তন। হরি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দান কর—এবং একাকীও পরের পাপের জন্য শ্রীহরিকে শাস্ত্রমত যোগ, ভক্তি, জ্ঞানমার্গে ডাকিতে শিক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হইবে। নতুবা আর কিছু-তেই তুমি মৃত্যু যাতনা, সংসার যাতনা এড়াইতে পারিবে না। ভীত হইও না—শ্রীহরি আছেন, তিনিই তোমাকে ও পতিতকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি পতিত পাবন। তিনি আছেন, তোমার ভয় নাই। আশস্ত হও।

দৈব ও পুরুষকার।

মনের স্বাভাবিক যে কল্পনা উঠিতেছে তাহাই মনের স্বভাব, মনের প্রকৃতি। ইহাই এখনকার দৈব।

মন এখনও যাহা কল্পনা করিতে পারে তাহাই মনের পুরুষার্থ।

এই পুরুষার্থ সকলেরই আছে। সকলেই কল্পনা করিতে পারে।

তবে পুরুষার্থের কেহ সুব্যবহার করে কেহ কুব্যবহার করে। কেহ কল্পনায় কু চিন্তা করে ইহারা কল্পনাতেও শুষ্ক চানা চিবাইয়া মরেন। আর কল্পনাতেও যাহারা নিত্য জগতের কথা চিন্তা করে, সুন্দর স্থান, সুন্দর দৃশ্য, প্রিয় দর্শন, তাঁহার সহিত কথা, তাঁহার সেবা, তাঁহার আদর, কল্পনাতেও যিনি ভোগ করেন, তিনি ভক্তি মার্গের পথিক।

সর্ব্ব সংকল্প একবারে ছাড়া যায় না। তাই অশুভ কল্পনা ত্যাগ করিয়া প্রথমে শুভ কল্পনা কর। এইটি ভক্তিমার্গ। পরে সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ---ধ্যান দ্বারা হইয়া যাইবে। বিচারই জ্ঞান মার্গের সাধনা। ধ্যানেও দ্বৈত থাকেন সত্য। কিন্তু বিচার দ্বারাই অদ্বৈত সিদ্ধি হয়। অদ্বৈত সিদ্ধি হইলে যে খেলা, পূজা, সেবা আদর ইহাই নিত্য জগতে বাস। ইহা হইতে আর পুনরাবৃত্তি নাই. পুরুষকারের ব্যবহারে নিত্য সুখ রাজ্যে স্থিতি, অপব্যবহারে পুনঃ পুনঃ নরক ভোগ।

কর্ত্তব্য পালনের মূলসূত্র।

দেহ যায় যাক্ তাতে একটা ক্ষতি বৃদ্ধি কি, যদি এই দেহ কর্ত্তব্য পালনের পথে না যাইতে দেয়? যদি সংসার পালন জন্য তুমি ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হও, যদি শুধু চাকুরী রক্ষার জন্য তুমি জাতীয়তা, স্বধর্ম্ম, স্বদেশ সমস্তকে পর ভাবিতে পার, বল দেখি তুমি কি?

সে পুরুষ কাপুরুষ যদি কর্ত্তব্য পালন জন্য সে প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতে না প্রস্তুত থাকে।

যে যুদ্ধ করিবে তাহার আবার দেহের মমতা কি? শাস্ত্র কি বলেন? ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম যুদ্ধ ভিন্ন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধই করিবে না। ধর্ম্ম যুদ্ধ আসিলে ক্ষত্রিয়ের আনন্দ হইবে। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া, প্রাণদিতে পারিলে তাহার বিনা আয়াসে স্বর্গ লাভ নিশ্চিত। প্রাণের মমতায়, স্ত্রীর কাতরোক্তিতে কি ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য রক্তপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে? যে এইরূপ করে, সে ত কাপুরুষ। তার জীবনেত কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের দেহ ত্যাগ—ক্ষত্রিয়ের ভবসংসার পারের সহজ উপায়।

সেইরূপ যিনি দেহের জন্য তপস্যা শিথিল করেন, তিনি কি? তপস্যার জন্য, দেহ যায় যাক্, সংসার যায় যাক্ ক্ষতি কি? এ দেহ পাত হইলে, সুন্দর দেহ পওয়া যাইবে—সে দেহে তপস্যার বস্তু লাভ করিয়া নিত্যবস্তু সকলকে বিতরণ করা যাইবে। তপস্যা বিমুখ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। সে আপনি চোর, সমাজে চোর, জাতি মধ্যেও চোর।

যে ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়ারাম, যে ব্রাহ্মণ নিজের প্রাণধারণ, স্ত্রীপুত্রের প্রাণধারণ জন্য তপস্যা ত্যাগ করিতে পারে, যে ব্রাহ্মণ নিজের ইন্দ্রিয়, স্ত্রীর ইন্দ্রিয়, পুত্র কন্যার ইন্দ্রিয় জন্য তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে ব্রাহ্মণ নহে—সে অঘায়ু। অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি। বৃথা তাহার জীবন।

আবার যে বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য জন্য নিজের দেহ, সংসার, পুত্রকণ্যা উপেক্ষা করিতে না পারে, ধনোপার্জ্জন জন্য সমস্ত বিপদ আপদ সহ্য করিতে

প্রস্তুত না হয়—বৃথা তাহার জীবন ধারণ। বৈশ্য যে ধনোপার্জ্জন করিবে, সে কি নিজের উদরের জন্য? বৈশ্য সমাজের অঙ্গ, সে ধনদ্বারা সমাজের উপকার করিবে। সচ্ছন্দে দান করিবে। এই তাহার ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ যেমন তপস্যা দ্বারা সমাজ রক্ষা করিবেন, ক্ষত্রিয় যেমন বাহুবল দ্বারা সমাজ রক্ষা করিবেন, বৈশ্যও সেইরূপ ধন দ্বারা সমাজ রক্ষা করিবে।

শূদ্রও ধন উপার্জ্জন করিবে—এবং দান করিবে—ইহা ইহাদের ধর্ম্ম। ইহারা আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা সমাজের সেবা করিবে।

ইহাই চারি জাতির কর্ম্ম, চারি জাতির কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন জন্য এই চারি জাতি দেহের মমতা, প্রাণের মমতা, সংসারের মমতা ত্যাগ করুক—আপন আপন কর্ত্তব্য পালন জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিক্—ইহারা সহজেই সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য ও শূদ্র প্রতিদিন ইহারা নিত্য কর্ম্মের পূর্ব্বে ও পরে একান্তে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি অভ্যাস করিবেন।

সকলকেই নিজের জন্য নিত্যকর্ম্ম এবং সমাজের জন্য সমবেত শক্তিতে কর্ম্ম করিতে হইবে। নিজের নিত্যকর্ম্ম বাদ দেওয়া যেরূপ পাপ, সমাজের কর্ম্ম বাদ দেওয়াও সেইরূপ পাপ। সমকালে এই দুই কর্ম্ম অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে অভ্যাসের কথা বলিব। কর্ম্ম জ্ঞান, শূন্য না হয়, এই জন্য জ্ঞান বিচার আবশ্যক।

জগতের এক মাত্র সত্যবস্তু আত্মা। আত্মজ্ঞান ভিন্ন দুঃখ অতিক্রম করা যায় না। যাহা অনিত্য তাহাতে অন্তরে অনাস্থা স্থাপন করিতে হইবে। নিত্য বস্তু লাভের জন্যই অনিত্য কর্ম্ম করার বিধি। অনিত্য হইলেও এই কর্ম্মের সাহায্যে অনিত্যতা পার হওয়া যায়, যেমন জল পার হইতে হইলে জলকেই গ্রহণ করিতে হয় ও ত্যাগ করিতে হয়, সেই রূপ। সন্তরণ কালে জলকে গ্রহণ করিতে হয়, আবার ত্যাগ করিতে হয়, তবে জল পার হওয়া যায়। তাই বিচার কর—

দেহ, সংসার, জগৎ কিছু নহে, ইহারা অনিত্য। ইহারা যাক্ বা থাক্ তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি দেহ নহি, সংসার ও জগৎ আমার নহে। আমি জড় নহি, আমি চেতন। জড়ের উপর অনাস্থা স্থাপন করিয়া নিরবধি আমি চেতন, আমি আনন্দ স্বরূপ ইহার অভ্যাস চাই। নিত্য কর্ম্মের আদিতে এই অভ্যাস, এবং নিত্যকর্ম্ম শেষে এই অভ্যাস চাই। এই অভ্যাস যত যত দৃঢ় হইতে থাকিবে—শরীর, সংসার, জগৎ অগ্রাহ্য করিয়া যত যত মানুষ নিজের কর্ত্তব্য করিতে পারিবে, ততই সে উন্নত হইবে। ব্যবহারিক কর্ম্ম, প্রবাহ পতিত মত করিয়া জীব জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

ভিতরে জ্ঞানের অভ্যাস রাখিয়া, বাহিরে কর্ত্তব্য করিতে যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই কর্ম্ম কালে বিপদ আসিলে কাপুরুষ হইতে পারেন না। যিনি সর্ব্বদাই দেহ ত্যাগে প্রস্তুত, তিনি দেহের মমতায় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিতে পারেন না।

আরত্রিক।

শিব সুপ্রভাতী মঙ্গল মূরতি
সুন্দর হেরি আরতি রে
আজি কাশীধামে হর শিব নামে
উথলিছে প্রেম সিন্ধুরে।
বাজে ঘণ্টা সব মৃহু মৃহু রব,
আহ্বানিছে তাহে পাপীরে,
শ্রুতি সুখ তান করে বেদ গান,
চারিদিকে ভক্তগণেরে।
সবে এক তান হয়ে এক প্রাণ
হেরিয়ে বিশ্বনাথ রে,
আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরী,
কিবা শোভে চারু শ্রকরে।
চন্দনে ভূষিত করি ভক্ত যত,
চারিদিকে আছে ঘেরিয়ে,
গগন স্পর্শিনী জয় জয় ধ্বনী,
বম্ বম্ রবে পূরি রে।
মহিমা প্রচারী জীবগণ তারী
বিতরি করুণা কণারে,
কে কহিবে সব পিতার বৈভব,
কতই প্রেম লীলারে।
যেন ওই পায়ে মানস বিকায়ে,
চলে যেতে ভবে পারি রে,
দেহ হয় সায় মণিকর্ণিকায়,
এই মনে বড় আশ রে,
ওহে বিশ্বনাথ করি প্রণিপাত,
রেখো দাসীর এই ভাষ রে।

শ্রীমতী সুরবালা দেবী।

উৎসবের নিয়ম।

১। 'উৎসবের' অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ১॥৹ এক টাকা আট আনা। স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য ১।৹ এক টাকা চারি আনা। নূতন সংখ্যার জন্য ডাকমাশুল লাগিবে না। পুরাতন সংখ্যার জন্য ডাকমাশুল দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে কাগজ বাহির হইবার নিয়ম। কাগজ বাহির হইবার এক সপ্তাহ মধ্যে "না পাওয়ার" সংবাদ না দিলে বিনা মূল্যে কাগজ পাওয়া যাইবে না।

৩। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ চারি আনা। নমুনার জন্য অগ্রিম ।৹ চারি আনা পাঠাইতে হইবে। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে জানাইতে হইবে।

৪। প্রবন্ধাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি সমস্তই সম্পাদকের নামে "উৎসব কার্য্যালয়, বি $\frac{১৩}{৩২}$ সোণারপুরা, বেনারস সিটি" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৫। আর এক কথা---উৎসবের প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে পরিণত হইবে সুতরাং যাঁহারা যে সনেরেই গ্রাহক হউন না কেন, সকলেই প্রথম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত দুই বৎসরের পুস্তক সমস্তই পাইবেন। তৃতীয় বৎসরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের মূল্য ডাকমাশুল সহ দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের সমস্ত পুস্তক পাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

শ্রাবণ মাসে গীতার ৩য় অধ্যায় শেষ হইবে। এই তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে বাঁধাইয়া রাখিবার জন্য আমরা অধ্যায় নির্ঘণ্ট এবারে প্রকাশ করিলাম। গীতা পরিচয়, অধ্যায় নির্ঘণ্ট, গীতা পাঠক্রম, গীতা তিন অধ্যায় পর্য্যন্ত একসঙ্গে বাধাইলে ৫০০ পাতার পুস্তক হইবে। আর এক কথা গীতা স্বতন্ত্র ছাপা হইলেও উৎসবে এই গীতা বরাবর থাকিবে। ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠের কাগজ ফুরাইয়াছে। সত্বর ছাপা হইবে। গীতার জন্য ৫০।৬০এর অধিক গ্রাহক আমরা পাই নাই। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিব। যদি অন্য উপায় না হয়, তবে ভবিষ্যতে উৎসবেই বেশী পরিমাণে গীতা ছাপাইয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে চেষ্টা করিব। পুরাতন উৎসবও সকলকে দিতে হইতেছে বলিয়া ইহার ব্যয় ভার বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৩১৫ সনের অগ্রিম মূল্য ১॥৹ টাকা সত্বর পাঠাইয়া আমাদিকে উৎসাহান্বিত করিবেন। আমাদিগকে যেন ভি, পি, করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে না হয়। যাঁহারা ভি, পি, করিতে বলেন তাঁহারা সংবাদ দিলেই আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভি, পি, করিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গীতার বিজ্ঞাপন।

গীতা শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহতে ১০৲ টাকা দিয়া ৩০০ শত গ্রাহক এখনও হয় নাই। আমরা চিঠি পাইতেছি। কেহ কেহ লিখিয়াছেন ৫৲ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে চাহেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন ১৲ টাকা করিয়া পাঁচ মাসে দিবেন। টাকা আমাদের এককালেই আবশ্যক হইবেনা। তজ্জন্য আমরা পরে পরে ও লইতে পারি। কিন্তু এই বৈশাখ মাসের কাগজ পাইয়া গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন তাঁহারা কে কিরূপ ভাবে টাকা দিয়া গ্রাহক হইবেন। যথোপযুক্ত গ্রাহক হইলে আমরা টাকা পাঠাইতে বলিব। ৺কাশীর ঠিকানায় কার্ড দিলেই চলিবে।

শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কার্য্যাধ্যক্ষ উৎসব॥

উৎসবের নিবেদন।

উৎসব প্রচার জন্য আমরা ইহার গ্রাহক ও গ্রাহিকা মহাশয় ও মহাশয়া-গণের উপর নির্ভর করি। তাঁহাদের কাহার কাহারও উৎসব প্রচারের যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়াছি। যাঁহারা উৎসব গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা আপন আপন পরিচিত সকলের নিকট ইহা প্রচার করিলেই ধর্ম্ম কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই হইবে ইহা নিশ্চয়। যাঁহারা এই কার্য্যে আমাদের সহয়তা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এখন সকলের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে সকলে আর এক-বার ইহার প্রচারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া উৎসবের যথাভিলষিত পুষ্টি সাধন করুন। উৎসব প্রচারের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী—কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎসব কার্য্যালয়।

বি ১৩/৩২ সোণারপুরা, অঘোর ভট্টাচার্য্যের লেন,

বেনারস সিটি।

রেজেষ্টরী নং A 362

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

কাশীধাম;

মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা

কল্যাণী।

মধুপ তোমার মঙ্গল মন্ত্র
চরণে নূপুর গুঞ্জে।
চন্দ্রমা ঢালে স্নিগ্ধ কিরণ
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে।
কল্যাণি, ও গো কল্যাণি!
হিল্লোলে তব নির্ম্মল বায়ু
ফুটায় কুসুম পুঞ্জে।
অঞ্চলে তব ঘুমায়ে বিশ্ব—
মায়ের করুণা ভুঞ্জে।
কল্যাণি, ও গো কল্যাণি!
বন বিহঙ্গ পঞ্চম তানে
প্রভাতে তোমারে বন্দে।
সন্ধ্যায়ে তব কুঞ্জ ভবন
মুগধ ঝিল্লি ছন্দে।
কল্যাণি, ও গো কল্যাণি!

বরষায়ে তব বিমল গাত্রে
বরিষে জলদ ধারা।
শরতে তোমার শোভনা রাত্রে
উজলে হিরণ তারা।
কল্যাণি, ও গো কল্যাণি!
হিমন্তে তব শিশির সিক্ত
স্নিগ্ধ বদন থানি।
বসন্তে তব অতুল কান্তি—
বিজন ফুলের রাণী।
কল্যাণি, ও গো কল্যাণি!

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিবাহ উপলক্ষে (কবিতা)।

শ্বশ্রূশুশ্রূষণপরা নিত্যং পতিমনুব্রতা।
পাতিব্রত্যমুপালম্ব্য তিষ্ঠ বৎসে যথাসুখম্ ॥

বড় সোহাগের মেয়ে তুমি লক্ষ্মীরাণি!
শ্বশুরের গৃহে হও লক্ষ্মীস্বরূপিণী;
সেবা ধর্ম্মে হও রাণি! শ্বশ্রূ সোহাগিনী
সর্ব্বদা তুষিও পতি নারায়ণ জানি।
সেবাধর্ম্ম হ'ক তব হস্তের কঙ্কণ,
পাতিব্রত্য কর মাগো বসনভূষণ,
পতি নারায়ণ ব্রত কর উদ্‌যাপন,
এ ছাড়া সকলি তুচ্ছ না ভুলো কখন।
নিজ সুখ বিসর্জ্জিতে করিবে যতন,
শ্বশুর শাশুড়ী পতি সবার কারণ,
ধর্ম্মের সহায় মাতা! হইবে যখন,
লক্ষ্মী নাম সার্থকতা লভিবে তখন।
প্রণাম অভ্যাস নিত্য করিতে হইবে,
শ্বশুর শাশুড়ী পতি দেবদেবী সবে,
শিবপূজা পতিপূজা এক হবে যবে,
সংসার স্বরগ হবে নিত্য সুখ পাবে।

গোবিন্দ স্মরিবে সদা সতীধর্ম্ম তরে,
গোবিন্দ জপিবে সদা সেবাধর্ম্ম তরে,
আমি আশীর্ব্বাদ এই করি মা তোমারে—
গোবিন্দ প্রসন্ন হ'ন তোমার উপরে।

———o———

বিপর্য্যয়।

দৈবযোগে একদিন চক্রবাক্ চক্রবাকী,
ব্যাধের পিঞ্জরাবদ্ধ আসন্ন সন্ধ্যায়ে—
বঞ্চিলা রজনী তার কুটীরের দ্বারে।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ বাসরে।
ব্যাধের সে নির্ম্মমতা মুহূর্ত্তে ভুলিয়া,
দোঁহে দোঁহাকার পানে চাহিল হাসিয়া।
"বিধির নির্ব্বন্ধ হের খণ্ডিল হে হেথা।
শত্রুতায় আজি ব্যাধ সাধিল সখ্যতা।"

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

———o———

মন।

সর্ব্ব শক্তিমান্ অনন্ত বিষ্ণুর মায়া বিলাসের নাম "মন", মনই অন্তর্জগৎ, মনই বহির্জগৎ। মনের শক্তি অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়! মন—দূরস্থ পদার্থকে নিকটস্থ করিতে পারে, পক্ষান্তরে, নিকটস্থ বন্ধুকেও দূরস্থ করিতে পারে।

মানব প্রকৃতির সর্ব্ব প্রধান তত্ত্বের নাম—"অহংতত্ত্ব" বা "আমিত্ব"। এই "আমিত্ব" হইতেই সংসার বন্ধন। এ হেন "আমত্বের" প্রসারণও মন হইতে। আসক্তি, বাসনা, প্রীতি ও প্রেম—মনের এই চারিটী ধর্ম্ম। বেদান্ত দর্শন বলেন—"মানবের চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মে মিলন" কিন্তু ব্রহ্ম—আমাদের মত অজ্ঞানীর পক্ষে প্রত্যক্ষীভূত নহেন; এই জন্য জগতের জীব জন্তু প্রভৃতি সকল পদার্থে মন সমর্পণ করিতে পারিলে ব্রহ্মে মিলন্ হয়, কেননা—ব্রহ্ম জগন্ময় (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ)।

মন "বিশ্ব প্রেমের" প্রেমিক হইলে—মানব মহৎ হইতেও মহত্তর হইতে পারে। একদিকে বাসনা মূলক স্বার্থ—অন্যদিকে প্রীতি ও প্রেম মূলক সহানুভূতি এই উভয়ের মধ্যে—তুমুল সংগ্রামই মনের কার্য্য। সংসার বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া—উভয়ের সামঞ্জস্যে আত্ম পরিচয় ও সমাজের উন্নতি সাধনই—মানব জীবনের একটী মহৎ কর্ত্তব্য। মন ঐ কর্ত্তব্যের উত্তেজক

এই জন্যই নৈতিক শিক্ষা দ্বারা মনের অনুশীলন পরিচালন ও শক্তি বর্দ্ধন নিতান্ত আবশ্যক।

মন ইন্দ্রিয়ের রাজা। সুতরাং মন দেহেরও রাজা। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির মত, মনের ও আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই শক্তির নাম "মনের বল" আকর্ষণ সূত্রেই যেমন পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি হয়, তেমনি মনোবলের অভাবাতিশয্যই জীবের উন্নতি ও অবনতির কারণ। অর্থবল—বাহুবল—লোকবল—বীর্য্যবল—যাই বল না, মনের বলের অপেক্ষা কোন বলই বেশী নয়। যার মনের বল যতটুকু, সে সেই পরিমাণে সুখ দুঃখের অধিকারী। যিনি মনের বলে বলীয়ান্—জগতে তিনিই উন্নত। তিনি ঘোর সংসারী হইলেও—সংসার ত্যাগী ঋষি।

মন— তোমার আমার সকলেরই আছে, কিন্তু মনের সে কার্যকারিতা শক্তিনাই। আমাদের মন বড় পার্থিব; সে পৃথিবীকেই ভালবাসে। এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর মধ্যেই সে চলা ফেরা করে; স্বার্থ ছাড়িয়া—পৃথিবী ছাড়িয়া—সহসা সে ছুটিতে পারে না। আমাদের মন নানা শাখায়—সংসারের বিবিধ বিড়ম্বনায় বিভক্ত। আমাদের মন মরু ভূমিতে পড়িয়া অতি উত্তাপে বাষ্পাকারে বিচ্ছিন্ন প্রায়! তাই আমাদের মম অন্তঃসার শূন্য। মনের বল নাই বলিয়া—আজ আমরা এত ঘৃণিত, এত বিড়ম্বিত এত অপদস্থ।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ—প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ তাঁরাও তো সংসারী ছিলেন; তাঁদের মনও নানা কার্য্যে নিবিষ্ট ছিল কিন্তু তাঁহাদের মনকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা ছিল—আমাদের তাহা নাই। মনের স্বভাব বড় চঞ্চল—ভঙ্গ প্রবণ। মন বন্ধুকে শত্রু ভাবে, নির্ম্মল চন্দ্র কিরণ হইতেও—বজ্রপাতের আশঙ্কা করিয়া থাকে। রঙ্গালয়স্থ নটের মত মন—নানা বিধ রূপধারী। কখন সুস্বাদুকে বিস্বাদু করিতেছে, কখন অসত্যকে সত্য ভাবিতেছে। মনের উত্তেজনার নাম—কামনা বা কাম। এই কামনা যাহা অভিলাষ করে, তাহা পূর্ণ করিতে মন নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাম্য বস্তু অপ্রাপ্য হইলে, তখন ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। মন তখন চণ্ডালের মত—অতি উগ্র অতি ভয়ঙ্কর। এই ক্রোধ হইতে আবার তমসাচ্ছন্ন মোহের উৎপত্তি হয়; মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, আর এই বুদ্ধি নাশের ভাবীফল—বিনাশ। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—কামনা মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান ছিদ্র, এই ছিদ্র মেরামত করিতে না পারিলে, বড় বিঘ্ন বড় অমঙ্গল! সুতরাং যেমন করিয়াই হউক, মনকে বশ করিতে না পারিলে জীবের উন্নতি নাই। মনকে বশ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় জয় করা হয়। যিনি এই মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনি মানুষ হইলেও দেবতা। সংসারে তাঁহার কর্ম্ম নাই কর্ম্ম ত্যাগও নাই। তিনি সকলের পূজনীয়। সাক্ষাৎ কামের সহচরী সুহাসস্মিতাননা—বিম্বাধরা—কুচভার নম্রা বিলাসবতী যুবতীও তাদৃশ মহাত্মার কণ্ঠালিঙ্গিতা হইলেও তাঁহার মনে বিকার উপস্থিত

হয় না। শোক—দুঃখ—ব্যাধি—কিছুতেই তিনি অভিভূত হন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—মন জয় হইলেই ইন্দ্রিয় জয় হয়। কেন না একমাত্র মনই—দর্শন শক্তির দ্বারা চক্ষু, শ্রবণ শক্তি প্রাপ্তি দ্বারা কর্ণ, ঘ্রাণ শক্তিদ্বারা নাসিকা, স্পর্শ শক্তি দ্বারা ত্বক্ এবং আস্বাদন শক্তি দ্বারা রসনা নামে কথিত হইয়া থাকে। মনের কার্য্য না হইলে, কোনও ইন্দ্রিয়েরই শক্তি থাকে না।

জীবদেহে অল্পাধিক পরিমাণে, জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি—এই তিনটী শক্তি আছে। মন এই ত্রিশক্তির পরিচালক। মন একজন সুগভীর, সূক্ষ্মতর বিচারক। মনকে হৃদয় হইতে পৃথক করিলে জীবের জীবত্ব থাকেনা। ভগবানের সহিত ভক্তের খুব নিকট সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধের প্রধান ঘটক—মন। শরীরের মোহ প্রযুক্ত শবকে "মূঢ়" বলা যায় না, কিন্তু যাহার মন মোহগ্রস্ত হয়—তাহাকেই মূঢ় বলিয়া নিন্দা করা যায়। আকাশ, ভূমি, বায়ু প্রভৃতি সমস্তই মন। মন যদি পদার্থ সমুদায়কে সেই সেই ভাবে কল্পনা না করে, তাহা হইলে কি সেই সব পদার্থের স্বরূপ কখনও প্রকাশ পায়? সর্ব্ববিধ পদার্থে সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে চিতি শক্তি, সেই চিতি শক্তিতেই আত্মার সত্তা; মন এই চিতি শক্তিরূপা আত্মশক্তির সহায়তায় রাগাদি ক্রিয়া শূন্য হইয়াও অন্তরে মনন ও সঙ্কল্পাদি ভ্রান্তি এবং বাহিরে গিরি, নদী, সমুদ্রাদি বিবিধ পদার্থ কল্পনা করিয়া ভ্রমণ করে। মন যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে তাহা হইলে ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ব্বণ কবিতে করিতেও তুমি তাহার আস্বাদন পাইবেনা। "বীতরাগ" নামা কোন ঋষি ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেই সময় তাঁহার অঙ্কস্থিত হস্ত ক্রব্যাদ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তিনি তাহা একেবারেই জানিতে পারেন নাই।

মনকে বশে রাখা—সহজ না হইলেও অসাধ্য ব্যাপার নহে। অভ্যাস করিলেই মনকে আয়ত্ত করা যায়। মনকে আমরা দুষ্ট বালকের সহিত তুলনা করিতে পারি। দুষ্ট বালক যেমন পক্ষী শাবক পাইলে তাহার উপর যথেচ্ছা আচরণ করিয়া আনন্দ অনুভব করে, মনও তেমনি জীবের উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার কখন মিষ্ট কথা বলিয়া, কখন বা শাসন করিয়া, কখন বা ভয় দেখাইয়া যেমন দুষ্ট বালককে বশে রাখা যায় মনকেও সেইরূপে আয়ত্ত করা যায়। মনকে জয় করিতে হইলে মনকে বশীভূত করিতে হইলে মনকে সর্ব্বদা ভগবানে স্থাপিত করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তাঁহার কথা সর্ব্বদা শ্রবণ ও সতত মনন করিতে হইবে, তাহা হইলে ধ্যান আসিবে। ঈশ্বরে মন গাঢ় ভাবে নিযুক্ত হইলে মন বুঝিবে যে সমস্ত বিষয় রস অপেক্ষা ভগবান অতিমধুর। সর্ব্বদা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে মন তখন তাঁহাকে আস্বাদন করিয়া তাঁহাতে নিযুক্ত থাকিবে। যত দিন না মন যুক্ত হয় তত দিন মনকে সৎ উপদেশ দাও সৎ পথে চালাও

শাস্ত্র পাঠ কর তাহার অর্থ গ্রহণ কর। মনকে কাতর কর। সংসার বন্ধন ভয় দেখাও। মৃত্যু কখন আক্রমণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই, কাতর প্রাণে মৃত্যুর হস্ত হইতে, মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ কর, উপাসনা কর ও তাঁহার ধ্যান কর। যতক্ষণ মনে বৈরাগ্যের উদয় না হয় ততক্ষণ কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাক তখন মন বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া ঈশ্বরে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ সাধনা দ্বারা মন ক্রমশঃ বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

গৃহ হইতে চোরে সম্পত্তি অপহরণ করিবে বলিয়া কতই প্রহরী পাহারার বন্দোবস্ত। কিন্তু মনের সম্পত্তি রূপ পবিত্র ভাব অপহরণের জন্য, কুপ্রবৃত্তি কত চেষ্টা করিতেছে। কৈ তাহার জন্য কাহাকে ত উদ্যোগী দেখা যায় না। সৎ কার্য্য আর সংশিক্ষা যে মনের প্রহরী দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তোমার উন্নতি বিজ্ঞান শিক্ষায় হইবে না, তোমার উন্নতি বিদ্যা চর্চ্চায় হইবে না তোমার উন্নতি তোমার মনে। মনকে প্রকৃতিস্থ কর মোক্ষ মুক্তি তোমার করতলগত হইবে। ব্রহ্মরূপ ভাবিতে ভাবিতে—নিশ্চয় মনকে জয় করা যায়। এক জন মল্লের কাছে শিশুর বল কতক্ষণ? ইহা ভাবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া চাই। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া মনের স্রোতে গা ঢালিলে চলিবেনা। সংযম শিক্ষায় তুমি যে আনন্দ পাইবে সে আনন্দ আর কিছুতেই পাইবে না।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়
চুঁচুড়া কামার পাড়া বাজার,
রায়ের গলি।

ডাকা।

ভ্রূমধ্যে বসিয়া শ্রীভগবানের চরণ দুটি হস্তে ছুঁইয়া সেই চরণতলে মস্তক লুণ্ঠন করিতে করিতে ডাক। আর যে আমার কেহ নাই—আর যে আমায় কেহ উদ্ধার করিতে পারে না, আমি আর যাইব কোথায়, কাহার শরণ লইব—আর যে কেহ পরিত্রাতা নাই—এই ভীষণ জরা মৃত্যুসঙ্কুল ভবসংসার হইতে আর যে কেহ ত্রাণ করিতে পারেনা—হে প্রভু! হে ভগবান! হে অগতির গতি! আমার গতি তুমি ভিন্ন আর কে করিবে?

একদিনও যে মনের মত করিয়া দিন কাটাইতে পারিনা। প্রতিদিন যে বলিতে হয় কর্ম্মত ঠিকমত করিতে পারিলাম না—আহা প্রভু! বড় কর্ম্ম দুরাচার আমি—আমি আর কোথায় যাইব? তুমি ভিন্ন আমার আশ্রয় যে আর

কেহ হইতে পারেনা। আমি পতিত। পতিত হইয়াও পতিত পাবন! তোমার আশ্রয় লইলাম! তুমি ভিন্ন আর আমায় কে রক্ষা করিবে?

কঠিন তপস্যা ত করিতে পারিলামনা। এক ভাবেত দুদিন থাকিতে পারিলাম না—এক অভ্যাস ত কিছু দিন ধরিয়া সরস রাখিতে পারিলাম না। আমি আশ্রিত—তুমি আমার উপায় করিয়া দাও।

তোমার নাম দীনবন্ধু! তোমার নাম পতিত পাবন! তোমার নাম অগতির গতি! প্রভু! বড় পতিত হইয়া নাম গ্রহণ করিয়াছি! এই পতিতের ভার তোমার। আমি তোমার হইলাম।

তুমিইত আশ্বাস দিয়াছ। তুমিই বলিয়াছ

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম।

যে কেহ কাতর হইয়া একবারও 'তোমার আমি' বলিয়া আশ্রয় যাচ্ঞা করে আমি তাহাকে অভয় দিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত।

হে পতিত পাবন! আমি যখন ভাল ছিলাম তখন অহংকারে উন্মত্ত ছিলাম—বিচার করিতে পারি নাই—পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিনাই। তাই আজ এই গতি হইয়াছে। এখন ঠকিয়া শিখিতেছি—এখন বড় দীন বড় হীন বড় পাপী হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি—আর আমার কেহ নাই—আমিও আর কাহারও নই—আর আমি কাহার কাছে যাইব প্রভু! কেহ নাই তাই তোমার হইলাম। তোমার ব্রত—আমায় অভয় দিতেছে। আমি যেন কত আশা পাইতেছি। আহা প্রভু! তোমার নাম বড় পবিত্র। সম্মুখেই ভীষণ সংসার তুফান। আমি তোমার নাম করি—সর্ব্বদা করিব তোমার নামের পবিত্রতা আমায় অনুভব করাইয়া দাও। আমায় সকল দায় হইতে মুক্ত কর।

মৃত্যুর পরে গতি।

এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে কোন্ গতি লাভ হইবে? মৃত্যুতে স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। এখনও স্থূল দেহ হইতে প্রতিরাত্রে নিদ্রাকালে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। নিদ্রাকালে কখন নিতান্ত মূঢ়ের মত অবস্থান কর, কখন বা স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হও। ক্বচিৎ বা সুখের স্বপ্নও দেখ।

এখন মৃত্যু হইলে যাহা হইবে তাহার পরিচয় ত প্রতি রাত্রিই দিতেছে। এখন মৃত্যু হইলে ঠিক ঐ অবস্থাই হইবে। কখন মূঢ়ের মত, নিতান্ত জড়ের মত থাকিবে, পরে নরকের যাতনা সহ্য করিবে। ভোগের পরে কদাচিৎ সুস্বপ্ন দেখার মত একটু ক্ষণস্থায়ী ভাল অবস্থা বিদ্যুতের মত চমকাইয়া যাইতে পারে। তবে কোন সাহসে বল—এবার মরিয়া আর জন্মাইবেনা। ছি ছি ভুল কথা—এ আত্মপ্রবঞ্চনা আর করিওনা। মৃত্যুর পরে সদ্গতি হইবে কি অসদ্গতি হইবে তাহার পরীক্ষা প্রতি রাত্রেইত

করিতে পার।

আর ঐ যে বল "মা—তোর কাছে এই প্রার্থনা যেন অন্তিমে একবার দেখা পাই"। কেন ভাই—এ অন্তিম যে রোজ আইসে। প্রত্যহ নিদ্রার পূর্ব্বে ডাকিয়া দেখ দেখি সে আইসে কিনা? যদি জীবিতাবস্থায় একদিনও না আসিল তবে কোন্ সাহসে বল সে অন্তিমে আসিবে? অন্তিমে নিশ্চয় আসিবে—এও বুঝি তোমার আত্মপ্রতারণা। যদি যথার্থ ধার্ম্মিক হও তবে প্রতিদিনে, প্রতিক্ষণে কেননা "মা তুমি একবার দেখা দাও যদি এখন দেখা পাও, তবে বিশ্বাস রাখিও অন্তিমে দেখা পাইবে। যদি না পাও তবে সব ভোগ সুখ, সব কথা বার্ত্তা, সব হাহা হুহু ত্যাগ করিয়া কাতর হইয়া তারে ডাকার অভ্যাস বাড়াইয়া দাও। তবে বুঝিবে সে কোন আশা দিতেছে কিনা? বিষয় ভোগটি পূরো দমে রাখিব, নিদ্রাটি আহারটি পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে—আর সে ও আসিবে, একি কখন হয়? এখন যে তারে ডাক—জাগিয়া থাকিয়াই না ডাক। নিদ্রাই যে মোহ, নিদ্রাই যে মৃত্যু। সর্ব্বদা যদি জাগিয়া থাকিতে পার তবেই না তাহাকে লইয়া সর্ব্বদা থাকা হয়। বেশী কতকগুলি খাও, বেশী আলস্য আসিবে, বেশী নিদ্রা হইবে। অল্পে অল্পে ডাকা বাড়াও—ক্রমে ক্রমে আহার নিদ্রা জয় করিয়া ডাকিতে পারিবে। হট করিয়া এক দিনে আহার নিদ্রা জয় করিতে যদি যাও তবে তোমার মূর্খতা জন্য চাবুক খাইয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে। ধীরে ধীরে অভ্যাস বাড়াও। রোজ অগ্রসর হইতে অভ্যাস কর।

কেহ কেহ রাত্রে স্বপ্ন দেখেনা। স্বপ্ন না দেখা ভাল বলিয়া তাহারা একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। যদিও ভীষণ স্বপ্নের ক্লেশ অপেক্ষা এ অবস্থা ক্লেশশূন্য বলিয়া মনে হয় কিন্তু এ অবস্থা বৃক্ষ লতাদি জন্ম প্রদান করিবে ইহাই সূচনা করে। ইহা নিতান্ত জড় অবস্থা। কেহ কেহ সন্ধ্যা পূজা ক্রিয়া করিয়া ফাঁকা হইয়া বসিয়া থাকেন—ভাবেন এই ত মুক্তি। এও আত্মপ্রতারণা—জপ করিলাম বা ক্রিয়া করিলাম—কিন্তু আনন্দ কৈ? জপের ক্লেশ বা ক্রিয়ার ক্লেশের অবসানে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিলে একটু সুখ বোধ হইতে পারে কিন্তু এ সুখ কি সেই ব্রহ্মানন্দ? সে অবস্থা যে "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে", 'সুখমাত্যন্তিকং', 'সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং' এ সব যে পরীক্ষা। এখনও প্রবঞ্চনা ত্যাগ করিয়া চিত্ত আত্মপরীক্ষা কর।

যাহা বলিতেছিলাম তাহার উপসংহারে বলি যখন দেহ সংযুক্ত থাকা যায় তখন বরং পুরুষার্থ দ্বারা ডাকা যায়, ঈশ্বর স্মরণ হয় কিন্তু যখন নিদ্রাতে দেহ বিযুক্ত অবস্থা আইসে তখন বড়ই অনিশ্চিত অবস্থা। তবে আর মৃত্যুর পরে ভাল অবস্থা লাভ করিবে ইহা নিশ্চয় কর কিরূপে। তাই আবার বলি এখনও সময় আছে জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে ডাকিয়া লও। সর্ব্বদা জাগিয়া জাগিয়া যদি ডাকিতে অভ্যাস করিতে পার তবে এই জন্মেই হইয়া গেল। জানিও "মিদ্ নিশানা নীচ কি"। তাই সর্ব্বদা জাগাই অমরত্ব।

রেজেষ্টরী নং A 362

তৃতীয় বর্ষ]   ১৩১৫ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন।   [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী।

কাশীধাম; মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়।	বিষয়।
১। বেদ-ষড়্‌দর্শণ ও দুঃখ নিবৃত্তি।	
২। মীরা কহে বিনা প্রেমসে।	৬। ভারত-সমর।
৩। শ্রুণের স্মরণে।	৭। গীতা।
৪। গীতা—অধ্যাত্মরামায়ণ—যোগবাশিষ্ঠ।	৮। ব্রহ্মবিদ্যা।
৫। মা ও ছেলে।	



ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন। [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বেদ—ষড়্ দর্শন ও দুঃখ নিবৃত্তি।

'শ্রুতিশির' উপনিষদের আর একনাম। বেদের শীর্ষভাগ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ এই উপনিষদ্। উপনিষদ্ অর্থে উপনিষীদতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাত্মভাবোহনয়া (উপ+নি+সদ+কিপ্) উপ=সমীপে, নি=নিশ্চয়রূপে, সদ=পাওয়া অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব নিশ্চয়রূপে সাধকের সমীপে আইসেন তাহার নাম উপনিষদ্। ইনি ব্রহ্মবিদ্যা। অথবা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক বেদশিরোভাগ বা বেদান্ত ইহা। উপনিষদের প্রয়োজন যেমন ব্রহ্মকে আত্মভাবে পাওয়া, ষড়দর্শনের উদ্দেশ্যও সেইরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাকে দর্শন করা। "ষড়দর্শন আত্মদর্শনের চক্ষু। ছয়টি বিরুদ্ধ চক্ষু নহে" কিন্তু শক্তির দোষে এবং সংস্কারের দোষে যাহার যতটুকু দর্শনে সামর্থ্য আছে, সেই অধিকারীকে ক্রম অনুসারে তাহা হইতে উন্নত করাই দর্শনের উদ্দেশ্য।

আস্তিক ও নাস্তিক মত ভেদে দর্শন শাস্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ছয় খানি নাস্তিক দর্শন এবং ছয়খানি আস্তিক দর্শন। নাস্তিক ষড়্দর্শনের নাম;—১ চার্ব্বাক

দর্শন (২-৫) চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধদর্শন [বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক] ৬ জৈন দর্শন। নাস্তিক ষড়্‌দর্শনের কথা আমাদের আলোচ্য নহে, আমরা আস্তিক ষড়্‌দর্শনের কথাই বলিব।

১। ভগবান্ কণাদস্মৃত বৈশেষিক দর্শন ২। ভগবান্ গৌতম স্মৃত ন্যায় দর্শন ৩। ভগবান্ জৈমিনিস্মৃত পূর্ব্বমীমাংসা ৪। ভগবান্ কপিল স্মৃত সাংখ্য ৫। ভগবান্ পতঞ্জলি স্মৃত যোগদর্শন এবং ৬। ভগবান্ ব্যাস স্মৃত বেদান্ত দর্শন। এই ছয়খানি আস্তিক দর্শন।

কৃত না বলিয়া স্মৃত বলিবার কারণ "ব্রহ্মাদ্যাঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা নতু কারকাঃ"। আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ ধৃত এই শ্লোকাংশ। ঐ পুস্তকের প্রণেতা মহাপুরুষ দেখাইয়াছেন যে ঋষিরা কোন শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, তাঁহারা স্মারক মাত্র।

সংসারে পড়িয়া জীবের যাহা করণীয় বেদ, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র তাহারই আলোচনা করেন। এমন কি ব্যাকরণ পর্য্যন্ত কর্ত্তা ক্রিয়া বিভক্তি ইত্যাদি দ্বারা সেই দিকেই চিত্ত আকর্ষণ করে। চিত্ত বিনোদনের জন্য ঋষিগণ কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। যে সমস্ত কথায় জীবনের মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না তাহা ঋষিদিগের মতে আলোচনার বস্তু নহে।

যেমন উপনিষদের ধাতুগত অর্থে আমরা পাই যদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে আমরা ব্রহ্মকে আত্মভাবে পাই তাহাই উপনিষদ্, সেইরূপ ষড়্‌দর্শন একবাক্যে দেখাইতেছেন—মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে হইবে। ব্রহ্মকে আত্মভাবে পাওয়াও যে কথা, মানবের দুঃখ নিবৃত্তি হওয়াও সেই কথা।

দুঃখ নিবৃত্তি এবং তাহার উপায় সম্বন্ধে ষড়্‌দর্শনের উপদেশ যে এক, ইহাই আমরা দেখাইব। ষড়্‌দর্শনের প্রণেতাগণ সকলেই ঋষি। তবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ইহাদের মত ভেদ দেখাযায় তাহাও স্বাভাবিক। যাঁহারা শ্রীযুক্ত রাম প্রসাদের উক্তি "ষড়্‌দর্শনের অন্ধগুলা" বেদ বাক্য মনে করিয়া শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে বলিবার কথা আমাদের কিছুই নাই। ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য মায়িক জগতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানা প্রকার মত দিয়াছেন—ব্যাবহারিক কথা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র হইতে লোক শিক্ষার্থ তাঁহারা লোককে দেখাইয়াছেন বলিয়া বহু প্রকার হইতে পারে কিন্তু পারমার্থিক যাহা তাহা সর্ব্বদাই এক।

যাহা এক তৎসম্বন্ধে ভিন্ন দর্শন হইতে পারেনা। যাহা মায়িক তৎ সম্বন্ধে বহুমত হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহাকে মুনি বলা যায়না যাঁহার মত ভিন্ন নহে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" এই উক্তি এখন দোষের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু মনন শীল যিনি, তিনি মুনি। জগৎ সম্বন্ধে মনন শীল যিনি তাঁহার মত ভিন্ন হওয়াইত উচিত। মুনির মত ভিন্ন কিন্তু ঋষিগণের সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা এক। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই। আমাদের প্রয়োজন সৃষ্টি নহে, সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাদের প্রয়োজন দুঃখ নহে, দুঃখ নিবৃত্তি।

অরুন্ধতী ন্যায়ে একটা বড় নক্ষত্র দেখাইয়া বলা হয় ঐটি অরুন্ধতী নক্ষত্র। এ কেবল দর্শককে একাগ্র করিবার কৌশল। শেষে স্থূলে একাগ্র হইলে বলা হয়—যাহা দেখিতেছ তাহা অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে, উহার নিকটে যে সূক্ষ্ম নক্ষত্রটি আছে—এখন যাহা তুমি দেখিতে সমর্থ তাহাই অরুন্ধতী নক্ষত্র। এরূপ কৌশল করিয়া প্রকৃত বিষয়ে আকর্ষণ করা প্রাচীনদিগের পক্ষে দোষের ছিলনা।

শাস্ত্র এই জন্য বলিতেছেনঃ----

ষড়্দর্শনানি মেঽঙ্গানি পাদৌ কুক্ষি করৌশিরঃ।
তেষু ভেদন্তু যঃ কুর্য্যান্মদঙ্গচ্ছেদকো হি সঃ॥

আমাদের প্রয়োজনীয় কথা এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব। আমরা পণ্ডিত নহি। মূর্খ হইয়াও শাস্ত্রালোচনারূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতে যে যাই তাহা বিপদে পড়িয়া বিপদ ভঞ্জনের শরণাপন্ন হওয়া মাত্র।

১। বৈশেষিক দর্শন—ভগবান্ কণাদের মতে আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। এইটির উপলব্ধি করাই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, শম, দম, আত্মসাক্ষাৎকার এই গুলি তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আবশ্যক। এই বিষয়ে সমস্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত এক। এই কর্ম্ম গুলির নাম যোগ। যোগ অভ্যাস কর এবং তদ্দ্বারা আত্ম বিচার শক্তি উপার্জ্জন করিয়া আত্মাকে জান, ব্রহ্মকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হও—এই মুখ্য বিষয়ে কাহারও মত ভেদ নাই। এতদ্ভিন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি পদার্থ ভগবান্ কণাদ-নির্ব্বাচিত অথবা নব্যন্যায়-মতে উহার সহিত অভাব পদার্থ যোগ দিয়া ভগবান্ কণাদ সর্ব্ব শুদ্ধ সাতটি পদার্থ নির্দ্দেশ করিতেছেন——এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল,

দিক্, আত্মা ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য পদার্থ ইহাদের তত্ত্ব এবং পরমাণুর নিত্যতা ইত্যাদি বহু বিষয় বৈশেষিক দর্শন বলিতেছেন। আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির স্ফুরণ সেরূপে হয় নাই এজন্য আমরা জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুটিই লক্ষ্য করিতেছি। যাঁহারা গুরুর নিকট রীতিমত অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের সমস্ত বিষয় জানা আবশ্যক, জানিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র যোগাভ্যাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

বৈশেষিক দর্শন বলিতেছেন "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্‌দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য বিশেষসমবায়ানাংপদার্থানাংসাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাংতত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সম্" তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর ইহাই নিশ্রেয়স। ইহাই প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন পরমাণু সমূহে যে বিশেষ নামে এক পদার্থ আছে—যাহার জন্য এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন—এসমস্ত আলোচনায় সকলেই অধিকারী কৈ হইতে পারে ?

২। ন্যায় দর্শন—ভগবান্ গৌতম বলিতেছেন "দুঃখজন্মপ্রভৃতিদোষ মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"·দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। ইহাই জীবের প্রয়োজন। মিথ্যাজ্ঞানের নাশ না হইলে দোষের নাশ হয় না। দোষ নষ্ট না হইলে প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না, প্রবৃত্তি নষ্ট না হইলে জন্মনিরোধ হয়না—জন্মনিরোধ না হইলে অর্থাৎ মৃত্যু জয় করিতে না পারিলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে না। ভগবান্ গৌতম এই জন্য মিথ্যাজ্ঞান নাশের কার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শনের মূল কথা আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র। এই জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান নাশে সমর্থ। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি। ভগবান্ গৌতমের সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উপায় সমাধি অভ্যাস। সমাধিও যম নিয়মাদি যোগাভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায়। বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায়দর্শন—এক উদ্দেশ্য এবং এক উপায়ই বলিতেছেন। এতদ্ভিন্ন পরমাণুতে কোন বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই—ইত্যাদি প্রকার মত ভেদ আছে। যাহা মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় তৎসম্বন্ধে যাহাই কেন মতদ্বৈধ হউকনা, তাহাতে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি পিপাসুর কোন্ ক্ষতি বৃদ্ধি থাকিতে পারে ?

৩। মীমাংসা দর্শন—ভগবান্ জৈমিনি এই দর্শনে বেদ ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অবশ্য করণীয় বলিতেছেন।

গীতাও মত ভেদ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে"। অধিকারি ভেদে কোথাও কর্ম্ম করণীয় কোথাও ত্যাজ্য ইহাতে আপত্তি কি? বরং ইহা স্বাভাবিক।

মীমাংসা দর্শন মতে শব্দ নিত্য এবং বেদ অপৌরুষেয়। সমাধি অবস্থায় স্থিত ব্রহ্মার চিত্তাকাশে নাদ উৎপন্ন হইল, সেই নাদ হইতে ওঙ্কার আবির্ভূত হইলেন, সেই ওঙ্কার পরমাত্ম বোধের দ্বার স্বরূপ। যিনি পরম-শান্ত আত্মতত্ত্বে অবস্থিত ছিলেন তিনি স্ফোটরূপ অব্যক্ত ওঙ্কারকে শ্রবণ করিলেন। আর যাহা দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং আত্মা হইতে চিত্তাকাশে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই স্ফোটরূপ ওঙ্কার। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক শব্দ এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের সনাতন বীজ। সেই অব্যক্ত স্ফোটরূপ ওঙ্কারের অকার উকার মকার তিনবর্ণ প্রকাশ হইল। সেই বর্ণত্রয় সত্বাদি গুণ, ঋগাদি নাম, ভূরাদি অর্থ এবং জাগ্রদাদি বৃত্তি ধারণ করিল। ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা হইতে বর্ণ সমুদায় সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্যাহৃতির সহিত চারি বেদ উৎপন্ন করিলেন। শব্দ ব্রহ্ম কেন, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি কিরূপ, বিধিনিষেধাত্মক শব্দময় বেদ "বিশ্বসম্রাটের নিয়মগ্রন্থ কিরূপে—"সাধুশব্দ মাত্রই বেদ কিরূপে" ইহা যাঁহারা আলোচনা না করিয়াছেন তাঁহারা শব্দকে নিত্য এবং বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া ধারণা করিবেন কিরূপে?

শ্রুতি বাক্য ও তদর্থ—ইহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা কোন পুরুষ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয় নাই। কারণ তাদৃশ কোন পুরুষ নাই। বেদ অপৌরুষেয় এই জন্য।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও উল্লেখ যোগ্য, যে প্রাচীন ঋষিদিগের শাস্ত্র বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের লোপ হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। সেরূপ সংযমাদি এবং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম আমাদের নাই। আমাদের সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্ত তাঁহাদের স্থিরচিত্ত-উপলব্ধ সত্য ধারণা করিতে সমর্থ নহে। উপস্থিত সময়ে আমরা বুঝিতে পারি এরূপ করিয়া ব্যাখ্যাকর্ত্তাও বিরল হইয়া আসিতেছে। আমরা তত্ত্বান্বেষীর জন্য ঋষিতুল্য মহাপুরুষ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের নাম উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার গ্রন্থগুলিতে শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা পাই, তাহা ঋষিদিগের অনুমোদিত—গ্রন্থকারের প্রতিভা রচিত নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী

গ্রন্থের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করায় ক্ষীণকর্ম্মা বচনচতুর মনুষ্যেরও বিশেষ সুবিধা।

আমরা তিনখানি দর্শনের সিদ্ধান্ত দেখাইলাম। সমস্ত দর্শন গুলি আত্মতত্ত্বলাভের সোপান মাত্র। স্থূল বিষয়ে যাহা অসামঞ্জস্য তাহা থাকাই উচিত। সকল জিজ্ঞাসুর অধিকার সমান নহে বলিয়াই বুঝাইবার প্রণালী ভিন্নরূপ। এইজন্য মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় যে সমস্ত তৎসম্বন্ধে ভিন্নমত দৃষ্ট হয়।

(৪) সাংখ্য দর্শন—ভগবান্ কপিল বলেন প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্ত হওয়াকেই মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি বলে। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি জীবের একমাত্র করণীয় কার্য্য। "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে যস্মাৎ প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে। তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পুরুষ, প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার ৫ তন্মাত্র ৫ মহাভূত ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই ২৪ তত্ত্ব কোনমতে মন লইয়া এই ২৫ তত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়।

(৫) পাতঞ্জল দর্শন—ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের উপর ঈশ্বর তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—যোগ দ্বারাও হয়, ঈশ্বর প্রণিধানেও হয়। এই ঈশ্বর ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক ও আশয় রহিত। অনিত্য বস্তুতে নিত্য জ্ঞান, দুঃখে সুখভ্রম, দেহে আত্মবোধ, রাগ, দ্বেষ মরণভীতি ইত্যাদি ক্লেশ বর্জ্জিত যিনি ঈশ্বর তিনিই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল রূপ বিপাক এবং বাসনাদি আশয় বর্জ্জিত।

২৬ তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা জীব যে জড় জগৎ হইতে পৃথক্ ইহা জানা যায়। জীবে ও জড়ে পার্থক্য আছে এই বিশ্বাসই মূল বিশ্বাস। জড় হইতে চৈতন্য পৃথক্ ইহার অনুভবে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানেই মুক্তি হয়। এই জ্ঞান হইতে "তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপেবস্থানম্" "দ্রষ্টুঃ স্বরূপে" অবস্থানই পরম পুরুষার্থ। ইহার জন্য যোগ আবশ্যক। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করাই যোগ। প্রথমে একাগ্র সমাধি, পরে নিরোধ সমাধি। অভ্যাস করিলেই স্বস্বরূপে অবস্থান বা পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। ইহাই জীবের মুক্তি।

কেহ অবশ্যই মনে করিবেন না—আমরা দর্শন শাস্ত্র গুলির সমালোচনা

এক নিশ্বাসেই করিয়া ফেলিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের কর্ম্মটি ভাল করিয়া জানিয়া লওয়া। বেদ ও উপনিষদ্ যাহা বলিতেছেন, দর্শনও তাহাই বলিতেছেন আবার তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাহা বলিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন ব্রহ্মকে আত্মভাবে পাওয়াই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কোথাও মতদ্বৈধ নাই। ষড়্দর্শনের মুখ্য কথাই ইহা। এই দর্শন গুলি ক্রম অনুসারে জ্ঞানের সোপান। এক্ষণে আমরা জ্ঞান সোপানের শেষ সোপান যে বেদান্ত দর্শন তাহার বিষয় মোটা মুটি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

(৬) বেদান্ত দর্শন— শান্তভাবে অবস্থান করাই অশান্ত মন ও সতত চঞ্চল জগতের শেষ। গতি হয় স্থিতির জন্য। মন চঞ্চল হয় অচঞ্চলের প্রাপ্তিজন্য। মনের তরঙ্গ নিস্তরঙ্গ অবস্থা পাইলে মিটিয়া যায়। জীব স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে জুড়াইয়া যায়।

জগতের দুই ভাগ। এক ভাগ অন্তর্জগৎ আর একভাগ বহির্জগৎ। উভয়ই ক্ষণিক। উভয়েরই ধর্ম্ম সৃষ্টি স্থিতি লয়। গম ধাতু ক্বিপ্ করিয়া জগৎ পদ সিদ্ধ হয়। গম ধাতুর অর্থ যাওয়া। গচ্ছতি উৎপত্তিস্থিতিলয়ান্ প্রাপ্নোতীতি জগৎ। উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কর্ম্মেরই অবস্থা। এজন্য জগৎ কর্ম্মেরই মূর্ত্তি। কর্ম্ম আবার কামনার স্থূল অবস্থা মাত্র। কামনা বা সঙ্কল্পের ঘনীভূত মূর্ত্তিই কর্ম্ম। আবার সঙ্কল্প বস্তুটি স্পন্দন মাত্র—ইহা চিত্ত স্পন্দন কল্পনা। স্পন্দন মাত্রই শব্দ। শব্দ প্রণব হইতে। এই জন্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ শব্দ। শব্দই ব্রহ্ম।

স্থূল ভাবে বলিতে হইলে বলা হয় জগৎ কর্ম্মের অবস্থা। এই কর্ম্ম যদ্দ্বারা কৃত হয় তিনি ঈশ্বর। জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তিনি ঈশ্বর।

পরশান্ত ভাবই ঈশ্বর। চঞ্চলের সত্তা স্থির। মনের সত্তা ঈশ্বর। জগতের সত্তা ঈশ্বর।

জগতের উপাদান কি? ঘটের উপাদান মৃত্তিকা। ঘটে মৃত্তিকা আছে মৃত্তিকায় ঘট নাই। জগতে ঈশ্বর আছেন ঈশ্বরে জগৎ নাই। অন্ততঃ স্থূলে নাই।

ঘটের উপাদান মৃত্তিকা আর জগতের উপাদান সৎচিৎ আনন্দ। ঘট

মৃত্তিকারই নাম রূপ মাত্র—জগৎ ও সৎ চিৎ আনন্দের উপর নাম রূপের আচ্ছাদন মাত্র। এইনাম রূপটা কি? বেদান্ত বলেন ইহা কল্পনা—ইহা মিথ্যা। নাম ও রূপ মিথ্যা; অস্তি ভাতি প্রিয়ই সত্য। এই জন্য জগৎ নাই, ব্রহ্মই আছেন। নাই তথাপি যে দেখা যায়—নাই তথাপি যে আছে বলিয়া বোধ হয় ইহাই মায়া, ইহাই ভ্রম, ইহাই রজ্জুতে সর্প বোধ।

নাম রূপাত্মক অসৎ ত্যাগ করিয়া অস্তি ভাতি প্রিয় রূপে অবস্থান কর পরমানন্দে স্থিতি হইল। চঞ্চল যাহা, গতিশীল যাহা তাহাই নামরূপ। অস্তিভাতি প্রিয় যাহা তাহা স্থির, সর্ব্ববিধ চলন শূন্য, সর্ব্ববিধ কর্ম্মশূন্য অবস্থা। কর্ম্মই জগৎ, নৈষ্কর্ম্ম্যই ব্রহ্ম। কর্ম্ম অজ্ঞান, নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান। জ্ঞান-স্বরূপেই শান্ত হওয়া যায়—যতক্ষণ কর্ম্ম থাকে ততক্ষণ অজ্ঞান থাকে—ততক্ষণ চঞ্চলতা থাকে—ততক্ষণ অশান্তি থাকে।

ভিতরে অশান্ত মন সতত চিন্তালহরী তুলিতেছে, বাহিরে সতত চঞ্চল জগৎ নিয়ত সৃষ্টি স্থিতি লয়ে অবস্থান্তরিত হইতেছে। ভিতর বাহিরে নাম ও রূপের খেলা—মিথ্যার খেলা—মায়ার ইন্দ্রজাল। মনের সত্তা এবং জগতের সত্তা সেই অস্তিভাতি প্রিয় বা সৎ চিৎ আনন্দ।

বেদান্ত বলিতেছেন ব্রহ্মই এই সমস্ত—মিথ্যা নাম রূপ বাদ দিয়া দেখ। মায়া, নামরূপের আচ্ছাদন দিয়া সৎব্রহ্মকে অসৎ জগৎরূপে নানা প্রকার পরিচ্ছন্ন করিয়া দেখাইতেছে তুমি বিচার সাহায্যে নামরূপ বিশিষ্ট মিথ্যা জগত্‌কে সৎচিদ্ আনন্দ দিয়া ঢাকিয়া ফেল। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং। সমস্ত ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদয়িতব্য।

যদি কিছু দেখ দেখিবে ব্রহ্মই আছেন—আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথ্বী, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট,—সমস্ত হইতে মিথ্যা নামরূপ বাদ দাও—আমি তুমি কিছুই নাই এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সৎচিৎ আনন্দ ব্রহ্মই আছেন। এই ভাবই তোমার স্বরূপ। সাধনা দ্বারা এই পরম শান্ত ভাব অভ্যাস কর, আয়ত্ত কর, করিয়া স্বস্বরূপে থাকিয়াও ব্যবহার পরায়ণ হও। ইহাই বেদান্তের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি।

ভগবান্ পতঞ্জলি দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বেদান্ত ইহার উপরে বলিলেন দ্রষ্টাই আছেন—আর যাহা দেখিতেছ তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র। যদি একবারে জগৎকে ছাড়িতে না পার তবে আপনাকে এইদৃশ্য প্রপঞ্চ

রূপে অভিমান কর। অহংকে দেহ মাত্রে আবদ্ধ না রাখিয়া আকাশের মত প্রসারিতকর ইহাও মুক্তি পথে লইয়া যাইবে। অথবা এই নামরূপবিশিষ্ট দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে অহং উঠাইয়া লইয়া অহং ব্রহ্মাস্মি এই অভিমান কর—পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই এই ভাবে স্থিতি লাভ কর, মুক্ত হইলে।

তাই বলা হইয়া থাকে বেদান্ত, জ্ঞানের শেষ সোপান। অন্য দর্শনে প্রকৃতি যাহা হয় হউক, দৃষ্টির তারতম্য অনুসারে জগৎ যাহা হয় হউক কিন্তু সকল দর্শনেরই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতি বা জগৎ হইতে পুরুষ পৃথক। প্রকৃতি যাহা করে করুক আত্মা যখন দ্রষ্টা ভাবে থাকেন তখন প্রকৃতি পুরুষকে আবদ্ধ করিতে পারেনা। পুরুষের তখন সুখ দুঃখাদি কোন বন্ধন ঘটে না। সকলের দর্শন বা দৃষ্টি একভাবে পরিষ্কার নয়। স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে গিয়া যথার্থ দর্শন হয়। পরমাণু সত্য, পরে প্রকৃতি সত্য, পরে পুরুষ সত্য, শেষে সব মিথ্যা, একমাত্র সচ্চিদানন্দ মাত্রই সত্য, তিনিই আছেন, অন্য যাহা আছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা ভ্রম।

বেদান্তের এই জ্ঞান লাভ জন্য প্রণবই অবলম্বনীয়। প্রণবের প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা শ্রীভাগবত হইতে কতক অংশ দেখাইয়াছি। যেমন নামরূপ-বিশিষ্ট বৃক্ষের অব্যক্ত অবস্থা বীজ, আবার বীজেরও অব্যক্ত অবস্থা শক্তি, সেইরূপ শক্তির অব্যক্ত অবস্থা নৈষ্কর্ম্য বা জ্ঞান। জ্ঞানই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে বা জ্ঞানে শক্তি আছেন। সেই শক্তি যতক্ষণ কর্ম্ম না করেন ততক্ষণ অব্যক্ত। ততক্ষণ শক্তি শক্তিমান্ এক। এই অবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। এই অবস্থায় শক্তির অস্তিত্ব নাস্তিত্ব উভয়ই অনির্ব্বচনীয়। কর্ম্ম আরম্ভ হইলেই শক্তির অস্তিত্ব। অজ্ঞান আরম্ভ হইলেই জগৎ আছে বলিতে হইবে। জ্ঞানে জগৎ নাই। প্রণবে এই ভাবটি আছে।

প্রণব ধনু, আত্মা শর এবং ব্রহ্মই লক্ষ্য। বেদান্তে অধিকারী সকলে হয়না। অধিকারী হইতে হইলে (১) নিষিদ্ধকর্ম্মত্যাগ, (২) শাস্ত্রবিহিতকর্ম্ম পালন, (৩) প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্তের পূর্ব্ব সঞ্চিত মল ক্ষয় করিয়া চিত্তশুদ্ধি, (৪) উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা, (৫) নিত্য কি, অনিত্য কি বিচার, (৬) এই জগতের বা অন্য জগতের সমস্ত ভোগ কামনা ত্যাগ, (৭) মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, শীত উষ্ণাদি সহ করা, আত্মাতে অবস্থান জন্য বিষয়রতি

ত্যাগ, গুরু ও বেদান্ত বাক্যে অটল বিশ্বাস, আত্মাতেই চিত্ত সমাধান, (৮) আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত হইবই এই নিশ্চয় বোধ, শেষে গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি বিচার—ইহাই বেদান্তের তপস্যা।

এত করিতে হইবে তবে আর হইল না এরূপ হতাশোক্তি জম্বুকধর্ম্মী মনুষ্যের। কিন্তু যাঁহারা জানেন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যতই কেন দুরূহ হউক না ইহা করায় সুখ আছে—হে আত্মদেব, হে ঈশ্বর, তুমি প্রসন্ন হও, আমি বর্ণাশ্রম মত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তোমার আজ্ঞা মত চলিতে প্রাণ পণ করিতেছি—হইবে কি না হইবে জানি না, ফল পাইব কি না পাইব ইহার বিচার আমি করিব না—আমি কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তোমার আজ্ঞা বলিয়া,তোমার সন্তোষ জন্য করিয়া যাইব—এখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই হইবে এই ভাব লইয়া যাঁহারা শাস্ত্র মত কার্য্য করিবেন শ্রীভগবান্ তাঁহাদের উপর কেন না প্রসন্ন হইবেন?

যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহাদের জন্য এই আলোচনা করা হইল। এখন যে কয়টি দিন আছে সেই কয় দিনের জন্যও লাগিয়া পড়া আবশ্যক। শাস্ত্রীয় কর্ম্মারম্ভে বিলম্ব উচিত নহে। ইতি।

মীরাকহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।



যদি ফল মূল খাইয়া থাকিলেই হরি মিলিত তবে, অনেক বাদুড়বাঁদরের হইয়া যাইত; যদি শুধু দুধ খাইলে হরি মিলিত তবে অনেক গোমেষবৎসের হইত, যদি স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িলেই হরি মিলিত তবে অনেক খোজার হইত, যদি শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস চালনায় হরি মিলিত তবে অনেক সর্পের হইত। মীরাবাই বলেন বিনা প্রেমে হরি মিলিবেনা।

প্রেম কিরূপে হইবে? অনেকে বলেন প্রেম অহৈতুক। কোন সাধনায় ইহা মিলেনা। তবে মানুষ কি করিবে?

ভক্তিতে হয়। ভক্তি ও প্রেম এক পর্য্যায়ের বস্তু। একটু প্রভেদ আছে। আমরা পরে দেখাইব।

ভক্তিতে ভগবান্ পাওয়া যায় শুনিয়া অনেকে বলেন ভক্তি কিরূপে হয়? এখানেও বহুলোকে আমাদিগকে হতাশ করিয়া দেন। অনেকে বলেন ভক্তির কোন সাধনা নাই। শাস্ত্র কিন্তু ইহা বলেন না। শাস্ত্র বলেন ভক্তির সাধনা আছে। শ্রীভগবান্ শবরীকে ভক্তির সাধনা বলিয়াছেন। আমরা অন্যস্থানে (গীতাপরিচয় গ্রন্থে) ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। অন্যান্য বহু শাস্ত্রেও ভক্তির সাধনা দেখা যায়।

আমরা এই প্রবন্ধে শুধু শাস্ত্র আশ্রয় না করিয়া যুক্তির দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব কিরূপে ভক্তি হয়।

যদি কোন মানুষকে আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভালবাসি, যদি তাঁহার একখানি ছবি লইয়া নিরন্তর তাঁহাকে দেখি, ছবিকে সাজাই, ছবিকে পাখা করি, ছবির কাছে খাদ্য দ্রব্য ধরি, ছবি খাইয়াছে মনে ভাবিয়া প্রসাদ খাই, কখনও খাইল না ভাবিয়া উপবাস করি, ছবির জন্য মালা গাঁথি, আর ছবি সাক্ষাতে আসিয়া পরিলনা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মালা গঙ্গায় ভাসাইয়া দি, ছবির জন্য স্বহস্তে শয্যা রচনা করি আর নিজে মাটীতে শয়ন করি, সে আপনি আসিয়া শুইতে বলেনা বলিয়া আর শয্যার পারিপাট্য না করি, যদি ছবির জন্য আমি সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের আরাম ত্যাগ করি, খাওয়ায়, শোয়ায়, গল্প করায় যাহাতে ইন্দ্রিয় আরাম পাইতে চায় তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করি, কঠোর করি—যদি কোন লোকের ছবি পাইয়া—সেই ছবি অবলম্বন করিয়া আমি সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জ্জন দি—আর যদি কেহ আমার উপাস্য ব্যক্তিকে বলে, দেখ অমুক ব্যক্তি তোমার একখানা ছবি লইয়া এইরূপ এইরূপ করে, তবে আমার উপাস্যের মনে কি হয়? নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হয়—আহা! এ ব্যক্তি আমার জন্য এত করিতেছে, নিশ্চয়ই ইহাকে আমি দেখিব। তখন তিনি আমায় দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না।

আর যদি আমি শ্রীভগবানের প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া তাঁহার উদ্দেশে ক্লেশ করি—"অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি" এই ভগবৎ বাক্য অনুসারে ইন্দ্রিয়ের আরামকে আমার প্রিয়সঙ্গ লাভের প্রধান অন্তরায় মনে করি—যদি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখকে ভগবানের জন্য ত্যাগ করি, নিদ্রাতে ইন্দ্রিয়া-

রাম হয়—শরীর রক্ষার জন্য সামান্য নিদ্রা মাত্র রাখিয়া জাগিয়া জাগিয়া তাঁহার নাম করি, সামান্য রূপে প্রাণধারণ মাত্র অবলম্বন করিয়া যাহা খাইতে রুচি লাগিত তাহা আর না খাই, শ্রীভগবানের জন্য ক্লেশ করিয়া ব্রত উপবাসাদি করি, লোকে করে বা করিতে হয় বলিয়া একাদশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি না করিয়া তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া শত-প্রকার ক্লেশ করিতে করিতে—তাঁহাকে জানাইয়া ক্লেশ করি, যদি বলি কোথায় আর যাইব, কি আর দেখিব, কি আর খাইব, কেন আর শয্যার পরিপাটী করিব তোমায় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আর ইন্দ্রিয়ের আরাম করিবনা—তোমায় জানাইবার জন্যই আমি পূর্ব্বাভ্যাস সুখ ত্যাগ করিয়া ক্লেশই করিব—এই ভাবে যদি আমি দিনের পর দিন কাটাই তবে কি তিনি জানিতে পারেন না? তাঁহাকে ত আর লোকের মুখে জানিতে শুনিতে হয় না, তিনি ত সর্ব্বদ্রষ্টা, তিনি ত অন্তর্য্যামী তিনি কি ইহাতে আসেন না? তিনি ত দয়াময়, তিনি ত পাপী তাপীর সখা, তিনি ত কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব, তিনি ত দীনের বন্ধু—তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করেন। শত শত লোককে কৃপা করিয়াছেন—করিতেছেন—এই সমস্ত লোকই তাঁহার কৃপার পরিচয় দেয়।

তাঁহার জন্য ক্লেশ করিয়া যখন খাইবনা বলিয়া আহারসংগ্রহচেষ্টা ত্যাগ করি তখন যদি কেহ অযাচিত ভাবে খাদ্য আনিয়া দেয় তবে কি মনে হয়? মনে কি হয় না তুমি আনিয়া দিয়াছ। তখন কি চক্ষে একটু জল দেখা দেয়না? যখন বিপদে পড়িয়া হাহাকার করি তখন দেখি কে আসিয়া উপযাচক হইয়া ভালকথা শুনাইয়া দুঃখ দূর করিয়া দিয়া গেল—এ দেখিয়াও কি মনে হয় না তোমার জন্য ক্লেশ করিলে তুমি সহিতে পার না—নানা উপায়ে ক্লেশের লাঘব করিয়া দাও। এইরূপে তোমার ভালবাসার অনুভব হয়। তোমার জন্য ইন্দ্রিয়ারাম ত্যাগ করিলেই তোমার ভালবাসা অনুভব করা যায়—তোমায় ভালবাসিয়া তোমার উপর অভিমান করিলেই তুমি বহু উপায়ে মান ভাঙ্গাও—ইহাই তোমার ভালবাসার অনুভব। ভালবাসার অনুভবই ভক্তি।

ভক্তিতে আমি তোমার। তোমার জন্য আমি সমস্ত আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিব—তোমার জন্য আমি সব বিলাসিতা ছাড়িব—তোমার জন্য আমি লোকের সহিত কথা কওয়া ত্যাগ করিব—তোমার জন্য আমি পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইব—তুমি অবশ্যই জানিবে আমার দুঃখ কি? কি আমি চাই? তুমি ভিন্ন কিছুতেই

আমি আরাম পাইনা—তাই তোমার উদ্দেশে আমি সব ক্লেশ সহিয়া যাই লোকের গঞ্জনা লোকের উপহাস আমি চন্দনের মত অঙ্গের ভূষণ করিয়া লই—ব্রত উপবাস সমস্তই করি তোমারই জন্য, তোমায় পাইব বলিয়া। তুমি ভিন্ন আমার যে গতি নাই। তুমি ভিন্ন আমার যে কথা কওয়ার লোক নাই।

এই পর্য্যন্ত ভক্তি। তার পর প্রেম। আমি তোমার, ইহা ভক্তি। তুমি আমার, ইহা প্রেম্।

আমার ক্লেশ দেখিয়া যখন তুমি দয়া কর, আমার ক্লেশ যখন তোমায় কাতর করে, আমার যাতনা যখন তোমায় যাতনা দেয়, তখন নিশ্চয়ই তোমায় আসিতে হয়। নিশ্চয়ই তুমি দেখা দাও। কতলোককে যে দিয়াছ। দেখা দিয়া একটু জুড়াইয়া দিয়া আবার কোথায় চলিয়া যা'—আবার আমার যাতনা বাড়ে। আবার আমি কাঁদি, আবার ডাকি, তুমি আবার এস, তুমি আবার যাও। আমি যখন তোমার বিরহে বড়ই কাতর হই—নিরন্তর যাতনা পাই, তখন তুমি আমার যাতনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া আমার জন্য নিতান্ত ক্লেশ পাও। তখন আমার কাছে আসিলে, আমার ক্লেশ দূর করিলে তবে তোমার ক্লেশ দূর হয়। তখন আমাকে পাইলে তোমার আনন্দ—তোমার স্বস্বরূপের স্ফুরণ হয়। আমার দুঃখেই তোমার স্বরূপকে তোমার আনন্দকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। আমায় পাইয়া তোমার দুঃখ দূর হয়, তুমি আমার ভক্তি ডোরে বাঁধা পড়। আমার বশ তোমায় হইতে হয়। আমি ডাকিলেই তোমায় আসিতে হয়—আমি সেবা দিতে চাহিলে তোমায় সেবা গ্রহণ করিতে হয়—তখন তুমি আমায় ভালবাস। আমি তোমায় ভালবাসিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতাম—তোমার জন্য সমস্ত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিতাম, শত কষ্ট সহ্য করিতাম, শত বাধা মাথায় তুলিয়া রাখিতাম এখন তুমি আমায় ভাল বাসিয়া আমার জন্য তাই কর। পূর্ব্বে আমি তোমার বশ ছিলাম এখন তুমি আমার বশ হও। আমি বশ হইয়াছিলাম ভক্তি করিয়া, তুমি বশ হও প্রেমে। আবার বলি যতদিন তোমার জন্য আমার ক্লেশ, ততদিন আমার ভক্তি, আর যখন আমার জন্য তোমার ক্লেশ, তখন হইল প্রেম। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া শেষ করি।

শ্রীকৃষ্ণ আজ রাধাকুণ্ডের তীরে। কখন উঠিতেছেন কখন বসিতেছেন, কখন মাটীতে পড়িতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আজ বড়ই যাতনা পাইতেছেন,

নিকটে সুবল। সুবলের ত কোন দোষ নাই। সুবল এক ছড়া চম্পকের মালা আনিয়া দিয়াছিল। শ্রীমতী দিয়াছিলেন। হাঁসিতে হাঁসিতে মালা পরিয়া শ্রীকৃষ্ণের একি হইল ? সুবল শেষে শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীমতীর দিবা অভিসারের চেষ্টায় গেল।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ছার জীবে কি জানে ? কথাটী বড় মূল্যবান্। কাম ভিন্ন যাহারা অন্য কিছুই বুঝিতে পারেনা তাহারা কি করিয়া ধারণা করিবে শ্রীভগবান্ আবার কাতর কার জন্য ? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক আজ কার জন্য ধূলায় পড়িয়া ? কার জন্য আজ বাঁশী একঠাঁই আর চূড়া একঠাঁই ? যিনি শুধু আনন্দ—যাঁহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, যিনি চিদ্‌ঘন—যাঁহাতে অজ্ঞানের অ পর্য্যন্ত নাই তিনি আজ একি করেন ? তবে সব কি কপটতা ? না না তা হইবে কেন ? যে ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছে—কুল, শীল, মান, সব ত্যাগ করিয়াছে—যে শ্রীহরির জন্য গুরু-গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা করিয়াছে শ্রীভগবান্ তাহার সমস্তই যে গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তের সমস্ত ব্যাকুলতা ভগবান্ যে গ্রহণ করেন। তাঁহার অবতার গ্রহণও যে ভক্তের কথা রক্ষা জন্য।

"তেষাং বচঃ পালয়িতুম্ অবতারাঃ কৃতা ময়া" এ যে ভগবানেরই উক্তি। তিনি প্রেমময়। প্রেমতত্ত্ব যিনি কিছুমাত্র জানিয়াছেন তাঁহার, ভক্তের জন্য শ্রীভগবানের ব্যাকুলতা কেন হয়, একথা বুঝিতে কোন ক্লেশ নাই। শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণের কথা ত স্বতন্ত্র। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাগলিনী—শ্রীরাধিকার উন্মাদিনী ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ ভাবে ভাবিত কেন না হইবেন ? জবার বর্ণ শুদ্ধস্ফটিকে কেন না প্রতিফলিত হইবে ? বিশুদ্ধ দর্পণে যাহা পড়িবে দর্পণ সেইরূপে কেননা রঞ্জিত হইবে ? শ্রীভগবান পরমপ্রেমিক বলিয়াই প্রেমের লীলা তাঁহাতে হইয়াছে, হইতেছে, হইবে।

সুবল বড় ব্যাকুল হইয়া চলিয়াছেন। অগ্রেই জটিলার সহিত দেখা করিলেন। এইমাত্র সুবল গিয়াছে এখুনি বিষাদমুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিল কেন ? বাছুরী হারাইয়াছে—কতস্থানে খুঁজিতেছি তারে পাইতেছিনা। রবির উত্তাপে বড়ই ক্লেশ পাইয়াছি। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে একটু জল দাও।

সুবল! শ্রীমতী সুবলকে মধুর করিয়া ডাকিতেন সুবলা—কখন বলিতেন

সুফলা। শাশুড়ী বধূকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন। বধূর ডাকের মত শাশুড়ীও অজ্ঞাতসারে ডাকিয়া ফেলিতেন। জটিলা বলিতেছেন সুবলা! তুই ত ঘরের ছেলে। বধূ রন্ধন শালায়—তুই যা—গিয়া জল পান কর। সুবল তাই চায়। সুবল চলিয়াছে। জটিলা আবার ডাকিল। বলিল সুবলা এক কর্ম্ম কর—নূতন কাপড় দিতেছি তাই পরিয়া যা। তোর কাপড়ে কৃষ্ণ-অঙ্গের গন্ধ আছে। বধূ সেই গন্ধে উন্মাদিনী হইবে। তুই কাপড় ত্যাগ করিয়া যা। সুবল তাহাই করিল। কিন্তু কাপড় ত্যাগ করিলে কি হয়—মনে যে কৃষ্ণগন্ধ, বিশেষ আজ।

সুফলা রন্ধন শালায় গিয়াছে। শ্রীমতী দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতেছেন। প্রথমেই আত্মকথা কহিতেছেন। সুবলা দেখ্ আমার ক্লেশ দেখ্—আমি কালমেঘের পানে চাইতে পাইনা—নীল সাড়ী পরিতে পাইনা কাল কোকিলের ডাক শুনিতে পারিনা। আমার সকল বিষয়ই তিরস্কার। সুবলা, আমার কাদিবার যো নাই। রন্ধনশালায় ধূঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদি। সুবল! আমিত জনমদুঃখিনী কিন্তু তুই আজ এমন কেন? বল্ বল্ আমার বঁধুর সংবাদ বল্—সে যে আমার জন্য অস্থির হইয়াছে আমি যে আর থাকিতে পারিনা। সুবলা তুই উপায় কর্ আমি দিবা অভিসার করিব।

তাহাই হইল। সুবলের ধড়া চূড়া রাধার অঙ্গে উঠিল। সীঁতার সিন্দুর ঘুচিল, হাতের কঙ্কণ সুবলের হাতে উঠিল। আর শ্রীমতী সুবল সাজিলেন। শ্রীমতী ও সুবল একরূপ দেখিতে। সব ঠিক ঠিক হইল তবুও যে হইলনা সুবল? আমার আপন অঙ্গ আমার বাদী হইল। সুবল তাহারও ত উপায় করিয়া আসিয়াছে। বাছুরী খুঁজিতে ত আসিয়াছে। রাধারূপে সুবল রহিল রন্ধনশালায়, আর সুবলরূপে বাছুরীকোলে রাধা চলিলেন দিবা অভিসারে।

কোন বাধা আর রহিলনা। তথাপি জটিলার কাছ হইতে বিদায় লইতে একবার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চকিতে বেশধারিণী বিদায় লইলেন, আসিলেন রাধাকুণ্ডে।

রাস্তা অনেক খানি। মাথার উপরে সূর্য্য জ্বালা দিতেছেন। শ্রীমতী কতই ডাকিলেন। শেষে বড় কাতর হইয়া রাধাকুণ্ডে আসিলেন।

দেখিলেন বঁধু ধূলায় পড়িয়া—চূড়া এক ঠাঁই আর বাঁশী এক ঠাঁই। বড়

কষ্ট হইল—আবার সুখও হইল। মনে মনে বলিলেন আমি ত আসিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ বড়ই আত্মহারা। চিনিতে পারিলেন না। চিনিবার অবসর নাই। একবারে বলিয়া উঠিলেন সে কি এলনা সুবল? তুমি কি যেতে পার নাই? তুমি কি দেখা করিতে পার নাই।

শ্রীমতীর রঙ্গ আসিল। সুখ ত হইয়াছে রঙ্গ আসিবেনা কেন? বাছুরী বক্ষেই থাকিল। চূড়া বাঁধাই থাকিল ধড়া পরাই রহিল। শ্রীরাধা টিপি টিপি হাসিলেন—ভগবান্ তাহাও লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

শ্রীমতী তখন বলিলেন আমিত যেতে পারি নাই। স্বরটা একটু যেন মধুর মধুর হইয়া গেল তথাপি শ্রীকৃষ্ণ চিনিলেন না। শ্রীমতী বড় ব্যাকুলতা জানাইলেন। শেষে বলিলেন তোমার কষ্টত দেখিতে পারিনা। না হয় চন্দ্রাবলীকে আনিয়া দি। সেও ত প্রাণের প্রেয়সী বটে? শ্রীমতী হাসিতে-ছেন—শ্রীকৃষ্ণ কোন উত্তর করেন না। সুবলার দিকে চাহিতেও পারেন না। শ্রীমতী আবার তাই বলিলেন। শেষে উত্তর হইল—আহা পিপাসায় প্রাণ যায় অনল পানে কি তিয়াস মিটিবে? আরনা সুবল আমি রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিব—আন জনমে পাব।

কৃষ্ণ ঝাঁপ দিতে যান ঝাঁপ দিতে হইল না। বেশধারী সুবলা বাছুরী ত্যাগ করিয়া আলিঙ্গন করিল—আর রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হবেনা—এই যে আমি এসেচি এই যে তোমার দাসী।

প্রেমের মিলন কামুকে কি করিয়া বুঝিবে? নতুবা কৃষ্ণ-লীলায় লোকে কাম দেখে কেন? তাই বলা হইতেছে ভগবানের জন্য ক্লেশ কর, ভক্তি হইবে, প্রেম পাইবে। এ ত একরূপ।



ক্ষণের স্মরণে।

[প্রাপ্ত]

আমারি কারণে, করুণা সাগর, কতই বেদনা পাও।
ঘুরিয়া ফিরিয়া, এস শতবার, চেয়ে চেয়ে চলে যাও ॥
আঁখি বয়ে পড়ে, বরষার ধারা, তবুও কিছু না বল।
কোমল কুসুমে, বিন্দু বিন্দু দেখি, তোমারি নয়ন জল ॥
আমারে দেখাতে, ঘনমেঘ পাশে, কখন বিজুলী বেশে।
মুখানি খুলিয়া, চাহিয়া চাহিয়া, যাও কেন যেন হেসে ॥
দেখিয়া দেখিনা তবুও ছাড়না, জানাতে তোমার ব্যথা।
প্রকৃতির অঙ্গে লিখ নানা ছন্দে, তোমার অন্তর কথা ॥
শুনিব বলিয়া, প্রতিদিন তুমি, উষার আলোক মাখি।
ক্ষুদ্র পক্ষি-কণ্ঠে, কত কথা কও, যতনে আমায় ডাকি ॥
ভাঙ্গেনাকো ঘুম পারিনা ছাড়িতে, মোহের শয়ন আমি।
অজ্ঞাতে আসিয়া, শিয়রে বসিয়া, তবুও জাগাবে তুমি ॥
দেখিয়া দেখিনা, শুনিয়া শুনিনা, বিষয়ে বিরক্ত চিত।
সংসার ভিতরে, কেবা আছে বল, অভাগী আমার মত ॥
কেন এত কর, কেন এত বল, ব্যভিচারিণীর তরে।
কেন চেয়ে থাক, ছল ছল চ'খে, সতত মুখের পরে ॥
ফিরালে নয়ন, নিমিষের তরে, কত যুগ যেন হয়।
ফিরিয়া আসিয়া সমুখে দাঁড়াও, এও তব নাহি সয় ॥
অনন্ত অসীম, স্নেহ ভরা প্রাণ, কোথায় পেয়েছ তুমি।
কোথা গেলে পাব, বিশাল হৃদয়, তোমার মতন আমি ॥
কি করিলে আমি, আপনা ভুলিয়া, তোমাতে মিশায়ে রব।
আমারই তুমি, তোমারই আমি, জনমের মত হব ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি, বড় ক্ষুদ্র আমি, হয়েছি তোমারি ভাগে।
বিশ্ব বিমোহিনী, মায়াটি সরায়ে মিশাও আপন প্রাণে ॥

———

গীতা—অধ্যাত্মরামায়ণ—যোগবাশিষ্ঠ

গীতা সনাতন ধর্ম্মের সূত্র। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনেরই সূত্র ইহাতে আছে। তথাপি কাল ও পাত্র বিচার করিয়া ইহাতে কর্ম্ম ও ভক্তি অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে—মোক্ষের জন্য। "মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই গীতার শেষ কথা। ইহাই ভক্তি যোগ।

গীতায় যাহা সূত্র, অধ্যাত্ম রামায়ণে তাহাই বিবিধ চরিত্র দিয়া বিশদীকৃত। অধ্যাত্ম রামায়ণেও কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান তিনই আছে। কিন্তু এখানে ভক্তি ও জ্ঞানের একটি অপূর্ব্ব মধুর মিলন দৃষ্ট হয়। যে ভক্ত সদ্য মুক্তি প্রার্থনা করেন তাঁহার জন্য জ্ঞান বিচার—যেমন শ্রীভগবান্ তারা, মহাবীর ও লক্ষ্মণকে এবং ভগবান্ বাল্মীকি কুশকে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। অন্যত্র ভক্তি যোগের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে বিনা ভক্তিতে জ্ঞান লাভ অসম্ভব। একথা গীতাতেও আছে। গীতাতে ইহা কিছু প্রচ্ছন্ন, অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহা কিছু স্পষ্ট। অহল্যার সাধনা, রত্নাকরের তপস্যা, স্বয়ংপ্রভা যোগিনী, শবরী, শরভঙ্গ, কবন্ধ, বিরাধ, তাড়কা ইত্যাদির মুক্তি এবং অগস্ত্য, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতির তত্ত্বালোচনা; কৈকেয়ী, কৌশল্যা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি মার্গের উপদেশ—এই পুস্তকে ইহাই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বিবৃতি।

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর শ্রীমহাবীরের চরিত্র। ইহার কার্য্য—এবং কর্ম্মের পরে জ্ঞানের অপেক্ষা এই বিষয়টি নিত্য পাঠ্য। রামহৃদয় ও রামগীতা সমস্ত বেদের সার।

রামায়ণ যে বেদ ইহা ভগবান্ বাল্মীকি মূলে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার মহাভারত যে রামায়ণের অনুকরণ ইহাও দেবীভাগবতাদি গ্রন্থে ও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়।

রামায়ণ ও মহাভারতে এক প্রকার ঘটনাই ঘটিয়াছিল! করুণ রসোদ্দীপক এমন আর অন্য কিছুই নাই।

রাজ্যনাশো বনে বাসো হৃতা সীতা মৃতঃ পিতা।
একৈকমপি যদ্দুঃখং সমুদ্রমপি শোষয়েৎ॥

রাজ্যনাশ, বনেবাস, ভার্য্যা হরণ বা ভার্য্যা পীড়ন রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান ঘটনা। শ্রীরামচন্দ্র, রাজা যুধিষ্ঠির এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র—ইঁহারা চিরদিন জগতে পুণ্যশ্লোক বলিয়া পরিচিত থাকিবেন। ভক্তি মার্গে যিনি সমাধি লাভ করিতে পারেন জ্ঞানে তাঁহার মুক্তি সহজেই হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য। এই গ্রন্থের উদয়ে আপাত বিবদমান শাস্ত্র সমূহের সামঞ্জস্য হইয়াছে। সাধকের পক্ষে এই গ্রন্থ সর্ব্বদা পারায়ণ যোগ্য। ইহাঁতে সাধনার বিলক্ষণ পুষ্টি হয়। এজন্য কিছু দিন পূর্ব্বে গৃহে গৃহে অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ ও পূজা হইত।

যোগবাশিষ্ঠ সর্ব্বোচ্চ সাধকের শেষ অবলম্বন। শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের ব্যাখ্যার নিকটে আধুনিক প্রতিভার ব্যাখ্যা দাঁড়াইতে পারে না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের উপর প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। জ্ঞান লাভ জন্য প্রধান কর্ম্ম বিচার। যিনি সর্ব্বদা বিচার স্মরণ করিতে পারেন, যিনি সর্ব্বদা বিচার রাখিতে পারেন, আহারে, বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে যিনি আত্মবিচার লইয়া থাকিতে অভ্যাস করিতেছেন তাঁহার মোক্ষ সাম্রাজ্য অতি নিকটে। আত্মার জরা মরণ নাই, আত্মার শোক মোহ নাই, আত্মার আহার নিদ্রা ভয় নাই, আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ—ইহা শ্রবণ করিয়া যিনি মনন করিতে পারিয়াছেন, আত্মা সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার সন্দেহ যাঁহার বিগলিত হইয়াছে—তিনি আত্মধ্যানে সমর্থ। সাধনা যাঁহার পরিপুষ্ট হইয়াছে তিনি বিচারসমাধি লাভ করিয়াছেন। বিচারসমাধিই চেতনসমাধি। ইহাতেই জীবন্মুক্তি।

মা ও ছেলে।

মা—কেন বৎস! নিরানন্দ, কেন মুখে হাসি নাই।
তব ম্লান মুখশশী হেরে প্রাণে ব্যথা পাই॥
ছেলে—তুমি না হাসালে জীবে জীবে ত মা হাসে না।
তুমি না কাঁদালে জীবে জীবে ত মা কাঁদে না॥
মা।—নিজ কর্ম্ম দোষে বাছা! পড়িয়াছ এ সংসার।
মায়া ঘোরে মুগ্ধ হ'য়ে হাস কাঁদ অনিবার॥

ছেলে—মহামায়া নাম ধর, মায়া খেলা খেল তুমি।
যা করাও তাহ করি, তবে কিসে দোষী আমি॥

মা—আমার স্বরূপ তত্ব তুমি বাছা! জান না।
আমারে চিনিলে পরে এত দুখ পেতে না॥

ছেলে—করুণা কটাক্ষে চাহ লইলাম পদাশ্রয়।
দয়া করে ব্রহ্মময়ি! দেও নিজ পরিচয়॥

মা—বেদেতে আমি রে কর্ম্ম, তন্ত্রে শক্তি রূপিনী।
ব্রহ্মকায়া আমি ছায়া বেদান্তের কাহিনী॥

ছেলে—কে প্রকৃতি কে পুরুষ ব'লে দে মা আমারে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য কে করে মা সংসারে॥

মা—যা দেখ আমারই রূপ, সর্ব্ব ঘটে আমি রই।
কখন প্রকৃতি সাজি কখন পুরুষ হই॥

ছেলে—বিপদে পড়িয়ে তারা! ডাকি তোরে বারে বারে।
তবে কেন পদে পদে পাই দুখ এ সংসারে॥

মা—সম্পদেতে মত্ত হ'য়ে মোরে বাছা! ভুলে যাও।
এ সংসারে পদে পদে তাই এত দুখ পাও॥

ছেলে—কি করিলে বল্ মা তারা ভবদারা ত্রিনয়না।
লভিব মা মোক্ষপদ ঘুচে যাবে যন্ত্রণা॥

মা—আত্মসমর্পন বাছা! ভক্তিভরে কর মোরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দিব তোরে॥

ছেলে—তোমারই শরণাগত, তোমা বই আর জানি না।
বুঝিনা মা ধর্ম্মাধর্ম্ম, বুঝিতেও চাহি না॥

মা—যে জন একান্ত মনে আমারই শরণ লয়।
লভে সেই মোক্ষপদ ঘুচে তার ভব ভয়॥
বৃথা শোক বৎস! তব, শোক কর পরিহার।
দিব তোরে চির শান্তি ভবার্ণবে করি পার॥

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মপুরী—ব্রহ্মময়ী নিকেতন।

অজপা ফুরালে তব লয়ে যাব সেই স্থান॥

ভবের হাটে, ভবের নাটে, ফুরালে ভবের খেলা।

মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে, জুড়াবেপ্রাণের জ্বালা॥

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
মেদিনীপুর।

রেজেষ্টরী নং A 362

তৃতীয় বর্ষ]　　১৩১৫ সাল, কার্ত্তিক।　　[৭ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী।

কাশীধাম; মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা

সসীমে অসীম।



ব্যর্থ আশা রুদ্ধ দ্বার পূজা সাঙ্গ বলে—
'ক্ষুব্ধ মনে মোরে তারা ফিরাইয়া দিলে,
নম্রাধরে চুম্বি সেথা মৃত্তিকার রেণু।
শূন্যমনে ব্যাকুলিত ফিরে ঘরে এঁনু।
নয়নের স্বার্থকতা শ্রবণে পুরিয়া
নিক্কণিত মঞ্জীরের মধু চয় নিয়া,
সে ধ্যান—সে শব্দ, শুধু সঙ্গীতের পারা,
প্রসব—এ চিত্র মোর করি' আত্মহারা,
চিত্রিল এ বিশ্বে চারু স্বপনের রেখা।
সসীমের সনে তাই অসীমের দেখা।

বিবিধ।

(১)

কতকগুলি অন্তঃপুর মহিলা একস্থানে সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন আমরা যেমন শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম কি? বহু প্রকার তর্ক বিতর্কের পর একজন বিদুষী গোস্বামী তুলসী দাসের মত সমর্থন করিয়া বিষয়টি মীমাংসা করেন।

উত্তম পতিব্রতা তিনিই যিনি "স্বামী মাত্র পুরুষ অন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক সকলেই প্রকৃতি" এই তত্ত্বটি বুঝিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করেন। স্বামী বা গুরুর নিকটে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। মধ্যম পতিব্রতা অন্য পুরুষের সহিত পিতা বা পুত্র সম্বন্ধ রাখেন। অধম স্ত্রীলোক স্থান কাল পাত্র পাইবার সুযোগ অভাবে কুলরক্ষা করে। আর অধমাধম স্ত্রীলোক, স্বামীকে কোন প্রকারে ভুলাইয়া রাখিয়া অন্য পুরুষে হৃদয়ের স্নেহ রাখে। যে সব স্ত্রীলোক স্বামীকে অবজ্ঞা করে তাহারা জন্মে জন্মে বিধবা হয়। স্বামীকে অবজ্ঞা করাই স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ বৈধব্যের কারণ।" সকলে এই কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিল। শেষে এই নিশ্চয় হইল যে সমস্ত স্ত্রীলোক পতিব্রতা-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করেনা তাহারা কুক্কুরী বা শুকরী।

(২)

"পরস্ত্রী মাতেব" এই মত কার্য্য করাই পুরুষের হৃদয় নির্ম্মল রাখিবার মহৌষধি। আর স্ত্রী জনের হৃদয় অব্যভিচারী রাখিবার মহৌষধি "আমার স্বামী মাত্রই পুরুষ অন্য সমস্তই প্রকৃতি"। কাজেই অন্য কাহারও সহিত আমার প্রয়োজন নাই। স্বামী ও ভগবান এক মনে রাখিয়া সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম জপ করা এবং ব্যাবহারিক জগতের প্রতি বস্তু দেখিয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে অভ্যাস করা ইহাই ভয়ঙ্কর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার সহজ উপায়। মীরা বলিতেন বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ নন্দলাল—আর যত পুরুষ বা স্ত্রীলোক আছে সকলেই প্রকৃতি। কথাটি পূর্ণ সত্য। আত্মজ্ঞান যাহার নাই তাহার আকৃতি পুরুষের হইলেও সে বাস্তবিক স্ত্রীলোক। এরূপ ব্যক্তি স্ত্রীর আসক্তিতে পড়িয়া পূর্ণভাবে প্রকৃতিত্বই প্রাপ্ত হয়। যেমন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান নিরন্তর গরুর সঙ্গে থাকিতে থাকিতে গরুর সহিত কথা কহিতে কহিতে, একরূপ গোত্ব প্রাপ্ত হয় অথবা বালকদিগের সহিত শিক্ষক নিরন্তর বালকের সঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ বালক হইয়া পড়ে সেইরূপ।

(৩)

কি স্ত্রী কি পুরুষ শত দোষে দুষিত হইলেও আবার ভাল হইতে পারে। অন্য অভিলাষ ত্যাগ করিয়া এবং আমি বহু অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি এই ভাবিয়া যখন তাহারা ভগবানের নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে নাম জপ অভ্যাস করেন—আমার আর কেহ নাই—কেহই আমায় রক্ষা করিতে পারে না এই ভাবটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া যে কেহ কাতর ভাবে সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যে হরি হরি করিতে পারিবেন তিনি এই ভব সংসার সাগর পার হইতে পারিবেন। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন কলিকালে জীবের অন্য কিছুই করিবার আর সামর্থ্য নাই। যাঁহারা অন্য অন্য সাধনা করেন তাঁহারাও ঐ সমস্ত সাধনা সাহায্যে যাহাতে সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে স্মরণ রাখা যায় ইহারই অভ্যাস করেন। সাধনার সময় শ্রীভগবানের কাছে বসিয়া আছি এবং ব্যবহার কালে সর্ব্ব জীবের মধ্যে আপনার সাধনার বস্তুই অনুসন্ধান করিতেছি—সকল মানুষে সকল পুরুষে সকল স্ত্রীতে, শত্রুতে মিত্রে, সকল পশু পক্ষীর আকারে, কথাতে, নদীতে আকাশে, বৃক্ষে, বৃক্ষ পত্রে, চন্দ্রে সূর্য্যে, মেঘে তারাতে—সর্ব্বস্থানে যিনি সাধনার বস্তু দেখিতে বিস্মৃত না হয়েন তিনিই যথার্থ সাধক।

(৪)

কোন প্রকার কর্ম্ম করাতে যেমন "আমি করিতেছি" "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান আছে সেইরূপ কোন কিছু না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাতেও "আমি করিতেছি না" "অহং অকর্ত্তা" এই অভিমান আছে। উভয় অভিমানই বন্ধের কারণ। এই জন্য শ্রীভগবান্ গীতার ৪।১৮ শ্লোকে বলিতেছেন যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগযুক্ত এবং তাঁহারই সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে। অকর্ম্ম অবস্থা—তুষ্টীভাবে থাকা অবস্থা ও বন্ধের কারণ এই শ্লোকটিতে তাহা ধরা পড়ে। সেই জন্য অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই উচিত।

প্রকৃতি কে ?

যত পুরুষ সব তুমি, যত স্ত্রী সব ইনি। তোমাদের দুজন ছাড়া আর জগতে কিছুই নাই। অনন্ত ফণারূপী সহস্রার তলে প্রকৃতি পুরুষ দেখিয়া দেবর্ষি নারদ ইহা বলিয়াছেন। কি বুঝিলাম ইহাতে ? প্রকৃতি ও পুরুষ কি স্বতন্ত্র না এক ? এক হইলেও কি সর্ব্বতোভাবে এক না কোন পার্থক্য আছে ?

ভগবান্ বশিষ্ঠ বুঝাইতেছেন :—

পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু প্রথমেই অজ্ঞান কল্পনা করিলেন। চিৎ ও অজ্ঞান একত্রে মিশিল। অজ্ঞানোপহিত এই চিৎই প্রকৃতি।

কি বোঝা গেল ? সচ্চিদানন্দ প্রভু যিনি তিনি চৈতন্য, তিনি জ্ঞান, তিনি চিৎ। এক অখণ্ড চিৎ- এক অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য আছেন আর কিছুই নাই। প্রভু অজ্ঞান কল্পনা করিলেন।

এই অজ্ঞান কল্পনা কিরূপ ? "অখণ্ডই আছেন„ এই শুদ্ধ অনুভূতিটি জ্ঞান। অনুভূতির স্বস্বরূপটি অখণ্ড। ইহা অখণ্ড, ইহা অপরিচ্ছিন্ন, ইহা ঋত। ইহা ভাষায় প্রকাশ হওয়াই অখণ্ডের খণ্ডত্ব। জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি কল্পনা করিলেন "আমি আর কিছু"। "আমিই আছি" আপনাকে আপনি জানাই জ্ঞান। এই জ্ঞান কল্পনা করিলেন "আমি আর কিছু।" এই কল্পনা মিথ্যা, এইটি অজ্ঞান। "আমি আর কিছু" এই অজ্ঞান রূপ যে জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান ইহাই মায়া।

কল্পনা কি ব্রহ্মে সম্ভব ? কুপ সামর্থ্যে। সর্ব্বশক্তি তাঁতে আছে। মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক তাঁহার কল্পনা ও সেইরূপ স্বাভাবিক। তাঁহার স্বভাব ও স্বাধীনতা এক। যিনি স্বাধীন তিনি কল্পনা করেন কোন্ কারণে ? এই প্রশ্ন করিলে তাঁহাকে স্বাধীন বলা যায় না, তিনি কারণের অধীন হন। তাই বলা হইল চিৎ ও অজ্ঞান একত্রে মিশিল। কি বুঝিলাম ? জ্ঞান অজ্ঞানে মিশিল। "আমিই আছি" এই জ্ঞান "আমি আর একটা কিছু" এই ভান করিলেন।

জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি অজ্ঞান ভান করিলেন। এই অজ্ঞানোপহিত চিৎই প্রকৃতি—এই "আমি আর কিছু" রূপ কল্পনা বিশিষ্ট যে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম তিনিই প্রকৃতি।

তবে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই চিৎ। পুরুষ শুদ্ধ চিৎ এবং প্রকৃতি অজ্ঞানোপহিত চিৎ—এই প্রভেদ।

মায়া বা উপাসনা কি মিথ্যা ? শ্রদ্ধা ন জায়তে ক্বাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো ! মিথ্যা বস্তুতে শ্রদ্ধা কখন হয় না দেবী উপাসনাটা মায়াশ্রিত ইহাই আমি শুনিয়াছি। পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন :—

নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে ক্বচিৎ। সুমুখি ! আমি কখন মায়াকে

উপাসনা করিতে বলি নাই। "মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যং উপাস্যত্বেন কীৰ্ত্তিতম্।" মায়া উপহিত চিৎকেই উপাসনা করিবে ইহাই বলিয়াছি। অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য লক্ষ্য করিতে করিতে শুদ্ধ চৈতন্য যিনি—যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁহাতে পৌছিতে পারিবে। চৈতন্যের মলিনতাটাই দৃশ্য প্রপঞ্চ। এই মলিনতা সরাইতে পারিলেই শুদ্ধ চৈতন্য প্রকাশিত হইলেন ইহাই প্রকৃতি তত্ত্ব। তবে যে বলা হয় প্রকৃতি অনাদি? মায়াত অনাদিই বটে কিন্তু অনন্ত নহে। ব্রহ্ম কিন্তু অনাদি ও অনন্ত। তবে প্রকৃতি যখন অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য মাত্র এবং ঐ চৈতন্য মাত্রই উপাসনার বস্তু তখন সৰ্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এজন্য সৰ্ব্বজীবে এমন কি সৰ্ব্বপদার্থেই শ্রীভগবানের স্মরণ করাই সহজ সাধনা।

ব্রহ্ম—ঈশ্বর—জীব।

ব্রহ্ম কি তাহা বলিবার কেহ নাই। তিনি চিন্তার বিষয় নহেন। চিন্তা মাত্রই পরিচ্ছিন্ন। চিন্তা অপরিচ্ছিন্নের সীমা করিবে কিরূপে? তাই বলা হইয়াছে "যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি।" বেদও তাঁহাকে জানেন না। মন তাঁহাকে ধরিতে গেলে কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে; বাক্যের সেখানে কোন প্রভাব নাই।

ব্রহ্ম আছেন এই মাত্র বলা যায়। ব্রহ্ম পাওয়া যায় ইহা ভুল কথা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যায় ইহাই ঠিক। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান।

জানিবার জন্য উপায় নিৰ্ব্বিকল্প সমাধি বা নিরোধ সমাধি। তবে যে শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণে বলিতেছেন তিনি সৎ—তিনি চিৎ—তিনি আনন্দ ইহা কি? যিনি নিৰ্ব্বিশেষ তাঁহার বিশেষণ দেয় কে? নিগুর্ণ ব্রহ্ম স্বস্বরূপে সৰ্ব্বদা অবস্থান করিয়াও স্বগুণ মত যখন হয়েন তখন ব্রহ্ম অবস্থা, তিনিই প্রকাশ করেন। স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশবাক্য সচ্চিদানন্দ। তুমি আমি যে বলি তিনি সচ্চিদানন্দ ইহা কথার কথা---ইহা শোনা কথা—অনুভব করিবার কেহ নাই। স্মরণ অনুমান মাত্র।

ব্রহ্ম ইচ্ছা শূন্য অবস্থা। ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই। যিনি সৰ্ব্বাত্মা তাঁহার আবার ইচ্ছা কি? যিনি পূর্ণ, কি নাই তাঁহার যে তিনি তাহা পাইবার ইচ্ছা করিবেন?

পরমাত্মার কোন ইচ্ছা নাই, কারণ তিনি পূর্ণ তাঁহার কোন অভাব নাই। কোন গুণ নাই কারণ গুণ মাত্রই পরিচ্ছিন্ন—যিনি অপরিচ্ছিন্ন তাঁহাতে কোন গুণ নাই —তিনি গুণাতীত। কোন রূপ তাঁহার নাই, কোন আকার নাই—নেতি নেতি বাক্য দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় মাত্র।

ইচ্ছা শূন্য অবস্থা যেমন ব্রহ্ম, সেই রূপ স্বাধিন ইচ্ছা যাঁহার তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। ইহা স্বভাবতঃ হয়। তবে যে তাঁহাকে সৃষ্টি কর্ত্তা বলা যায়? তিনি কর্ত্তাও নহেন, অকর্ত্তা ও নহেন, আবার কর্ত্তা ও বটেন অকর্ত্তা ও বটেন। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করেনা কিন্তু চুম্বকের নিকটে লৌহ আকৃষ্ট হয়। ইহা স্বভাব।

যিনি ক্রিয়া করেন তিনি কর্ত্তা। চুম্বক ক্রিয়া করেনা বলিয়া অকর্ত্তা। কিন্তু চুম্বক সন্নিধানে লৌহ আসিলে ক্রিয়া হয় বলিয়া অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা। ফলে কর্ত্তা ঈশ্বর। ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছার অবস্থা।

ঈশ্বর স্বাধীন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। যিনি স্বাধীন তিনি কেন সৃষ্টি করেন তাহা কে বলিবে? জগৎ সৃষ্টির কোন কারণ নাই। যিনি স্বাধীন তাঁহার কার্য্যের যদি কারণ আছে বল তবে বলিতে হইবে তিনি ঐ কারণের অধীন। তবে আর তাঁহার স্বাধীনতা রহিল কোথায়?

ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা জগৎ রচনা করেন, পালন করেন আবার লয় করেন। তিনি ইচ্ছা করিতেও পারেন আবার নাও করিতে পারেন। কেন করেন তাহার কোন কারণ নাই।

ঈশ্বর ইচ্ছা-স্বাধীন, তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি মায়াধীশ, জীব কিন্তু ইচ্ছা-বদ্ধ, মায়াধীন। যে অধীন তাহার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই। ঈশ্বরের শক্তি আছে তিনি শক্তি দ্বারা ইচ্ছাকে আয়ত্ত রাখিয়াছেন। এই তাঁহার স্বাধীনতা। জীব শক্তি উপার্জ্জন করিতে পারিলেই ইচ্ছার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে ইচ্ছাকে আয়ত্ত করিতে পারে। শক্তি উপার্জ্জনের জন্যই শক্তির উপাসনা। সকল মনুষ্যই শাক্ত। মনুষ্য ইচ্ছার অধীন বলিয়া তাহার শক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়। খণ্ড শক্তি অখণ্ডশক্তির ধ্যান করিতে করিতে যখন অখণ্ডতে মিশিয়া যায়, বিন্দু যখন সিন্ধুতে মিশিয়া যায়, তখন বদ্ধ জীব মুক্তি লাভ করে। চিত্ত যাহা চিন্তা করে তাহাতেই তদাকার—কারিত

হইয়া যায়। চিত্ত অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম বলিয়াই অখণ্ড চিন্তা করিতে করিতে অখণ্ড আকারে আকারিত হইয়া যায় ইহাই জীবের শিবত্ব। ইহাই বদ্ধইচ্ছার স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

এইজন্য জীবের ভূ-ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য লোকব্যাপী ঈশ্বরের অখণ্ড-শক্তির উপাসনার ব্যবস্থা। এই জন্যই যিনি জলে বৃক্ষে লতায় রসরূপে, পাষাণ মৃত্তিকায় জ্যোতিরূপে, জীবমধ্যে প্রাণরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান সেই ভর্গের-সেই বরণীয় ভর্গের চিন্তা করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত উপাসনা।

এতদ্ভিন্ন যে উপাসনা তাহা উপাসনা নহে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে। ঈশ্বর তত্ত্ব ধারণার শক্তি যাহাদের নাই তাহাদের জন্য প্রার্থনা। ঈশ্বর আছেন--তিনি পবিত্র--তাঁহার পবিত্র নাম আমায় পবিত্র করুক, তিনি আমাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করুন, তিনি আমাকে প্রতিদিন খাদ্য প্রদান করুন, তিনি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন, তিনি আমাকে যেন কোন প্রলোভনের হস্তে নিক্ষেপ না করেন, তিনি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান—এইরূপ প্রার্থনা ভোগ বাসনা ত্যাগে অসমর্থ মানুষের জন্য। যদি জগতের সর্ব্বত্র লোকে প্রার্থনাতেই সুখ পায়, উপাসনায় সুখ না পায় তবে বলিতে হইবে এই কলিযুগ জীবকে সর্ব্বনিম্ন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। এই মনুষ্য যখন উন্নত হইবে তখন উপাসনা শিক্ষা করিবে। খণ্ডচিত্ত তখন অনন্ত সমীপে বসিতে পারিবে। উপাসনার পরে জ্ঞান। জ্ঞানে মুক্তি।

আত্ম প্রতারণা ছাড়া।

নাম জপ কর রস আসেনা, আনন্দ পাওনা। আনন্দ আসেনা বলিয়াই দুঃখ ছাড়েনা। দুঃখ নাই কখন? যখন আনন্দ থাকে।

আনন্দ পাওনা কেন? আনন্দ চাপা পড়িয়া আছে। চাপা দিয়া রাখিয়াছে পাপ। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপদূর কর তবে নির্ম্মল হইবে। বিশুদ্ধ হইয়া নাম কর, রস আসিবে, আনন্দ পাইবে।

নিজে পাপী ইহাত বলিতে চাওনা। পরের পাপ দেখিলে ত খড়্গাহস্ত হও কিন্তু নিজের পাপ দেখিয়া কি আপনার উপর কখন খড়্গাহস্ত হইয়াছ? অন্যের দোষ দেখিয়া যেমন সমালোচনা কর আপনার দোষ দেখিয়া তেমন কর কি? অন্যের বেলা যেমন ঘৃণা কর, যেমন দণ্ডের ব্যবস্থা কর নিজের বেলা সেইরূপ কর কি? নিজের পাপ ধর, ধরিয়া প্রতি পাপের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা কর প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

কত পাপ করিয়াছ কিন্তু বলিতে চাও তোমার দোষ নাই। এই বলিয়া ঠাণ্ডা থাকিতে চাও। বল ধর্ম্মের জন্য গিয়াছিলাম, পাপ করিতে ত যাই নাই। ধর্ম্মের আবরণ দিয়া ইন্দ্রিয় সুখের জন্যই আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিলে। অন্ততঃ ইন্দ্রিয় সুখও থাকে ধর্ম্মও হয় এই ভাবে গিয়াছিলে—সুখের সহিত ধর্ম্ম করিতে চাহিয়াছিলে—তাকি হয়? তপস্যা মাত্রেই ক্লেশ আছে। সৎসঙ্গে ভজন-কালে সুখ আছে সত্য কিন্তু সেই ভজন একা অভ্যাস ত করিতে হইবে। তখন মনের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয় লক্ষ্য কর!

তপস্যাই যে তাপ দেওয়া। তাপ না দিলে পাপ গলেনা। রসও আসেনা। তাই বলি পাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া লও কারণ ভগবানের নাম যখন করিয়াও আনন্দ পাওনা। ভগবানের নাম করিলে পাপ থাকেনা ইহা স্থির জানিয়া নাম কর।

আর আত্মপ্রতারণা করিওনা। এখন ও প্রায়শ্চিত্ত কর! অনেক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে। অনুতাপও প্রায়শ্চিত্ত। প্রাণায়ামেও প্রায়শ্চিত্ত হয় কিন্তু আরও সহজ প্রায়শ্চিত্ত হইবে যদি প্রথম অবস্থাতেই মনে মনে নরক যাতনা ভোগ করিয়া লও। শব্দকল্পদ্রুমে কোন্ পাপের কোন্ প্রায়শ্চিত্ত ইহার তালিকা আছে। পদ্মপুরাণেও পাপীর প্রায়শ্চিত্ত উল্লেখ করা আছে। অন্য অন্য পুরাণেও আছে। যে যেরূপ পাপ করিয়াছ তাহাত জান। মনে মনে হস্তপদবন্ধন করিয়া তপ্তলৌহ আচ্ছাদিত স্থানে আপনাকে ফেলিয়া দাও, দিয়া দগ্ধ যাতনা অনুভব কর, যেন যমদূতে তোমায় ঐ যাতনা দিতেছে। জ্বলন্ত লৌহময় নারী বা পুরুষ কে যমদূতগণ আলিঙ্গন করাইতেছে ভাবনায় ইহা ভোগ কর, ভাবনায় ভোগ কর যেন তপ্ত শূল দ্বারা মস্তক এপাশ ওপাশ করিয়া দিতেছে—বজ্রতুণ্ড বায়স যেন চক্ষু উপড়াইয়া খাইতেছে, পিপাসার্ত্ত দেখিয়া মূত্র কুণ্ডে বা শ্লেষ্মাকুণ্ডে চুবাইতেছে, ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া বিষ্ঠা কুণ্ডে ক্ষুধা নিবারণ করাইতেছে—ভাবনায় এই সমস্ত ভোগ করিয়া লও আর নরকে যাইতে হইবে না। শাস্ত্রমত সহজ প্রায়শ্চিত্ত ইহা।

এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া নাম কর আনন্দ পাইবেই।

Registered No. A 362

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, অগ্রহায়ণ ও পৌষ [৮ম ও ৯ম সংখ্যা।



উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কাশীধাম; মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, অগ্রহায়ণ ও পৌষ। [৮ম ও ৯মসংখ্যা

হংস গীতি।



* অ্যাকবা—যে জন মন জেনেছে প্রকৃতি-সারে
সেকি আ—র্কথন পুন—নিমিত্তে—নাচিতে পারে ?
অবিদ্যা অস্মিতা রাগ, দ্বেষাভিনিবেশ সোহাগ
কামিনী কাঞ্চন নাগ
সে কি ধরে অধরে।
তা—হৃদয় আকাশ থাকে যেমন অবকাশ
অন্তঃকরণ আশ (সে)
নাশি বাস করে শরীরে

১৩১৫ কার্ত্তিক
রাণামহল

---

* একবার, আর কথন, তার হৃদয়—এই গুলি
সুরের প্রকাশ জন্য এই ভাবে আসিয়াছে।

"কি চাই ?"



পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমরা চাই কি? চাই সুখ। কবি—বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক—যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে "জীব যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—সেই দিন হইতে—যত দিন না ভবলীলা সম্বরণ করে—ততদিন পর্য্যন্ত, সে কেবল সুখের জন্যই হাহাকার করে।" সংসারের ভীষণ কোলাহলে—এই যে জীবনের মহাসংগ্রাম—এই যে অহর্নিশি বিবাদ—বিসম্বাদ—কলহ,—আত্মীয় বন্ধু বিচ্ছেদ,—স্ফীত বক্ষে আত্মশ্লাঘা, এই যে দ্বেষ হিংসা পরশ্রীকাতরতা—জগতের এই যে এতটা কাণ্ড কারখানা—এ সমস্ত কেবলি সেই সুখের জন্য! সুখের আশায়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব—কখনো উন্মাদ, কখনো ব্যভিচারী, কখনো বিশ্বাসঘাতক, কখনো বা ঘৃণিত নরকের কীট।

পৃথিবীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। তাই জড় অজড়—সকলেই এক সূত্রে আবদ্ধ, এক ইঙ্গিতে ক্রিয়াশীল। বিশ্বের সৃষ্টি হইতে, জগতের বিলয় পর্য্যন্ত, সুখের এ গরিমা গীতির বুঝিবা শেষ হইবে না। আকাশ যেরূপ অনন্ত, সাগর যেরূপ গভীর, জগৎ যেরূপ বিস্তৃত; জীব হৃদয়ে, সুখের কামনা বুঝিবা সেইরূপ অনন্ত—গভীর ও বিস্তারিত! এই সুখেচ্ছাই বিশ্বের ভান, সৃষ্টির মূল, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের শুক তারা! উষার কনক স্রোত, সান্ধ্য গগনের কোমলতা, বসন্তের বনশোভা, রমণীর রূপতৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত্তের অন্নচিন্তা, বালকের খেলিবার সাধ, দরিদ্রের ধনলিপ্সা, বিরহীর মিলনাভিলাষ,—এ সমস্তই সুখের জন্য। মানুষ জানে প্রাণের সাধ কখনো মেটে না, তবুও মানুষ সুখ চায়। এ জীবনে সুখেচ্ছা পূর্ণ না হইলে, পরলোকে তাহা পূর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করে।

তোমার সুখ—হাঁসিয়া, আমার সুখ—কাঁদিয়া, পাখীর সুখ—ডাকিয়া, রামের সুখ—শ্যামের সর্ব্বনাশ দেখিয়া। চির-জীবনের জন্য হৃদয়ে একটা দারুণ অতৃপ্তি, তবুও আমরা সুখ চাই। এ সুখকামনার বিরতি নাই, বিরক্তি নাই। জীব চিরদিন সুখের সেবক। সুখের সঙ্গে তা'র জীবনের

অবিচ্ছেদী সম্বন্ধ। জড় জগতে—রূপ ও সৌন্দর্য্য, প্রেম ও গৌরব, ঐশ্বর্য্য ও অভিমান, সকলেরই বিনাশ আছে; কেবল বিনাশ নাই এই সুখেচ্ছার। কেহ, ইহলোকে সুখের অন্বেষণ করে, কেহ পরলোকে সুখ খোঁজে। বিধবার ইহ জীবনের সাধ মিটিল না, সে ভাবে পরলোকে পতিসহ মিলিতা হইবে। যা'র এ বিশ্বাস আছে, তা'র জীবনের কি মৃত্যু আছে? এই যে অতৃপ্তির সুখাবেশময়ী সঞ্জীবনী শক্তি—তাহার ভিতরে কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—কি স্বপ্নময়ী মাধুরী—কি অমৃতের প্রস্রবণ!

জীবনের অবসানকে. কে বলে মৃত্যু? মৃত্যু—সুখের আশা নির্ব্বাপ হইলে! তাই, সুখ এত দুর্ল্লভ তাই সুখের সাধ—চির'দন অপূর্ণ। সুখের ইচ্ছা যদি সহজেই পূর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে জগতে জীবের আর রহিল কি? তাহা হইলে মনুষ্যের মনুষত্ব ও যে ঘুচিয়া যায়! অনন্ত সুখের স্বপ্ন, আজন্মের অতৃপ্তি, চির জীবনের আশা যদি এক মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যায়, তাহা হইলে জীবন যে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িবে! সুখের ইচ্ছা আছে বলিয়াই না—জগতে এত উত্তেজনা, এত কর্ম্মযুদ্ধ, এত আগ্রহ।

মানবহৃদয়ে সুখের ইচ্ছা যখন এতদূর, তখন দেখা যাউক "সুখ" কাহার নাম। সুখ যে কি তাহা তুমি বোঝ আমিও বুঝি কিন্তু বুঝাইতে পারি না। সুখের অনন্ত রূপ, অদ্ভুত প্রকৃতি, তাই. কর্ম্মভূমিতে কাহাকেও সুখের স্বরূপ বুঝাইতে দেখিলাম না। সুখ আবার এমনি বহুরূপী যে সকলের বুকে সমান ভাবে প্রতিফলিত হইতে চাহে না। মলয় বহিয়া গেল; তুমি জ্যোৎস্নালোকে নদীতীরে বসিয়া কল্পনায় স্বর্গের ছবি দেখিতেছিলে—সে বাতাসে তোমার শরীর জুড়াইয়া গেল! কিন্তু ঐ বিরহিণী? সে যে প্রাণের জ্বালায় চক্ষের জলে ভাসিতেছিল, আর ঐ কোকিলের ও চন্দ্রমার উপর মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাত করিতেছিল—সে যে ঐ মলয় বাতাসে আরো জ্বলিয়া উঠিল! তোমার যাহাতে সুখ হইল, অপরের তাহাতে বেদনা বাড়িল! তাই বলিতেছিলাম—সুখ বহুরূপী! তুমিই হয়তো এক সুখকে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিবে, সুখের এমনি ঐন্দ্রজালিক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শক্তি।

এই চেতনাচেতনময়ী কর্ম্মপ্রাণ পৃথিবীতে আমরা দুইটী জিনিষ ভোগ করিয়া থাকি। একটী সুখ, অপরটী দুঃখ। দুঃখ—আমারা কেহই কামনা করি না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভাগিনী, স্ত্রী পুত্র—এই যে মধুময় সম্বন্ধ

বিবর্ত্তন, এই যে সাজানো সংসার, ইহার মাঝে থাকিয়া—শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে আমরা সুখের জন্যই পাগল। কিন্তু সুখ আমাদের কাছে ঘেঁসে না। বরং যে দুঃখকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সেই আমাদের নিত্য সহচর। সুখের জন্য যত যত্ন—যত চেষ্টা—যত আগ্রহ, সে ততই দূরে দূরে সরিয়া যায়, বিনা যত্নে, বিনা সাধনায়, দুঃখ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে! হায়—বিড়ম্বনা!

আজীবন দুঃখ ভোগ করিব বলিয়াই যে আমরা আসিয়াছি, তবে সুখ পাইব কেন? দুঃখের অভাবই তো সুখ। দুঃখের ক্ষণিক অভাবকেও তুমি সুখ বলিতে পার না। দুঃখের অত্যন্ত অভাবের নামই সুখ। মনে কর তোমার ক্ষুধা পাইল, ক্ষুধার যাতনায় তুমি দুঃখ পাইতে লাগিলে, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য তোমায় ভোজন করিতে হইল। ভোজনের সময় যে তৃপ্তি, তুমি ভাবিলে তাহাই সুখ, কিন্তু ক্ষণ পরে আবার যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইল, তখন সে সুখ তোমার কোথায় রহিল? ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য—আবার তোমার যে দুঃখ সেই দুঃখ। সুতরাং দেখা যাইতেছে—যাহাকে আমরা সুখ বলি, তাহা সুখ নহে, তাহা দুঃখেরই কারণ মাত্র। আমাদের সেই কল্পিত সুখ, আমাদেরই একরকম মনের বিকার। একটু ভাবিলেই বেশ বুঝা যায় যে আমরা সুখের আশায় আর একটা নূতন দুঃখের সৃষ্টি করি। ভোগে—সুখ নাই। ভোগে—তৃপ্তি নাই। প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে—তাপ দুঃখ সংস্কার দুঃখ—পরিণাম দুঃখ—এই ত্রিবিধ দুঃখ বিজড়িত। পৃথক প্রবন্ধে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা দেখাইলাম—ভোগের সঙ্গে দুঃখ বর্ত্তমান আছে। মুগ্ধ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। তাই সে সুখের লোভে ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়। মদ্য পান করিয়া মদ্যপায়ী যেমন শরীর ধ্বংসকারী ক্ষণিক উত্তেজক মত্ততাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তেমনই—বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন মনোবিকারকে, অজ্ঞান ব্যক্তি—সুখ বলিয়া মনে করে। তবে কি সুখ নাই? আছে বৈ কি! সুখ না থাকিলে জীবনের উৎস যে শুখাইয়া যাইত। দুঃখ আছে—সুখের আশা আছে—তাই বিশ্ব এত সৌন্দর্য্যে, এত আনন্দে পরিপূর্ণ। অতএব যদি সুখ চাও, তবে দুঃখকে ঘৃণা করিও না। সংসারের কোলাহলে ডুবিয়া আকাঙ্ক্ষার দৃপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধা পড়িও না। ইন্দ্রিয়কে শান্ত কর, দেখিবে—

চ'খের জলে মন্দাকিনীর প্রবাহ, দীর্ঘ নিশ্বাসে—স্বর্গীয় সৌরভ; অরুন্তুদ মর্ম্ম বেদনার মাঝে অনির্ব্বচনীয় সুখ—তোমাকে আবাহন করিতেছে। বাসনা—তাড়িত জীবনে—ভগবৎসম্মিলনই শ্রেষ্ঠ সুখ। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই সমস্ত ভ্রম জ্ঞান অস্তমিত হয় তখন নির্ব্বিকার চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই আত্মলাভ হইয়া থাকে। আত্মলাভ অপেক্ষা সুখ আর কিছুতেই নাই। নহিলে তুমি যাহাকে সুখ বল তা'র দুই দিকেই দুঃখ। দিনের দুই পার্শ্বেই রাত্রি, আলোর দুই দিকেই অন্ধকার, মিলনের দুই পার্শ্বে—লালসা ও বিরহ।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়
চুঁচুড়া।

সংসারের পরপার।

বিরক্তির শত কারণ ছিল—তথাপি বিরক্ত হইয়া সংসারকে অসার বলিতে পারি নাই। অসন্তোষের শত শত কারণ থাকে তথাপি কি মোহ—জীব যে যে যোণিতে জন্মগ্রহণ করে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করে। যদি নরকস্থ হয় আর নরক যোগ্য আহারাদি পায় তাহা হইলেই দেব মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করে। "নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাং স্ত্যক্তুমিচ্ছতি"।

সংসারে কবে সুখ পাইয়াছ? দেহ, জায়া, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, বন্ধু কে তোমায় সুখ দিয়াছে? কে তোমার মনের মত হইয়াছে? তুমিত সর্ব্বদাই পরিবার পালনকেই প্রধান কর্ত্তব্য ঠিক করিয়াছিলে—তজ্জন্য অন্য কিছুই করিতে অবসর পাও নাই—সেই জন্য এই তাপ। তোমার মত যাহারা তাহারা এইরূপ ক্লেশই পাইবে। কলভাষী শিশুর আলাপ আর অসতী পত্নীর মায়া ইহাতেই তোমার আত্মা ও ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়া ছিল—এখনও কত লোকের আছে।

গৃহেষু কুটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী॥—ভাগবত।

গৃহী শঠতাপূর্ণ দুঃখ প্রধান গৃহে বসতি করিয়া প্রাণপণে দুঃখ প্রতীকার চেষ্টাই করে অথচ আপনাকে সুখী ভাবে। জীবিকা রহিত হইলে আবার জীবিকা অবলম্বনে চেষ্টা করে। কেহ বা বলে কি করিব চুপ করিয়াই ছিলাম বন্ধু বান্ধবের কথায় আবার নাবিয়া আসিলাম। হায়! মানুষ কতই আত্ম প্রতারণা করে। কত যাতনা পায় তথাপি সংসারের পর পারে যাইবার জন্য চিন্তা করে না। যাইব যাইব বলে কিন্তু সংসার নিবৃত্তি তাহার হয়না—শেষে জরাগ্রস্ত হইয়া সব হারাইয়া পশুর মত প্রাণত্যাগ করে। নিজের দেহ রক্ষা জন্য কতই প্রাণিহিংসা করে। জীবহত্যাপরিপুষ্ট দেহকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পাপ মাত্র পাথেয় লইয়া নরকে গমন করে।

রেতঃ শোণিতয়ো রিয়ং পরিণতি র্যদ্বর্ম্মতচ্চাভবন্
মৃত্যোরাস্পদমাশ্রয়ো গুরুশুচাং রোগস্য বিশ্রামভূঃ।
জানন্নপ্যবশী বিবেকবিরহান্মজ্জন্ন বিদ্যাম্বুধৌ
শৃঙ্গারীয়তি পুত্রকামাতি বত ক্ষেত্রীয়তি স্ত্রীয়তি॥ শান্তি শতক

এই দেহ শুক্র শোণিতের পরিণাম, মৃত্যুর আবাস স্থান, গুরু শোকের আশ্রয় ও রোগের বিশ্রাম ভূমি—ইন্দ্রিয়ারাম মানুষ ইহা জানে জানিয়াও অবিবেক হেতু অজ্ঞান সমুদ্রে মগ্ন হইয়া শৃঙ্গার পুত্র কলত্র ও ক্ষেত্র কামনা করে সদসৎ কিছুই বিবেচনা করেনা। কেহ কাম সেবায় ব্যস্ত—ইহারা তামসিক; কেহ অর্থ নিষ্ঠায় প্রাণ বাহির করিতেছে ইহারা রাজসিক; কেহ বা ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বদা নিযুক্ত ইহারা সাত্বিক। আজকাল কাম ও অর্থই প্রবল, ধর্ম্ম বিরল হইয়া পড়িতেছে, আর মোক্ষ ত সুদূরপরাহত—নাম শুনিলেই লোকের ভয় হয়।

গর্ভজন্মজরাজ্ঞানমৃত্যুনারকজং তথা
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তম॥ বিষ্ণু পুরাণ

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গর্ভ জনিত দুঃখ, জন্ম জনিত দুঃখ, জরা জনিত দুঃখ অজ্ঞান জনিত দুঃখ, মৃত্যু জনিত দুঃখ, নরক জাত দুঃখ—দুঃখের কতই প্রকার ভেদ আছে। অনন্ত দুঃখের আলয় এই সংসার।

আর কি দেখিবে---এস এস পর পারের সংবাদ লইব এস।

পর পারে গেলে তবে জ্ঞান—জ্ঞান হইলেই তবে মুক্তি। পর পারে লইয়া যাইবে কে? সংসার ছাড়াইয়া দিবে কে? বৈরাগ্য আনিয়া দিবে কে? শ্রীভগবানে বিশ্বাস যাহার নাই তাহার আর কোন গতি

লাগিবেনা। শ্রীভগবানে ভক্তি না হইলে মানুষের জ্ঞান কিছুতেই আসিবেনা।

সংপ্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈ গু´ণৈঃ।
বিমুক্তো জীবকে নির্ম্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥—ভাগবত।

শ্রীভগবান্ সম্যক রূপে প্রসন্ন হইলে—মানুষ প্রকৃতির গুণ সমূহ হইতে মুক্তিলাভ করে—জীব তখন এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ ইচ্ছা করে।

হায়! তুমি আমি ভীমভবার্ণবে পতিত হইয়াছি—বিপরীত বায়ুতে কত-বার ডুবিতেছি উঠিতেছি, সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণ ভারে ভারাক্রান্ত, বিষম বিষয় জলে নিমজ্জিত—বল ভাই আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি? এই ভীমভবার্ণবে এক বিষ্ণুপোত ভিন্ন আর আমাদের কে আশ্রয় হইবে?

বামন পুরাণ যথার্থই বলিয়াছেন—
ভব জলধিগতানাং তন্তুবাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্।
বিষয়বিষমতোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্।

শ্রীহরি ভিন্ন ভবপারের কাণ্ডারী যে আর কেহ নাই—এস এস তাঁর আজ্ঞা পালন জন্য ক্লেশ করি এস। গুরুদত্ত কর্ম্মও যে ভাল করিয়া করিতে পারিনা। এস এস সর্ব্বদা তাঁরে ডাকিবার ব্যবস্থা করি। এস যেখানে গেলে হয় সেইখানে যাই এস—আর বিলম্ব করিওনা। এস তাঁর শরণাপন্ন হই এস—তিনি সর্ব্বত্র আছেন সকলেই আছেন আর ভুলিওনা—সব দেখিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে আর ভুলিওনা। দুরন্ত মনের প্রচণ্ড তাণ্ডব নিবারণে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকেই জানাই এস। তিনি দয়াময় দীনবন্ধু তিনি দয়া করিবেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাইলে সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে শত্রুতে মিত্রতে সুন্দরে কুৎসিতে আকাশে পর্ব্বতে বায়ুতে অগ্নিতে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থে তাঁহাকেই স্মরণ হইবে। ঘোর বিপদে "তোমার আমি" বলিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ি এস। আর আরাধনা কি পারিবে বল? এস এস সকল বস্তুতে তিনি আছেন জানিয়া মনে মনে সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম অভ্যাস করি এস। মন স্থির করিতে পারিনা তাঁরে ডাক, কাম ক্রোধ লোভ যায়না তাঁরে ডাক, নিত্যকর্ম্ম যথা সময়ে হয়না তাঁরে ডাক, শান্তি পাইনা তাঁরে জানাও, সকল ব্যাপারে তাঁরে ডাকি এস।

এইরূপে যথাসাধ্য ভক্তিযোগ অবলম্বন করি এস। তিনি তখন সংসার ছাড়াইয়া পরপারে মোক্ষরাজ্যে লইয়া যাইবেন। যিনি অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত একলোকে বাস করিতে চায় তাঁহার জন্য সালোক্যমুক্তি। তাঁহার মত রূপ ধরিয়া তাঁহার কাছে যে থাকিতে চায় তাহার জন্য সারূপ্যমুক্তি। তাঁহার সন্তোষ জন্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি অনুষ্ঠান যিনি করেন তাঁহার জন্য সার্ষ্টিমুক্তি—আর সকল কর্ম্ম যিনি ভগবানে অর্পণ করেন তিনি ভগবানের ন্যায় প্রভাববান্ হয়েন তাঁহার জন্য সাযুজ্যমুক্তি। সংসারের পরপারে এই সমস্ত মুক্তি ক্ষেত্রে "শান্তি কোথায় পাই"। সংসার ব্যাধি পীড়িত আমরা কতবারই না মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইয়া শান্তি ভিক্ষা চাই। কিন্তু সংসারর পরপার ভিন্ন শান্তি কোথায় পাওয়া যাইবে?

কি সুখময় শান্তিময় স্থান সেই সংসারের পরপার। সেখানে মন কখনও চিন্তা দ্বারা পীড়িত হয়না—মন সর্ব্বদা আনন্দে থাকে। সেখানে মানুষ হিংসা করিতে জানেনা, সেখানে নরনারী নিজের সুখের জন্য অপরকে বঞ্চিত করেনা, সেখানে মানুষ রিপু উৎপীড়িত হয়না, সেখানে প্রকৃতি ঋতু বৈষম্যে উৎপীড়নের কারণ হয়না। কি প্রকৃতি কি মানুষ সর্ব্বদা সেখানে আনন্দেভরা সেখানে দেহ রোগে আক্রান্ত হয়না সেখানে মানুষ জরাগ্রস্ত হয়না, সেখানে অকালমৃত্যু নাই সেখানে বৈধব্য নাই কিসুন্দর স্থান সেই দেশ। সেখানে তরুলতা ফুল্লকুসুমে কুসুমিত সেখানে মত্ত ভ্রমর ও কোকিলের শব্দে পুষ্প বাটিকা সমূহ সর্ব্বদা ঝঙ্কারিত। কি সুন্দর স্থান সেই। সেখানে অন্যকোন কার্য্য নাই—কেবল আছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরএক মোক্ষরাজ্যে প্রবেশের জন্য সাধুসঙ্গ। সেখানে কঠোর তপস্যা আর করিতে হয়না। ভক্তি সাহায্যে যাঁহারা সংসারের পরপারে আসিয়াছেন তাঁহারা বড়সুখে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য মোক্ষরাজ্যে যাইতে পারেন। মনের মানুষ পাইয়া—সমান চিত্তবৃত্তির সঙ্গম আস্বাদন জনিত সৎসঙ্গ জনিত সুখ ভোগ করিতে করিতে কখন যে সেই নিত্য মোক্ষরাজ্যে পৌঁছান যায় তাহা জানাও যায়না। মোক্ষদ্বারের চারিজন দ্বারপাল সর্ব্বদাই তখন আয়ত্তে।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
শমোবিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

কত সুখ তখন যখন সকলকে সমান দেখি। কেহ শত্রু নাই কেহ মিত্র নাই সবাই সমান; সর্ব্বত্র সাম্য। সবাই আমার মনোমানুষের রূপ, সবাই

আমার অন্তর্য্যামীর প্রতিকৃতি। আমার মনের মানুষকে অনন্তভাবে দেখিতেছি অনন্তরূপে দেখিতেছি। বৃক্ষ, পুষ্প, ভ্রমর, কোকিল, বায়ু, বায়ুর শব্দ, পর্ব্বত, পাহাড়; নদী, ঝরণা, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র স্বামী; আকাশ, তারকা; চন্দ্র, সূর্য্য; সমুদ্র, দ্বীপ; মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ; যাহা দেখি—যাহা শুনি—তাহাকেই দেখি, তাহারই কথা শুনি, কোথাও রাগ দ্বেষ নাই—কি সুন্দর। এই সাম্যভাবে কত আনন্দ। এই সমদর্শন কত সুখের। শমের পরে বিচার। সে বিচারে অন্তরাত্মা শান্ত শীতল ভাব প্রবাহে ডুবিয়া যায়—সেই বিচার কত মনোহর। যে বিচারে একে অন্যের সহিত মিলিতে না পারিয়া তর্ক করে তর্ক করিতে করিতে বড় ক্লেশ পায়, ভিতর উত্তপ্ত হইয়া উঠে, অন্যের কথা সহ্য হয় না—এ বিচার সে তর্ক নহে। ইহা শরীর মন বুদ্ধি কে আনন্দ প্রবাহে ডুবাইয়া দেয়। এ বিচার অজ্ঞানকে সরাইয়া দিয়া জ্ঞানের প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হইয়া যায়—এ বিচার অন্ধকার দূর করিয়া সুশীতল জ্যোতিতে প্রকৃতিতে হারাইয়া ফেলে, প্রকৃতি হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র দেখিয়া নিরতিশয় সুখে আত্ম স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় দ্বারপাল সন্তোষ—চতুর্থ দ্বারপাল সাধুসঙ্গম। এমন মনোহর দেশ আর নাই। চল আমরা সেই দেশে যাই।

ভক্তি ভিন্ন এ দেশে কে আর লইয়া যাইবে? ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? ভক্তির জন্য নাম সাধনা নামে যাহাদের একবারে রুচি হয় না তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যধিগ্রস্থ কি ঔষধ সাধ করিয়া খাইতে চায়? নাম ঔষধ খাইতে থাক, বন্ধ করিও না। ভবব্যাধিজনিত পিত্তে জিহ্বা দুষ্ট হইয়া রহিয়াছে—প্রত্যহ নাম সাধনা কর। ক্রমে সুমিষ্টই মিছরি—মিষ্টই লাগিবে। যখন একবার মিষ্ট লাগিল তখন নামকে সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতে দেখিতে থাক—সবই আমার সে—এইরূপ অভ্যাস কর—করিয়া সংসারের পরপারে যাই চল।

——:*:——

গায়ত্রী-বৈদিকী সন্ধ্যা।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"।

সাধনান্তে ভাবোৎফুল্লমুখারবিন্দে মৃদুমধুর হাসিয়া গুরুদেব বলিলেন—তাত, পুরোবাহিনী প্রসন্নসলিলা নর্ম্মদার ন্যায় তোমার চিত্ত আজ বড়ই নির্ম্মল বোধ হইতেছে, সাধনায় তোমার মন একটু গলিয়াছে, একটু সরস হইয়াছে। তোমার বহুদিনের আগ্রহ পূর্ণ করিতে আমার চিত্ত স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এখন সহজেই উন্মুখ হইতে পারিবে। তুমি শুশ্রূষু হও—গায়ত্রীর সাধনা বিষয়ে স্থূল স্থূল ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

শাস্ত্র বলেন "গায়ন্তংত্রায়তে যা সা গায়ত্রী"।

"তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোনুগীয়তে"

ত্রিতাপতপ্ত, ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট, ভবব্যাধিগ্রস্ত, মানব তুমি সেই চিন্ময়ীর অনন্ত করুণাময়ীর বিশ্বমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাহার নাম গান করিতে থাক; ত্রাণ পাইবে—সুদিন আসিবে—ভবৌষধি মিলিবে—সূর্য্যোদয়ে তিমির রাশির ন্যায় তোমার নিখিল অরাতিকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অভ্যুদয়ের পথেই ক্রমে তোমার নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হইবে।

আর্য্য হৃদয়ের কৌস্তুভমণি ভারতবর্ষের সারসর্ব্বস্ব এই বেদমাতা গায়ত্রী। ইহার আরাধনার জন্যই আর্য্য জাতির সন্ধ্যা বন্দনা; আর অবস্থাভেদে ও অধিকারিভেদে শতমুখী উপাসনা। নিগমে, আগমে ও পুরাণে এই সাধনারই সঙ্কেত করা হইয়াছে। ঋজুকুটিলনানাপথবাহী নদনদীসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সাধকগণ ও নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া সেই আনন্দময়ীর সান্দ্রানন্দসুধাসমুদ্রে অবগাহন জন্য অহর্নিশ প্রযত্নপরায়ণ হইতেছেন।

তুমি শাস্ত্র বিহিত উপায়ে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া গায়ত্রীর আরাধনা করিতে থাক। সিদ্ধিলাভ তোমার অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি

তুমি "ছুটা" প্রণব বা "ছুটা" গায়ত্রীর আরাধনা করিয়া "সাটে" সিদ্ধিলাভ করিতে চাও সবই "ঝুটা" হইয়া যাইবে। খামখেয়ালি মতে চলিয়া কে কবে কোন্ বড় কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে? গীতামুখে ভগবান্ বলিতেছেন "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিং সমাপ্নোতি নশান্তিং ন পরাং গতিম্॥" ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বত্রই এই কথা।

বৎস, তুমি একদিন সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপিণী জননীর আনন্দময় ক্রোড়ে সুখাসীন ছিলে, তখন কোনও অভাব বা অনুপপত্তি ছিল না। কর্ম্মের ফেরে তুমি সেই উৎপত্তি স্থান হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছ-বা পড়িয়াছ বলিয়া তোমার চিত্ত তরঙ্গ তুলিতেছে। তোমার প্রতিবারের সাধনায় সেই বিশ্বময়ী জননীর প্রেমময় ক্রোড়ে পৌঁছাইতে হইবে।

তুমি বিষ্ণুস্মরণ ও বহিঃশুদ্ধি করিয়া নির্ম্মল দেহে সাধনায় মনোনিবেশ কর, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের বিনিয়োগ মন্ত্রটীর ধারণা কর— শব্দ ব্রহ্মের সাহায্যে উৎসাহ ও অধ্যাবসায়ের অগ্নি সন্ধুক্ষিত কর—আলস্য ও অনিচ্ছার জড়তা ধ্বংস হউক। উজান ঠেলিয়া উর্দ্ধমুখে উৎপত্তি স্থানের দিকে যাইতে থাক। বড়ই খরধার স্রোত কেবলই তোমাকে অধোমুখে ঠেলিতে চাহিতেছে; জল, হাওয়া, এই বিশ্বসংসার সকলই যেন তোমার বিরোধী কিন্তু এই নদীর উর্দ্ধ-গামী একটা কল্যাণময় প্রবাহ ও আছে। গুরুদত্ত এই অগ্নিমন্ত্রের সাহায্যে তুমি সেই কল্যাণপ্রবাহটী পাইবে। কিন্তু যেমন যেমন পাইবে তেমন আবার বিপরীত পাপ-প্রবাহ তোমাকে তোমারই জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারের বশে তাহার দিকে আনিয়া ফেলিবে। সেই মন্ত্রে বিশ্বাস রাখিও, দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। দুই প্রবাহে ঠেলাঠেলি হইবে সত্য, কিন্তু তুমি ক্রমে উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। রেলের গাড়ী ও ষ্টীমার যেমন আগুনের জোরে অমিত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়, তুমিও তেমন তোমার লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে থাকিবে। ক্রমেই অভ্যাসের দৃঢ়তা ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পাপ প্রবাহকে তুমি হটাইতে পারিবে। এক দিনের সাধনায় যাহা অসম্ভব দশ দিনে তাহা সহজ হইবে। বাজিকরের মর্কটের ন্যায় মনোমর্কট ক্রমে তোমার বশে আসিবে। "উষিমুষি" "উড়ো উড়ো" ভাব বিদূরিত হইবে। ভীতির স্থানে প্রীতি উপস্থিত হইবে, সাধনায় রুচি আসিবে।

শ্রীমন্‌, আশ্বস্ত হও, যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যেরূপে সেই কল্যাণ প্রবাহের উপলব্ধি করত কৃতকৃত্য হইতে পারিবে পরমকারুণিক তোমার পূর্ব্ব পিতামহগণ সন্ধ্যার মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সঙ্কেত পরম্পরায় তাহার অদ্ভুত কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি জ্ঞানী হও, ভক্ত হও বা কর্ম্মী হও এই অব্যর্থ কৌশল সকল অবস্থাতেই তোমাকে জয়যুক্ত করিবে। আমি সেই পরমতত্ত্বের কিছু কিছু আভাস দিতেছি মাত্র। তুমি প্রণব পুটিত সপ্তব্যাহৃতির মন্ত্রার্থ অবধারণ করিতে থাক। সপ্তব্যাহৃতির সপ্তচ্ছন্দে ভূরাদি সপ্তভুবন সঙ্গীতময় হইয়া উঠিতেছে। কি অমৃতময় সমঞ্জস ঐকতান সঙ্গীত! তুমি এই ভাবে ভাব মিলাইয়া তন্ময় হও। জগজ্জননী নিজেই এই সপ্তচ্ছন্দে ফুলিয়া উঠিয়া নিজকে নিজে পৃথক করিয়া নিয়া নিজেই সঙ্গীত সুধা আস্বাদন করিতেছেন। যিনি তাঁহার যত কাছে তিনি এই সুধাপানেতত মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছেন। নিত্য নবীন প্রভাতে এই সুধা পান করিয়া উষারাণী মৃদু মধুর হাস্যছটা বিকিরণ করেন—দিগ্‌বলয় মুখরিত হয়; বিহগকুল কি এক সাত্ত্বিক উচ্ছাসে কার বন্দনা গান করে; অভ্রময়াসনে অভ্রময় বেশ ভূষায পরিমণ্ডিত, অনুরাগরঞ্জিত সপ্তর্ষি দেবর্ষি মহর্ষিবৃন্দ ধ্যান ধারণায় মগ্ন রহেন।

কিরূপে এভাব আসিবে?—তুমি আনন্দময়ীর মনোভিরাম রূপ ও অপার করুণা ও অতুলনীয় বিভূতির অনুধ্যান করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে থাক। প্রাণায়ামে চিত্ত ক্রমে স্থির হইবে; প্রাণস্পন্দ মন্দীভূত হইতে থাকিবে; তুমি ধীরে ধীরে মধুর হইতে মধুরতর ভাব আস্বাদন করিতে থাকিবে। ভাব চিরস্থায়ী হইবে না, চপলার চমকের ন্যায় কতবার আসিবে আবার কতবার তোমাকে গভীর অন্ধকারে ডুবাইয়া, ফাপরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। অনাদি-কালসঞ্চিত সংস্কারের জোর বড়ই প্রবল। হটিয়া যাইও না। ঋষি প্রবর্ত্তিত পন্থা ধরিয়া চলিতেছ—চলিতে থাক। কাতরপ্রাণে আচমন ও মার্জ্জনান্তে অঘমর্ষণ কর এই অঘমর্ষণ মন্ত্র নিখিল বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিতত্ত্বের অনন্তরহস্যময়—চিত্তব্রহ্মাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিকাশমান হইতেছে। "মনঃ সত্যেন শুধ্যতি"—এই পরমতত্ত্বের অভ্যাসে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে। বাক্যার্থ তুমি জান—তত্ত্বার্থের ক্রমে উপলব্ধি হইবে। এই ভাবে শ্রদ্ধা সহকারে ঋষিবাক্যের যথাযথ উচ্চারণেও চিত্ত শুদ্ধির প্রভূত সাহায্য করিবে—নির্ম্মলী সংযোগে বাসনাময়ী আকুলা চিত্তনদী প্রসন্না হইবে। এই রূপে পুরুষকার

প্রভাবে একান্ত মলিন দেহের ও চিরপুঞ্জীভূত চিত্তমলের যথাসাধ্য অপসারণ কর আর সর্ব্ববিধ আধিব্যাধির উপশমকর সেই গায়ত্রীমন্ত্রটী কয়েকটীবার উচ্চারণ কর। প্রভাতকাল—দেখিতে দেখিতে অন্তরে ও বাহিরে মায়ের অরুণায়ত নয়ন হইতে অরুণময় রশ্মিজাল উদ্ভাসিত হইয়া সৌর মণ্ডলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তুমি সূর্য্যোপস্থান কর। বাহিরের দৃষ্টি গুটাইয়া অন্তরের অন্তস্তলে দেদীপ্যমান জ্যোতির্মণ্ডলে চিত্ত সন্নিবেশকর। বাহিরের উদীয়মান সূর্য্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নাই; চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া সাধনার ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা। মানস নেত্রে, এই অনির্ব্বচনীয় রূপমাধুরী এবং বুদ্ধিমাত্র গ্রাহ্য অতিমাত্র রমণীয় ভাবলহরী অনুভব করিতে থাক। তেমন স্ফুরণ হইতেছে না—বা হয় হয় হয় না—ফোটে ফোটে ফোটে না! কত কত পঙ্কিল আবর্ত্তে, কত কত কুক্ষোচ্ছাসে তোমার চিত্ত নদী তরঙ্গ—নিয়ত জ্যোতির্বিম্ব প্রতিফলিত হইতেছেনা। তুমি উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে গদ্ গদ ভাবে সেই জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যচারিণী কুমারী মূর্ত্তিধারিণী জননীর শরণাপন্ন হও। তিনিই বলিয়া দিবেন "বৎস, তুমি শত অপরাধ করিয়াছ; অপরাধের স্খালন না করিলে আমার এই রূপ, এই ভাব তোমার চিত্তে ভাসিবেনা। তুমি বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ, আচার্য্য বাক্যে অবহেলা করিয়াছ, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, দেবতা ও বেদের প্রতিকূলে কত কি করিয়াছ—যাহারা তোমার কল্যাণের জন্য প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কত চেষ্টা করিয়াছেন তুমি তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কৃতঘ্ন হইয়াছ—তাহাদিগের নিকট কাতর-ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা কর—তাহাদিগের প্রসন্নতা ও সাহায্যের প্রার্থনা কর—"কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" কথা সত্য কিন্তু "ক্ষমাসারা হি সাধবঃ"। অনুতাপানলে তোমার কলুষরাশি ভস্মীভূত হইবে, দুশ্চিন্তা করিওনা—মনে প্রাণে বল "ব্রহ্মণে নমঃ, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ঋষিভ্যো নমঃ, গুরুভ্যো নমঃ, বেদেভ্যো নমঃ, দেবেভ্যো নমঃ, মৃত্যবে নমঃ, বায়বে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদি ইত্যাদি" কোনটীই বাদ দিলে চলিবেনা। ইহার প্রত্যেক মন্ত্রের গুরুগম্ভীরতা নিয়া আলোচনা করা আজ আর সম্ভবপর নহে। শুষ্ক নমস্কারে চলিবেনা, অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে প্রতিজ্ঞা জাগা চাই। ভবিষ্যতে জগতের কল্যাণবর্ত্মে সর্ব্বদা তুমি ইহাদিগের অনুবর্ত্তন ও অনুকরণ করিবে"। হে অনঘ, বিশ্বজোড়া মায়ের এই সমস্তইত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই

বিশ্বনৃত্যে, এই বিশ্বসঙ্গীতে তোমার মন যেমন তন্ময় হইবে তেমন তুমি সঙ্গীতের লয়ে, প্রশান্ত হৃদয়নিকুঞ্জে বিশ্বজোরা মায়ের বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গদ্ গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে "আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাত বিশ্বযোনি নমোঽস্তু তে"। মা আসিতেছেন তুমি বসিতে কোথায় আসন দিবে যেন খুঁজে পাচ্ছনা। মায়ের প্রিয়মন্ত্রে হৃদয় মন্দিরে বাড়িয়া পুছিয়া মায়ের প্রিয়নাম গান করিতে করিতে অমৃত ধারায় আপ্লুত হইতে থাকিবে। কত কথা বলিবে। প্রকৃত অনুরাগ ভোগ সুখ চায়না—তুমি কাঁদিয়া কেলিলে "মা, তুমি মহেশ্বরবদনোৎপন্না, বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা তোমাকে এ পঙ্কিল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে পারিতেছিনা। "গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া"। মা কিন্তু নড়িবেন না, মা তোমার হইয়াছেন, তোমাকে ছাড়িতে আর মায়ের ভাল লাগিবে কেন? তিনি যে "বরদে দেবি"। তিনি কিছু দিতে চান। সেই কিছুই তোমার সর্ব্বস্ব। বাবা, মায়ের-জ্বলন্ত জীবন্ত মায়ের-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, আদিত্য ও শুক্রদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এবার তোমার ঠিক ঠিক আত্ম রক্ষা হইবে, তোমার ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত থাকিবে, "মাভৈঃ" আত্মরক্ষার মন্ত্রটি বড়ই সুন্দর তুমি ইহার গভীর তত্ত্বে অবগাহন কর—রুদ্রোপস্থানে মায়ের রুদ্রমূর্ত্তির প্রভাবে তোমার শত অন্তরায়তিমির ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এখন তুমি এক অপূর্ব্বভাবে মাকে দেখিতে লাগিলে; মাকে এখন তুমি "আধেক রমণী, আধেক রমণরূপে" জনক জননীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এ বিশ্বসৃষ্টির কারণরূপে দেখিতে লাগিলে। কবি বলেন "সান্তে বিশ্বরূপ মরি বড়ই সুন্দর" দেখ, দেখ তোমার হৃদয় নিকুঞ্জে মানসসরোবরে হংসোপরি ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইয়া মধুর মূর্চ্ছনায় চতুর্মুখে মাতৃবন্দনা করিতেছেন তুমি ভক্তি ভরে "ব্রহ্মণে নমঃ, অদ্ভ্যো নমঃ, বরুণায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ" বলিলে দেখিতে দেখিতে তোমার দৃষ্টি বহির্মুখী হইতে লাগিল; তোমার চিত্ত ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণবী শক্তিতে স্থিতিলাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু অনদিকাল সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার তোমাকে সত্ত্বসংস্থ হইয়া থাকিতে দিলনা; চিত্ত ক্রমে ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; তুমি বিপদে পড়িয়া কাতরভাবে "রুদ্রায় নমঃ" বলিলে শিবদাতা বিধাতা আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া তোমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়কন্দরে জবাকুসুমসঙ্কাশ জ্ঞানালোকের বিকাশ করিলেন, তুমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলে "সূর্য্য আত্মা জগত

স্তম্ভযশ্চ” তুমি তদ্‌গত চিত্তে অর্ঘ্য হস্তে বলিতে লাগিলে “নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥” স্বকৃত, পরকৃত, উচ্চারিত অনুচ্চারিত, কতভাবে কত কত স্তব স্তুতির স্ফুরণ হইতে লাগিল, কত শুভ বাসনা জাগিল। “কল্যাণানাং ত্বমসি মহসাং কারণং বিশ্বমূর্ত্তে। ধুর্য্যাং লক্ষ্মীমিহ ময়ি ভৃশং ধেহি দেব প্রসীদ॥ যন্মৎ পাপং প্রতিজহি জগন্নাথ ভক্তস্য তস্মে ভদ্রং ভদ্রং বিতর ভগবন্ ভূয়সে মঙ্গলায়॥”

মাতৃচরণস্পর্শে অমৃতায়মান হৃদয়তন্ত্রীটীকে বিশ্বসঙ্গীতের তানে ঐক-তান করিয়া সামর্থবান ও উর্জ্জস্বল হইয়া সুসঙ্গত লৌকিক ও বিহিত বৈদিক কর্ম্মে মনোনিবেশকর সর্ব্ব কর্ম্মের বিধায়ক তোমাকে কল্যাণকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন। তুমি ধন্য হইবে, কুল উজ্জ্বল হইবে। একের দৃষ্টান্তে দশের সাধনায় রুচি বাড়িবে—

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
বহরমপুর কলেজ।

———:*:———

বিফল।

আমারে ফিরায়ে দিয়েছ ব'লে কি
বিফল আমার জীবন নাথ?
বিফল আমার সকল কামনা
জীবন সাথ?
হৃদি-মন্দিরে তুমি আছ ভরে',
দীন এ হৃদয় আসন করে,
আলোকে আঁধারে বহিছ ধীরে
কোমল-গীতি।
আমারে ফিরায়ে দিয়েছ বলে'কি
বিফল আমার দিবস-রাতি?

নীরব প্রকৃতি বহে মৃদু শ্বাস,
ফুলের দোলনে মৃদুল-বিলাস—
জেগে উঠে প্রাণে, নব-জাগরণে
প্রভাতে নিতি।
আমারে ফিরায়ে দিয়েছ বলে' কি
বিফল আমার দিবস রাতি?
আজি এ জীবন মিলায় যদি—
যায় অভিশাপ সন্ধ্যা আগে।
তেমনি আবার উঠিবে হাসিয়া—
নবীন জীবন নবীন রাগে।
তেমনি আবার গাহিবে পাখী,
তেমনি লতিকা জড়াবে শাখী,
তেমনি কুঞ্জে মধুভারে ফুল
ফুটিবে নিতি।
আমারে ফিরায়ে দিয়েছ বলে' কি
বিফল আমার দিবস-রাতি?
আমি আসিয়াছি কোন্ প্রয়োজন?
কি কাজ সাধিতে মোর আগমন?
কেন বা এ হৃদে ভীষণ দাহন—
জীবন সাথি।
বাহিরে ফিরায়ে ভিতরে ডাকিছ
তবে কি বিফল দিবস-রাতি?

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

———:*:——

Registered No. A 362

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, মাঘ [১০ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কাশীধাম; মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা

অভিমান।

কিসের তরে অভিমান?
কেন এ অযতন
মালা গাঁথিতে?
সে চরণ ধূলি কণা—
জীবন ভরে' যাবে মাখিতে।
যাঁর হাসিতে পড়ে সদা
করুণা বাহিয়া।
গমন মন্থরে শিহরে মলয়া।
তাঁহারি তরে নয়
বৃথা এ অভিসার——
বৃথায়ে যাবে সুখ রচিয়া।

শুকাবে নয় ফুল,
ছিঁড়িবে প্রিয় ডোর।
মরণে জনমের মুছিবে আঁখি-লোর।
তবু, সে আশেমোর যামিনী হাসিবে।
তবু সে ভাষে মোর লেখনী ভাসিবে।
তবু, সে জ্যোতিঃ পেয়ে কনক-কিরীটিনী,
পূরব দ্বারে মোর উদিবে ঊষারাণী।
পোহাবে শর্ব্বরী রূপেতে ঝলমল।
বিলাবে দিশি দিশি কবিতা পরিমল।

ভুল ভুল খেলা।

এক স্ত্রী পুরুষ আছে। জানাইয়া দিলে ইহাদিগকে সকলেই জানে। না জানাইয়া দিলে সকল ঘরে থাকিলেও ইহাদিগকে কেহ জানেনা।

এই স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বড়ই ভাল বাসে। একজন না হইলে আর একজনের হয় না। ইহারা কত ভালবাসে বলা যায় না। সর্ব্বদা কথা কয় তথাপি কথা ফুরায় না।

প্রথম প্রথম ইহাদের কোন কাজ ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে দেখিত; দেখিয়া দেখিয়া আবার দেখিত। আর কেবল গল্প করিত। স্ত্রী বলিল আরও কিছু করা যাক্ এস্। স্বামী বলিল কি করিবে?

স্ত্রী—খেলা করি এস।

স্বামী—কি খেলা?

স্ত্রী—ভুল ভুল খেলা।

স্বামী—সে আবার কি?

স্ত্রী বলিতে লাগিল—বেশী আর কি? এই তুমি সর্ব্বদা আপন ভাবে থাকিবে, আর আমি তোমাকে ভুলাইয়া ভাব ছাড়াইব। তোমার স্বরূপ

ছাড়িয়া যখন তুমি আর কিছু লইয়া থাকিবে তখন আমি বিদ্রূপ করিব। আর বলিয়া দিব এই দেখ স্বরূপ ভুলিয়া কি করিতেছ। কেমন এই খেলা কি মন্দ? স্বামী বলিলেন আচ্ছা।

স্ত্রী তখন স্বামীকে বলিল দেখ তুমি একটি নাম—নামটিই তোমার স্বরূপ—তুমি নাম জপ কর। আর আমি তোমার জপ ছাড়াইয়া অন্য চিন্তায় আনি। তুমি কর—দেখ দেখি আমি পারি কিনা?

স্বামী খুব হুঁসিয়ারে থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন কিন্তু আশ্চর্য্য! স্ত্রীর কৌশল দেখিয়া তিনি অবাক্। দেখেন কি স্ত্রী তাঁহাকে নানা প্রকারে ভুলাইয়া দেয়। স্বামী সতর্ক হইলেন, ক্রমে স্ত্রী আর পারিল না। এই স্ত্রী স্বামীকে সকলেই জানেন, তবে একটু বলিয়া দিতে হয়।

পর্ব্বতে আতিথ্য।

সৃষ্টির নিতান্ত ক্ষুদ্র পদার্থেও তোমার কত রচনাচাতুর্য্য থাকে। একটি প্রজাপতির পাখায়, একটি শুষ্ক তৃণে, একটি শুক্তিতে, এক খণ্ড প্রস্তরে—কত সৌন্দর্য্য থাকে! মানুষ যেমন আপনার সৃষ্ট দ্রব্যে নানা ভাবে নিজের নামটি বসাইতে ভালবাসে—বুঝি বিশ্বরচয়িতাও আপনার বিশাল সৃষ্টিতে সেইরূপে আপনাকে ধরাদিবার কৌশল রাখিয়া দিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র পদার্থেও যিনি ধরাদিতে চান তিনি তাঁহার সৃষ্টির বৃহৎ বস্তুতে কি কিছুই প্রকাশ করেন না?

পর্ব্বত—বিশ্বস্রষ্টার বৃহৎ বস্তু সমূহের মধ্যে একটি বটে। পাহাড়ে পর্ব্বতে গেলে কি ভাবে তুমি ধরা দাও?

এমন জিনিষও আছে যাহা ভোলা যায় না। কতদিন যায় কিন্তু ভুল হয় কৈ?

১৩১৫ সাল অগ্রহায়ণ মাস। দেখিবার সময় কিছুই মনে উঠে নাই কিন্তু লিখিবার গত কথা কতই আসিতে চায় তাহা আর লেখা হইল না।

যেখানে এখন আছি সেটি পাহাড়ের উপরে একটি সহর। শুনা যায় এ স্থানটি রাজা জরাসন্ধের বন্দীশালার মধ্যে একটি ছিল। জরাসন্ধের রাজ-

ধানী ছিল বেহার রাজগৃহে। এস্থানটির প্রকৃতি ও আদিম অধিবাসী দেখিয়া জরাসন্ধের বন্দীশালা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না।

যাহা হউক স্থানটির চারিদিকেই পাহাড়। বাড়ীর অতিনিকটে কাছে কাছে এত পাহাড়, যে রোজ দেখা করিতে যাইয়াও সকলের সহিত দেখা হইয়া উঠিতেছে না।

একদিনের দর্শনের কথা বলিব। এ কথায় কাহার কি লাভ হইবে? কাহারও হইবে কি না হইবে জানিনা, কিন্তু আমার মত প্রকৃতি যাঁহাদের, তাঁহারা শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রধান একটি উপদেশ যে ধর্ম্ম জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন হইা নিশ্চয় করিতে পারিবেন।

নির্জ্জনে সৃষ্টির বিশাল বস্তুর সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। ভগবৎ অনুভূতির প্রকৃষ্ট উপায় এমন আর দ্বিতীয় নাই।

প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া আমি আজ পরেচ্ছায় পাহাড় দেখিতে বাহির হইলাম। শেষরাত্রে "মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্গরু শ্রীজগদ্‌গুরু" এই স্বর্গীয় বাক্য প্রাণকে বড়ই উন্মত্ত করিয়াছিল। প্রথমে মনে উঠিল ভোগ-ত্যাগ না অভ্যাস হওয়া পর্য্যন্ত—সর্ব্বপ্রকার ভোগ আশা পর্য্যন্ত যতদিন না বিরক্তিকর বোধ হইতেছে ততদিন আবার দেহ ধরিতে হইবে—আবার জন্ম হইবে, আবার মরণ হইবে—আবার কাঁদিতে হইবে, আবার কাঁদাইতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে"। বিচারকর বুঝিবে এই শাস্ত্রবাক্য সম্পূর্ণ সত্য। জীবন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আবার জন্ম আছেই। কাজেই দুঃখও থাকিবে। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি আর হইল না।

ভোগের যে অর্থে বিষয়ভোগ বুঝায় তাহাই ত্যজ্য। ভগবৎসঙ্গলাভকে ভোগ বলেনা। ভগবৎ ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয় ভোগ ছুটিবেনা। নাই তাই বিরাগী এই পর্য্যন্ত যাঁহার হয় তাঁহার ভোগ যায়না—আবার পাইলেই হয়। কিন্তু বিষয়ভোগ ক্ষণিক, পরিণামবিরস, স্থায়ী আনন্দ প্রাপ্তির কণ্টক—বিচার দ্বারা এবং ভুক্তভোগী হইয়া যিনি ইহা দেখিয়াছেন সেই নিত্য বিচারবান্ পুরুষের ভোগত্যাগ এবং ভোগাশা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইয়া যায়। সাধকের জীবনে ইহা হওয়া আবশ্যক। প্রত্যহ বিচার আবশ্যক কোন প্রকার বিষয় ভোগ করিতে চাই কি না? যাহা চাই তাহাকে বিচার দ্বারা সমূলে নির্ম্মূল না করা পর্য্যন্ত ভগবৎভাব কিছুতেই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে না। ভোগাশায় দোষ দেখেনা বলিয়া বহুদিনের ধর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রায় লোকের চরিত্রগত

উন্নতি হইতে প্রায় দেখা যায় না। পূজা জপ ধ্যান কঠোরকরা, প্রার্থনা করা প্রত্যহই হয় কিন্তু যখনকার তখন। শাস্ত্র এইরূপ লোকের জপ ধ্যানকে বলেন হস্তিস্নান বা "তুষাণাং কণ্ডনং যথা" তুষ কাঁড়িয়া উঠিয়া আসা।

মানুষের রাগ দ্বেষ যায়না কেন? ভোগে অরুচি হয়না বলিয়া। ভোগেচ্ছা যতদিন থাকিবে ততদিন কেহ প্রিয় কেহ অপ্রিয়, কাহাতেও অনুরাগ কাহাতেও বিরাগ থাকিবেই। বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ যাইবে কিরূপে? "মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদগুরু শ্রীজগদ্গুরু" যাঁহার ভিতরে বাহিরে আসিয়া যায় তাঁহারই রাগ দ্বেষ যায়। কোন কিছু ত্যাগ করিতে হইলেও সাধারণতঃ জোর করিয়া তাহা করিতে হয়। পরে অভ্যাস হইয়া গেলে আর জোর লাগেনা। তুমি বেশ করিয়া দেখ যাহা ছাড়িয়াছ তাহা প্রায়ই জোর করিয়া।

চক্ষু বুজিয়া যাঁহাকে ভিতরে অভ্যাস করি তিনি গুরুদত্ত নাম—নামই নামী —নাম নামীই শ্রীগুরু। বাহিরে তাঁহারই প্রকট মূর্ত্তি। প্রথমে একস্থানে —ক্রমে দৃঢ় অভ্যাসে সর্ব্বত্র। নামটি আত্মার, নামী আত্মা—গুরুমূর্ত্তি আত্মা। আমার প্রিয় আত্মাই। আমার নাথ জগতের নাথ। আমি যাঁহার উপাসনা করি জগৎ তাঁহার উপাসনা করে। যিনি আমার গুরু তিনিই জগদ্‌গুরু। কাজেই ভিতরে যাঁহাকে দেখিতে চাই বাহিরে প্রতিবস্তুতে তাঁহাকেই দেখিতে চাই। কিছু বুঝিনা—কিন্তু যদি এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইয়া যায় শ্রীনাথ আমার ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন, আকাশে সমুদ্রে, পর্ব্বতে বায়ুতে, নরনারীতে, পশু পক্ষীতে, লতায় পাতায়, ফুলে ফলে; হরিণে ময়ূরে, ভ্রমরে কোকিলে, স্বদেশে বিদেশে—যখন শ্রীগুরু এইরূপে অন্তরে বাহিরে স্মরণে আসিবেন তখন না আনন্দ? বল দেখি তখন শত্রু কে? শত্রুর মধ্যে শ্রীভগবান্ আছেন যখন স্মরণ হয় বল দেখি তখন রাগ করিবে কাহার উপর? সাপে বাঘেও অনিষ্ট করিতে পারে না যখন তাঁহাদের মধ্যেও আমার প্রিয় আছেন, স্থির ধারণা হইয়া যায়—যখন তাঁহার স্মরণে ভয় আদৌ আর হয় না। যতদিন ভয় থাকে ততদিন শ্রীনাথ ভয়ানকের মধ্যেও আছেন ইহা ঠিক হয় নাই—মুখের কথায় অভ্যাস হয় বটে কিন্তু ভাবে তখন পর্য্যন্ত আসে নাই। ভাবে আনার জন্য বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস চাই। অপরিচিত স্থানে একা বসিতে ভয় হয়—কিন্তু তুমি সঙ্গে আছ মনে হইলে ভয় যায়। ক্রমে ইহা স্থায়ী হইতে হইতে আর কোথাও ভয় হয় না। প্রথমে যাহাদের ভূতের ভয় থাকে তাহারাও

শ্রীগুরু সর্ব্বত্র ইহা স্মরণ করিতে পারিলে ভয় এড়াইতে পারে। তিনি যে ভয়-ত্রাতা—তাঁহার কাছে থাকিলে আবার ভয় কি? মুখের অভ্যাসে ইহা হয়না, সাধনা চাই।

বলিতে ছিলাম পাহাড় দেখিতে বাহির হইলাম আমরা পাঁচজন। অতি নিকটের পাহাড় ছাড়াইয়া একটি ছোট পাহাড়ে চলিলাম। রাস্তায় একটি বড় পতঙ্গ গায়ে আসিয়া বসিল। আবার উড়িয়া মাঠে পড়িল। সঙ্গের বালক দুটির একটি তাহাকে কতকগুলি তৃণের সহিত ধরিল, বালকটি পাহাড়ে উঠিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পাহাড়ে বৃক্ষলতা কিছুই নাই। হাতীর গায়ের মত পাহাড়ের বর্ণ। পতঙ্গ দুই একবার সঙ্গে সঙ্গে উড়িল, পরে বড় আনন্দে পাখীর মত উড়িয়া গেল। সঙ্গের ৪ জন তখন পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দিতে লাগিল। এই খেলা আমার ভাল লাগিল না। পাহাড় পর্ব্বত জীবন্ত বলিয়া বিজ্ঞান আজ কাল প্রমাণ করিতেছে—শাস্ত্র চিরদিন ইহা বলিয়া আসিতেছেন।

পাহাড়টির দুই খণ্ড। একখণ্ডে উহারা খেলা লইয়া ব্যস্ত রহিল, আমি উহাদের সঙ্গ ত্যাগ জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের কতক নিম্ন স্থানে আসিলাম। অনুসন্ধান করিতে করিতে পর্ব্বত যেন একটি সুন্দর স্থান বিশ্রামার্থ দেখাইয়া দিলেন। স্থান ত ছিলই—অনুসন্ধান করা হইল বলিয়া মিলিল। বিনা অনুসন্ধানে কিছুই যেন মিলেনা। যাহাদের মিলে তাহারা পূর্ব্বে বহু অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারই ফলে মিলে।

আমি বসিলাম। হঠাৎ দেখি পশ্চাৎ হইতে কে হাওয়া দিতেছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য! বহুদূরে লতা বৃক্ষ। তাহারাও যেন কাহার আজ্ঞায় নিকটে আসিয়া সেবা করিতেছে। বড় রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বতকে প্রণাম করিলাম। পর্ব্বতের আতিথ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সম্মুখে নীল চন্দ্রাতপ। কতই সুন্দর সে নীল বর্ণ—দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটিলনা। সেই চন্দ্রাতপ দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছি। যখন চেতনা আসিল তখন দেখি সেই চন্দ্রাতপের তলায় নৃত্য গীত হইতেছে। সেই ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য আবার অস্ফুটস্বরে গান—ভাষা বুঝিনা কিন্তু কত সুমিষ্ট যে লাগিল তাহা বলিতে পারিলাম না। পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে জলাশয়। তীরে একটি মাত্র তীরতরু জলাশয়ে আপনার মুখ দেখিতেছে। আতিথ্যের

স্থান হইতে ইহা দেখা যায় না। কিন্তু লিখিবার সময় মনে হইতেছে যেন সবাই নিঃশব্দে আপন আপন ভাবে কি যেন করিতেছে। পর্ব্বত ইহাদিগকে দেখিতেছে, আর পথিক আসিলে বলিয়া দিতেছে সেবা কর।

আমি অনেকক্ষণ বসিয়াছিলাম। সঙ্গীর মধ্যে একজন খুঁজিতে খুঁজিতে আড়াল হইতে দেখিয়া ফেলিল—ক্রমে আড়াল রহিলনা, আমিও দেখিয়া ফেলিলাম। পড়ন্তা লোকের সাড়া পাইয়া রাম আর রহিলেন না। আমিও উঠিয়া আসিলাম ভাবিলাম সর্ব্বদা তোমায় খুঁজিলেই বুঝি তুমি নানাভাবে দেখা দাও।

অমূল্য রতন।

সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।
অসার সামান্য ধনে
কিবা প্রয়োজন ?
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।
রাজার ভাণ্ডারে নাই,
যক্ষের মুখেতে ছাই——
এ রত্ন সামান্য নয়—
কামিনী কাঞ্চন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।
সর্ব্বভূতে জ্যোতির্ম্ময়,
নিত্য সে অনিত্য নয়,
অফুরন্ত চিদানন্দ
দুর্লভ স্বপন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।
ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি যার,
মহাশূন্যে নিরাকার,
অব্যক্ত সে অপূর্ব্ব মিলন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন

ফুল সে সুগন্ধ ছাড়ে,
পল্লবে নীহার পড়ে,
মলয়ে সে মৃদু পরশন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।

নিঃঝরিণী ঝর ঝরে,
সে গীতি গাহিয়া মরে
আকুল শ্যামল মাঠ
প্রীতি দরশন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।

বেদে সে ঝঙ্কার শুনি,
উপনিষদের বাণী,
অব্যর্থ সে সত্য সনাতন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।

কবির কল্পনা নহে,
সত্য সে অমৃত বহে,
সত্য-বন্ধু ঋষি-আহরণ।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।

চিত্ত শুদ্ধি সরলতা,
সর্ব্ব কার্য্য সফলতা,
নির্ব্বিকল্প একাগ্রতা
জীবন মরণ।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।

সাধ্যে সংখ্যা নাহি যার,
অমূল্য এ রত্ন হার,
যোগীর হৃদয় নিধি
কৌস্তুভ এ ধন।
সখাহে, তোমারে দিব
অমূল্য রতন।

———

Registered No. A 362

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কাশীধাম; মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা

আবাহন।

আমার এ নব বসন্ত বিফলে যে যায়,
তুমি এসহে তুমি এস
আমার ভগ্ন হৃদয়ের পরতে পরতে
তুমি বসহে তুমি বস।
এই পিক-মুখরিত অলি-গুঞ্জরিত,
এই মন্দ-মলয়-সমীর-সিঞ্চিত,
এই নব-পল্লব-পুলকিত
মম নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জে,
আমি পেতেছি হেথা রতন-আসন
রচিয়াছি হেথা কুসুম-শয়ন

আমার যত অভিলাষ যত আকিঞ্চন
সাজায়ে রেখেছি পুঞ্জে পুঞ্জে,
শুধু তুমি এসহে এস।
সব আয়োজন হইবে সফল,
পরাণে জাগিবে সঙ্গীত তরল,
সকলি অমিয় সকলি অমল,
ফুটিবে নয়নে হাসি।
(এ নয়নে) শুধু ও মুখ রাখিব,
(এ হৃদয়ে) শুধু ও ছবি আঁকিব,
মধুর সঙ্গীত শুনাব শুনিব,
সুখের সাগরে ভাসি॥
তুমি এসহে তুমি এস।
আমায় সকল ধনে করিও বঞ্চিত,
যত পার তত করিও লাঞ্ছিত,
হে চির-সুহৃদ্, হে চির-বাঞ্ছিত,
শুধু এক কথা রেখহে।
সব আকিঞ্চন দিওনা ভাঙ্গিয়ে,
সকল সম্পদ চরণে দলিয়ে,
সাধের কানন চির উজলিয়ে,
তুমি থেক তুমি থেকহে॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী।
হুগলীকলেজ।

—:*:—

ভক্তের জীবন।

কি সুধাময়, কি অমৃতময় জীবন ভক্ত জনের! মনে হয় এত সুখ বুঝি আর কোন জীবনে নাই—মনে হয় এত আনন্দ বুঝি আর কোন জীবনে হইতে পারে না। কোথাও বিরোধ নাই—ইষ্ট অনিষ্ট, শত্রু মিত্র, তিরস্কার

পুরস্কার সমান হইয়া গিয়াছে। কোথাও উদ্বেগ নাই—সম্পদে বিপদে, রাজদ্বারে শ্মশানে, লাভে অলাভে একই ভাব, একই আনন্দ। সর্ব্বদাই সুখ।

এত সুখ, এত আনন্দ কিসে হয়? কারে দেখিয়া এই আনন্দ সমভাবে থাকে?

ভক্তের সুখ ভালবাসিয়া। বেশ করিয়া দেখ বুঝিবে ভালবাসাই সুখ।

বলিতে পার ভালত একদিন সকলেই বাসিয়াছিল বা বাসিতেছে বা বাসিবে। সুখ ত থাকিল না। ভক্তের সুখ না চিরদিনই থাকে? ভক্তের ভালবাসা কিরকম যাহাতে চিরদিন এই সুখ থাকে?

ভক্তের ভালবাসা কোন কিছুর জন্য নহে। তোমার আমার ভালবাসা কোন কিছুর জন্য—তোমার আমার ভালবাসা প্রতিদান চায়, তোমার আমার ভালবাসার হেতু আছে। ভক্তের ভালবাসার হেতু নাই, ইহা অহৈতুকী। কোন কিছু চাই না, কোন কিছুর আশা রাখিনা, শুধুই ভালবাসি—এই ভালবাসা ভক্তের।

কিরূপে এই ভালবাসা হয়? ঠিক বলা যায় না কিরূপে হয়। তথাপি যদি বলিতে বল তবে বলি—যারেই কেন ভালবাসনা—যদি সর্ব্বত্র সে আছে এইটি বিশ্বাস করিতে পার তবেই ভক্তের ভালবাসা পাও।

এই ভালবাসার বস্তুটি শ্রীভগবান্। কোথায় তিনি নাই? আকাশে সমুদ্রে, পর্ব্বতে নদীতে, বৃক্ষে লতায়, ফলে পুষ্পে, প্রস্তরে পাষাণে, পক্ষীতে পশুতে, মানুষে দেবতায় কোথায় সে নাই? যারে অন্তরে ভাবনা করি, তারে বাহিরে সকল বস্তুর মধ্যেও যদি ভাবনা করি তবে ভক্তের ভালবাসায় পৌঁছান যায়।

যেমন করিয়াই ভালবাসা উৎপন্ন হউক না কেন, যদি তাহা কোন কিছুর জন্য না হয়, তবে সে ভালবাসা আর যায় না। কোন কিছুর জন্য হইলে তাহা কলঙ্কিত হইয়া চটিয়া যায়। তথাপি ভালবাসা এত ভাল যে কোন কিছুটা না চাওয়া যখন আবার হয়, তখন আবার পবিত্রতা ধারণ করে। আবার ভালবাসা আসে—আর চিরদিন থাকে। ইহার জন্য, তাহার জন্য শ্রীভগবান্‌কে ভালবাস, সে ভালবাসা থাকিবে না। শুধু শুধু ভালবাস—আর কোন কিছু ভালবাসার নাই বলিয়া ভালবাস—দেখিবে তুমি ভক্তের ভালবাসায় পৌঁছিয়াছ।

যে ভালবাসায় কোন কিছু চাওয়া আছে তাহা প্রবৃত্তিমার্গের ভালবাসা। এ ভালবাসা কলঙ্কিত। ইহা কাম। ইহা প্রেম নহে। প্রবৃত্তিমার্গের ইহলেও এটা ভালবাসা বটে। ইহা হইতে খণ্ড ভাবটা যদি ছুটাইতে পার তবে ভালবাসাই যে ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিবে।

খণ্ড ভাবটা কি না শুধু একটি স্থানে এই ভালবাসাটি আবদ্ধ এইটি মনে করা। ভালবাসাটি ভগবান্—আর ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন এই টুকু মানিয়া লও। এইটি সত্য কথা। আত্মা রসময়, আত্মা আনন্দময়—যেখানে চৈতন্য সেইখানে নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যই জগতে সর্ব্বত্র। বস্তুতঃ তিনিই অন্য যা কিছু দেখ, তাহা যাহাই হউক না কেন। শ্রীভগবান্ সকলের মধ্যে, সকলের মূলে, তাঁহার উপরেই অন্য সমস্ত খেলা করে। তুমি যদি এইটি মনে রাখিতে পার আমার ভগবান্ কোথায় নাই—তিনি শত্রুতে মিত্রে, তবে বল আর কি তোমার শত্রু মিত্র থাকে? যে তিরস্কার করিতেছে তার মধ্যেও তিনি, যে পুরস্কার করে তার মধ্যেও তিনি। এই ভগবান্‌কে নিজে হৃদয়ে রাখিয়া ভালবাস, অন্যের হৃদয়েও তিনি আছেন ভাবনা করিয়া ভালবাস; জীবন মধুময়, অমৃতময় হইয়া যাইবে, কোথাও বিরোধ আর থাকিবে না।

শুদ্ধ চিত্ত ভালবাসার স্থান। অশুদ্ধ চিত্তে ভালবাসা থাকেনা। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভালবাসা হইতে সঙ্কীর্ণতা বিগলিত হয় না।

চিত্তশুদ্ধি কার নাম? যে চিত্ত এইটি ভাল, এইটি মন্দ দেখেনা, এইটি ইষ্ট এইটি অনিষ্ট বোঝে না, এইটি লাভ এইটি অলাভ গণেনা তাহাই শুদ্ধ। যে চিত্তে অনুরাগ ও দ্বেষ নাই তাহাই শুদ্ধচিত্ত। সকলের মধ্যেই আমার শ্রীভগবান্ আছেন ইহা দেখিলে আর রাগ দ্বেষ কাহার উপর করিবে? বালকে বৃদ্ধে, পুরুষে প্রকৃতিতে, শত্রুতে মিত্রে, সুন্দরে কুৎসিতে—সর্ব্বত্র যে সেই। দাঁড়াইয়া কোথায় রাগ দ্বেষ করিব? সর্ব্বত্র সে আছে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধিজন্য সহজ উপায় কর্ম্ম করা।

কর্ম্ম করিয়া কখন সুখ পাইয়াছ? যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার জন্য কর্ম্ম করায় বড় সুখ। শুধু কর্ম্ম করা কেন তাহার জন্য কষ্ট করাতেও সুখ আছে।

কর্ম্ম করায় বড় ক্লেশ সবাই বলে। ভালবাসিয়া কর্ম্ম করেনা তাই ক্লেশ হয়। নতুবা কর্ম্মও সুখের।

এই সুখের জন্য দুই প্রকার উপায় আছে। শ্রীভগবানের নামরূপ হৃদয়ে রাখ—তাহা জপ কর ধ্যান কর—এইটি মানসিক কার্য্য। কিন্তু বাহিরে যদি তাহার জন্য সেবারূপ কর্ম্ম না কর তবে শুধু মনের কর্ম্ম করিতে তুমি সমর্থ হইবেনা। অভ্যাস মত নাম জপ করিবে বা মূর্ত্তি ধ্যান করিবে, কিন্তু তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিবেনা। শুধু বৈদিক কর্ম্মে হইবেনা, লৌকিক কর্ম্মে দ্বারা তোমার চিত্তকে প্রশস্ত করিতে হইবে—লোক সঙ্গে ভগবান্ আছেন স্মরণ করিয়া লোকসেবা করিতে হইবে, তবে তোমার ভালবাসার বস্তুটি যে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন এই অনুভবে তুমি আসিতে পারিবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। গরীব দুঃখীকে খেতে দেওয়া—এটা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত, বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে। কিন্তু বড় মানুষ লোকে মনে করে আহা! গরীব মানুষ উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায়না, তাদের আহার দিলে তারা বড় সন্তুষ্ট হইবে। যদি এই ভাবিয়া আহার দাও তাতে তোমার বেশী কি হইল? গরীবকে এক দিন আহার দিয়া তুমি তার কোন দুঃখ দূর করিলে? কিন্তু যদি ভাব আমার ভগবান্ ইহাদের মধ্যেও আছেন, গরীব বড় মানুস সবার ভিতরেই তিনি, আমি এই ভাবে আজ ভগবান্‌কে সেবা করিতেছি তবেই তোমার হৃদয় প্রসারিত হয়। নতুবা তুমি গরীবের উপর দয়া করিতেছ এই অহং বোধে তোমার অনিষ্টই হয়, গরীবেরও বিশেষ উপকার তোমার দ্বারা হয়না।

ভক্ত হইয়া নিজের হৃদয়ে জপ ধ্যানে ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে সচেষ্ট হও, আবার সর্ব্বলোকের জন্য কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বহৃদয়স্থ ভগবান্‌কে সেবা কর, তুমি কর্ম্মেও সুখ পাইবে, ধ্যান জপেও রস পাইবে। আর কর্ম্মটি বাদ দাও তোমার জপ ধ্যান তোমার চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারিবেনা—তুমি রস পাইবেনা বলিয়া প্রকৃত জপ ধ্যান রাখিতেও পারিবেনা।

স্বামী বা গুরু যদি তোমার ভালবাসার বস্তু হয়, আর যদি তুমি জীবনকে আনন্দময় করিতে চাও, তবে জপ ও ধ্যান দ্বারা স্বামী গুরু বা ইষ্ট দেবতাকে ভিতরে স্পর্শ করিতে যত্ন কর, বাহিরে কখন স্পর্শ করিওনা, বাহিরে শুধু সেবা করিয়া যাও, তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত কর, রন্ধন কর, সকল কার্য্য কর। স্বামী গুরু বা মন্ত্র তিনই এক, তিনই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ই সর্ব্ব জীবে, সর্ব্ব বস্তুতে আছেন ভাবিয়া সর্ব্ব জীবের জন্য কার্য্য কর। পরে তোমার

কর্ম্মও থাকিবেনা। ভিতরে সর্ব্বদা সঙ্গ করিয়া তুমি ধারণা ধ্যান সমাধিতে স্থিতি লাভ করিবে। তোমার জীবন মধুময় হইয়া যাইবে। ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য আসিবে, তখন শ্রীভগবান্ বাহিরে যাহা করান তাহাই আনন্দ।

চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেলে যখন সর্ব্বজীবে সে আছে অনুভবে আসিবে, যখন নিজের হৃদয়ে তাহাকে দেখিবে, তখন তুমি কি হইবে একবার ভাব দেখি? এই হইলে তোমার ভালবাসা পূর্ণ হইবে।

যে ভালবাসিয়াছে কতসুখ তার! যারে ভালবাসি তারে সাজাইয়া সুখ, তার জন্য সাজিয়া সুখ! তারে খাওয়াইয়া সুখ, তার জন্য খাটিয়া সুখ। তারে দেখিয়া সুখ, তারে দেখাইয়া সুখ, তারে সেবা করায় সুখ, তার সেবা লওয়ায় সুখ। তার জন্য কাঁদিয়া সুখ, তারে কাঁদাইয়া সুখ—দুঃখ আর থাকেনা, সবই সুখ হইয়া যায়।

লোকে বলে যে ভালবাসা পায় তার সুখ নাই, যে ভালবাসে সেই সুখ পায়। কথাটি ভুল। ভগবান্কে ভালবাসিয়া ভক্তের সুখ যত, ভক্তের ভালবাসা পাইয়া ভগবানের সুখ তদপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক। সাধুর মুখ হইতে ভগবানের কথা শুনিয়া সাধকের যত সুখ, সাধুর সুখ তদপেক্ষা অনেক বেশী—যদি জড়বস্তুর সুখ জানিতে মানুষ সক্ষম বলা যায়, তবে বলিতে পারা যায় মধু পান করিয়া ভ্রমরের যত সুখ মধু দান করিয়া পুষ্পের সুখ তদপেক্ষা কোটি গুণে অধিক।

———:———

বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।

১। যে আমার ভাবনা করে তাহার অন্য ভাবনা আমি রাখিনা।

২। তোমার মন বহু ভাবনা তুলিয়া তোমায় ভয় দেখায়, আমি তোমায় নির্ভয় করিতেছি। আমাতে আত্মসমর্পণ কর—মনকে জয় করিতে পারিবে।

৩। আমি ভবরোগবৈদ্য। আমার ঔষধ আমার নাম। এই নাম তোমায় দিতেছি। তুমি এই ঔষধ নিত্য সেবন কর। সর্ব্বদা সেবন কর।

নিয়ম করিয়া সেবন কর। অনিয়মেও সেবন কর। তোমার অন্ত ভাবনা-রোগ সারিয়া যাইবে।

৪। বিশ্বাস রাখ আমার নামেই তোমার ভবরোগ সারিবে। বহুবিধ ভাবনায় ভীত হওয়াই তোমার ভবরোগ। আমার নাম কর, আর বল আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। নামকে ভ্রূজ্যোতি মধ্যে বসাইয়া "আমি তোমার" "আমি তোমার" বলিতে বলিতে মনে মনে প্রদক্ষিণ কর। মনের উত্তপাত সরিয়া যাইবে।

৫। মনে মনে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া অন্তর্জ্যোতির চারিধারে শ্রীচরণ দেখিতে দেখিতে প্রদক্ষিণ কর—প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নাম কর, নাম করিতে করিতে প্রণাম কর, প্রতি প্রণামে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও। রোগ সারিবে। শারীরিক ব্যাধিও সারিবে, মানসিক ব্যাধিও সারিবে। বিশ্বাস রাখ সারিবেই। অন্য চেষ্টা করিওনা।

৬। বিশ্বাসে সন্দেহ রাখিওনা। যদি সন্দেহ থাকে বিলম্বে কার্য্য হইবে। তথাপি নাম কর অবিশ্বাস দূর হইবে। দূর হইবেই। নির্ভীক চিত্তে নাম কর—সন্দেহ শূন্য হইয়া নাম কর, প্রণাম করিতে করিতে নাম কর, প্রদক্ষিণ করিয়া করিয়া নাম কর, তোমার কোন রোগ থাকিবেনা। তুমি আনন্দ পাইবে। আনন্দই অমরত্ব।

৭। অন্তরে আমায় রাখ, সর্ব্বদা রাখ। বাহিরে সকলের মধ্যে আমি আছি নিশ্চয় জানিয়া সকলকে মনে মনে সম্মান কর। যথাযোগ্য জনে বাহিরে সম্মান দেখাও। যতটুকু সাধ্য "আমি আছি" বোধ করিয়া কর্ম্মদ্বারা লোক সেবা কর।

৮। রুষ্ট জনেও আমি আছি স্মরণ করিয়া আনন্দ কর, তুষ্ট জনেও আমি আছি স্মরণ করিয়া আনন্দ কর। শত্রু, মিত্রে সর্ব্বত্র আমি আছি স্মরণে আনন্দ কর, তিরস্কারে পুরস্কারে আমি আছি স্মরণ করিয়া সমভাবে আনন্দে সহ্য করিয়া যাও।

৯। দরিদ্র যাহা চায় দাও। দরিদ্রের মধ্যে আমি আছি ভাবিয়া দাও। দরিদ্রের মধ্যে থাকিয়া আমি খেলা করিতেছি ভাবিয়া দাও। দয়া করিতেছ ভাবিয়া দান করিওনা। আমাকে দিতেছ ভাবিয়া দাও—আমি তোমায়

আবার দিয়া দিও। তোমার কোন ক্লেশ থাকিবে না। তোমার দানের গ্রহীতা আমি এই ভাবিয়া দান কর। ইহা ভুলিয়া যাইও না। দানে অভিমান আসিলেই অমঙ্গল।

১০। পীড়িতের সেবা কর, বিপন্নের সেবা কর আমি সকলের মধ্যে আছি স্মরণ করিয়া সেবা কর, তুমি আমার সেবা করিতেছ বুঝিতে পারিবে। এ আমার খেলা ইহা বিস্মৃত হইও না।

১১। জিজ্ঞাসুকে সৎ উত্তর দান কর—আমি তাহার মধ্যে আছি স্মরণ করিয়া সম্মানের সহিত আমার শাস্ত্র ব্যাখ্যা কর। অশ্রদ্ধা করিয়া কিছু বলিও না। ভালবাসিয়া বল। বিরক্ত হইয়া বলিও না। আমি তাহার মধ্যে আছি জানিয়া আমার কাছে বলিতেছ মনে রাখিয়া আনন্দে তোমার মনের কথা বল—তুমি যাহা নাও জান আমি তোমার মুখ হইতে তাহা বাহির করিব।

১২। অন্যের মধ্যেও যেমন আমি আছি তোমার মধ্যেও সেইরূপ আমি আছি। তোমার মধ্যের আমি অন্যের মধ্যের আমির সহিত খেলা করিতেছি। তুমি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নও ইহা বুঝিয়া সকল কার্য্য কর। অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া আমি করাইতেছি ভাবিয়া কার্য্য কর।

১৩। ভিতরে জপে ধ্যানে আমার সেবা কর বাহিরে সকলের জন্য কার্য্য করিয়া আমার সেবা করিতেছ স্মরণ কর। আনন্দে থাকিবে। অমর হইবে।

১৪। নিষিদ্ধ কার্য্য জান, জানিয়া যে নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে উপরোধ করে তাহার দিকে চাহিয়া আমায় স্মরণ কর। আমার মায়ার রঙ্গ জানিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আনন্দ কর



Registered No. A 362

তৃতীয় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, চৈত্র। [[illegible] সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক——শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কাশীধাম; মহালক্ষ্মী যন্ত্রালয়,

শ্রী[illegible] কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



ওঁ শ্রী আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৩য় বর্ষ] ১৩১৫ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা

মঙ্গল আরতি।

তুমি কি এসে ছিলে আপন মনে?
আরতি করে যারে ত্রিভুবনে।
চন্দনে চর্চ্চিত—ফুল ত কাছে ছিল
সরযূ নেচে নেচে—নিকটে ধেয়ে এল
চরণে মঞ্জীর পড়িল নয়নে
হলোনা তবু পূজা কি জানি সরমে
কি জানি কি হ'য়ে গেল কি জানি কি ভুল হ'ল
পরাণ লুটাইল চরণে
তুমি কি এসে ছিলে আপন মনে?
সেত আজ কত দিন গিয়াছে চলিয়া
এখনও চ'খে কেন রয়েচে মিশিয়া
সে ছবি মনোহর ব্রহ্মদ্বারোপর
তখন চিনিনি কেন আপনা ভুলিয়া
এখন বলিবা কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া

সেইত এসে ছিল সরযূ সিনানে
আরতি করে যাবে এ তিন ভুবনে।
যার তরে ফুটে ফুল
গগনে রবি তারা
তাপস অবিরাম ডাকিয়া হয় সারা
ছাইয়া নীলনভ দাঁড়ায়ে যেইজন
ভরিয়া সব হৃদি রয়েচে সেইজন
কপালে দীপক মোহন মুরতি
পঞ্চ প্রাণ করে মঙ্গল আরতি
চরণে প্রাণ যদি মিশিয়া রহিল
চল চল আর বার সেথায়ে লয়ে চল
মনে মনে সব জনে পরণাম স্মরণে
সেইত সদা ভাসে মঞ্জীর চরণে ॥

তুমি কি শ্রীহরি ?

(১)

কে তুমি ত্রিভঙ্গ তনু রথের উপর ?
নবীননীরদনিন্দী শ্যাম কলেবর।
পরিধান পীতবাস,
অধরে মৃদুল হাস,
বঙ্কিম যুগল আঁখি বনমালা গলে
শিখি পুচ্ছ সহ চূড়া শোভে বনফুলে।

(২)

কে তুমি ত্রিভঙ্গ তনু দাঁড়ায়ে বিমানে,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভিছে চরণে।
মোহন বাঁশরী করে,
ভৃগু পদ হৃদি পরে,

নব নটবর বেশ মানস মোহন।
তুমি কি অনাথনাথ পতিতপাবন ?

(৩)

তুমি কি হে মথুরেশ কংসনিসূদন ?
তুমি কিহে ব্রজেশ্বর রাধিকারমণ ?
ওই যে তোমার বামে
দাঁড়ায়ে বঙ্কিম ঠামে
তপতহেমগৌরাঙ্গী রমণীর সার।
ইনি বুঝি প্রেমময়ী রাধিকা তোমার ?

(৪)

তুমি কিহে দামোদর দৈত্যকুলঅরি
তুমি কি ত্রিতাপ হারী ভক্তপ্রাণ হরি ?
পাপহারী যদি তুমি,
পরম পাতকী আমি,
কৃপাকরি পাপ মোর কর বিমোচন,
ঘুচে যাক ভবধাঁধাঁ সংসারবন্ধন।
তুমি কি পার্থসারথি শ্রীমধুসূদন ?
করেছিলে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ।
কি আছে কি দিব আমি
আমি আছি—এই "আমি"
বড় ইচ্ছা আছে প্রভু সঁপিবারে চরণে।
এস এস দেব আজি মোর হৃদি আসনে॥

কুমারী শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী

——*——

বেশী কি।

আর বেশী কি হবে
এই দেহটা যাবে
তা যাক্ যায়না যাহা নিকটে তোমার
কোন্ ফল সেবে তায় হইবে আমার
যারে ভুলে তোমা পাই
যে থাকায় সুখ নাই
মনে মনে পদে পদে প্রদক্ষিণ নিতি
মনে মনে তুলে ফুল প্রণাম আরতি
এই করিলাম ব্রত
মন রাখি অবিরত
চরণে তোমার সদা ফুল তুলি দিব
পূজা সাঙ্গে কথা কবে তাহাই শুনিব
তবে দেহ যায় যাক্ যাবেইত একদিন
এটা ভুলে তোমা লয়ে থাকা সুখ চিরদিন।

কর্ম্ম হওয়া না হওয়া—চিত্তের প্রসন্নতা।

মানুষ ভাবে কর্ম্ম করিয়াই সুখী হইব। কাজেই যেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে সুখ হয় তেমন করিয়া কর্ম্ম করিতে না পারিলে দুঃখী হইয়া যায়। কিন্তু কর্ম্ম না করার যে সুখ তাহা দুই চারিটি ভাগ্যবান্ ব্যতীত আজ কালকার দিনে জগতে কেহই যেন ধারণা করিতে পারেনা। অপরিসীম সুখ কর্ম্মশূন্য অবস্থায়—নৈষ্কর্ম্ম্যে বা জ্ঞানে; ইহা অনুভব করিবার লোক বিরল হইয়া আসিতেছে। এই জন্য সমাধিমগ্ন যোগীকে বা কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানীকে মানুষ নানা প্রকার দোষ দেয়।

আমরা কর্ম্মত্যাগের কথা "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইহার কথা বলিব না। বলিব কর্ম্ম না করিতে পারিলে যে চিত্ত অপ্রসন্ন হয় তাহার প্রতীকারের কথা। যাহারা শাস্ত্রমত কোন কর্ম্ম করেনা—যাহারা

স্বেচ্ছাচারী তাহাদের কথাও বলিব না। কর্ম্মশূন্য অবস্থা যাঁহাদের তাঁহারা বিচারবান্, জ্ঞানী। স্বেচ্ছাচারী যাহারা তাহারা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী মূর্খ সংসারী; যাহারা শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা সাধক।

সাধকদিগের উপকার জন্য আমরা কিরূপে চিত্ত প্রসন্ন রাখিতে হয় তাহাই বলিতেছি।

সাধক যাঁহারা তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি তাহা জানেন। তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারেন না। পাটোয়ারী বুদ্ধি করিয়া বিষয় সেবাকেও ভগবৎ ইচ্ছা বলিতে তাঁহারা মর্ম্মে মরিয়া যান—কারণ উহাতে ইন্দ্রিয় সুখ রূপ কপটতা আছে। তাঁহারা ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন—করিয়া কার্য্য করেন এবং সর্ব্বদা বলেন আমার দ্বারা কিছুই হইবেনা প্রভু আমি চেষ্টা করিতেছি মাত্র; প্রাণপণ করিতেছি কিন্তু তুমি করিয়া দাও প্রভু! কাজেই যে দিন ভাল হইল সে দিনও উন্মত্ত হওয়া নাই আর যে দিন হইলনা সে দিনও দুঃখ নাই—আজ তুমি করাইলে আজ তুমি করাইলে না এই ভাবিয়া তাঁহারা সাম্য অবস্থায় থাকেন।

চরিত্র।

১। হে যুবক! তোমার সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র সমূহ পতিত রহিয়াছে। পরে পরে উন্নত অবস্থা তোমাকে লাভ করিতে হইবে। তুমি যদি উন্নত হইতে না চাও তবে জানিও তোমার জীবন বৃথা। উন্নত না হইয়া জীবন ধারণে ইচ্ছা করা অপেক্ষা পৃথিবী হইতে তোমার নাম মুছিয়া যাওয়াই ভাল।

২। চরিত্র উন্নত কর তবে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। চরিত্র উন্নত কর পিতা মাতার নাম উজ্জ্বল হইবে। মাতা তোমার মত পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রকৃত যশস্বিনী, সমাজ তোমার মত যুবকের চরিত্র সকলকে দেখাইয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত; দেশ তোমার মত রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র পূজিত। চরিত্র উন্নত কর তুমি এই দুঃখী জগৎকে উন্নত করিয়া গেলে—তুমি সহজে ইহা অপেক্ষা উন্নত জগতে গিয়া—ইহা অপেক্ষা পবিত্র জীবের সঙ্গ করিয়া আরও উন্নত হইতে থাকিলে। এ উন্নতির দিকে যে লক্ষ্য রাখে না, পিতা মাতা বংশ সমাজ জাতি ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য যে উন্নত হইতে চায় না, সে অসার পাপীর কলঙ্কিত জীবনে কি কোন প্রয়োজন আছে? কীটের ব্রণাস্বাদনের মত তাহার জীবনভোগ নিতান্ত ঘৃণিত।

যে যুবকের চরিত্রে পিতামাতার মস্তক লজ্জায় অবনত হয়, যে যুবক নিজের ঘৃণিত ব্যবহারে জাতির উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে, কুল অপবিত্র করে, সেই অসার জীবন পৃথিবী হইতে লোপ হইলেই জগতের পবিত্রতা রক্ষা হয়।

৩। সত্যবাদী হও। অন্তরের ভাব গোপন করিয়া, 'যে আজ্ঞা,' 'তা ত বটেই,' 'তাইত ঠিক,' নিজের ঘৃণিত স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য এই সমস্ত জঘন্য বাক্য প্রথমেই ত্যাগ কর।

৪। ক্ষমতাবান্ জঘন্যচরিত্র বয়োবৃদ্ধের সহিত ব্যবহারে যখন দেখিবে সরল ভাবে কার্য্য করিতে তুমি পার না সে ক্ষেত্রে সাবধান হও। মিথ্যা কথা কহিও না, অসার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কপট ব্যবহার করিও না—সরল ভাবে মনের কথা প্রকাশ করিতে যখন পারনা তখন কিছুই উত্তর করিও না। যেখানে মিথ্যা কহিতে হয় সেখানে চুপ করিয়া থাক। যদি সে জন্য তোমাকে ক্লেশ ভোগ করিতেও হয়—সত্য স্বরূপ ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া যাতনা ভোগ করিয়া যাও। সত্য কথাই ভগবানের প্রিয় জানিয়া মিথ্যা কথা হইতে বিরত হও, মিথ্যা ব্যবহার হইতে দূরে থাক, সরল ব্যবহার করিতে পারিতেছ না বলিয়া কপট ব্যবহার করিও না। ভগবান্ তোমায় বল দিবেন—তাহা তুমি অনুভব করিতে পারিবে। ধৈর্য্য ধরিয়া যাতনা সহিয়া সাহস করিয়া মনে মনে বলিও ভগবান্! তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি সত্যবাদী হইব, কপট হইব না—তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি এই মিথ্যাবাদী কপট বয়োবৃদ্ধের হৃদয়ে উদয় হও—এই স্বার্থান্ধ গুরুজনের অন্তরে উদয় হইয়া ইহাকে সরল করিয়া দাও, ইহাকে পবিত্র করিয়া দাও—যেন আমি গুরুজনকে সত্যভাবে অকপটে ভক্তি করিতে পারি—ইহাই চিন্তা করিয়া স্থির থাক। এই অভ্যাস একদিনে হইবে না—পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে থাক। প্রথম প্রথম একবারেই হইবে না। পদস্খলন হইলেও ত্যাগ করিও না। পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও অভ্যাস করিতে থাক—পারিবেই। যতদিন না পার ততদিন অভ্যাস কর—হইবেই। যে আজ্ঞা, তা ত বটেই, তাইত ঠিক—এইরূপ কথায় সায় দেওয়া একেবারেই ত্যাগ কর। খোসামুদিয়া বাক্য কখন জিহ্বায় উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিও না। কোন প্রতিবাদও করিও না। স্থির থাক। চুপ করিয়া থাক। যে জোর করিয়া তোমায় মিথ্যা ব্যবহার করাইতে চায়—সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া ঈশ্বর স্মরণ কর। তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন।

৫। ঈশ্বর ভিন্ন জটিল বিপদের অবস্থা হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।

৬। নিজের হৃদয়ে ভগবান্‌কে স্মরণ না করিয়া কেহ সরল হইতে পারে না—কেহ মিথ্যা ব্যবহারের হাত এড়াইতে পারে না।

৭। ভগবানের নাম গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া কেহ সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে পারে না, কেহ সর্ব্বদা সত্য কথা কহা অভ্যাস করিতে পারে না, কেহ যথার্থ চরিত্রবান্ হইতে পারে না। তুমি ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরিত্রবান্ হইতে প্রাণপণ কর।

৮। সত্যকথা কওয়া, সরল ব্যবহার করা, কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া—ঈশ্বরের আশ্রয়ে না থাকিলে হইবেই না। সেই অন্তর্য্যামীর আশ্রয় ভিন্ন কেহ কথন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

৯। যে হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ের রাজা দাঁড়াইয়া আছেন স্মরণ করিতে না পারে—যে এই আকাশে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বানভূঃ পুরুষ আছেন বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিতে অভ্যাস না করে—যে হৃদয়ে সেই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বানভূঃ পুরুষের আশ্রয়ে না আসিতে অভ্যাস করে তাহার বুদ্ধি কথন যথার্থ সত্যপথে চলিতে পারেনা, সে কথন কুটিল ব্যবহার হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেনা, সে কথন পবিত্র সত্যের পথে চলিতে পারেনা। সত্যবাদী হওয়ার, চরিত্রবান্ হওয়ার, যথার্থ উন্নত হওয়ার আর অন্য পথ নাই। যত্ন পূর্ব্বক শ্রুতির এই রমণীয় উপদেশ কণ্ঠে ধারণ কর।

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানভূঃ

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানভূঃ

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

১০। ঈশ্বরপরায়ণ হইবার জন্য প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় পবিত্র হইয়া তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহার পূজা কর। বিধি পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্য অগ্রে করিয়া কাতর প্রাণে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর—যেন আমি তোমায় সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি, যেন আমার হৃদয়ের রাজাকে হৃদয়ে ও বাহিরে এক ক্ষণকালও বিস্মৃত না হই। যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া লোকব্যবহারে কার্য্য করিতে পারি।

১১। এই স্মরণ অভ্যাস জন্য উপাসনা পূজাকালে ত্রিসন্ধ্যায় প্রথমে ও শেষে জপ অভ্যাস করা এই দুরন্ত কালের নিতান্ত উপযোগী।

১২। এইরূপ না করিলে যখন চরিত্রবান্ হওয়া যায়না তখন সর্ব্বাপেক্ষা ইহাকেই গুরুতর কর্ত্তব্য জানিয়া ইহা সম্পাদন করিতে প্রাণপণ কর। তোমার সমস্ত কার্য্য সেই পরম পুরুষ শক্তি দিয়া তোমায় করাইয়া দিবেন। স্ত্রী হও বা পুরুষ হও ইহা বিস্মৃত যদি হও স্ত্রী হইলে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না—শত ব্যভিচার জীবনে হইয়া যাইবে—পুরুষ হও সত্যবাদী চরিত্র-বান্ কখন হইতে পারিবে না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। এস এস মক্ষিকার ব্রণাস্বাদনজীবন ত্যাগ করিয়া উন্নত জীবনপথে চল। ভগবান্ আমাদের মঙ্গল করুন।

পদ্মা-সৈকতে।

(চিন্তা।)

সে দিন বেলা তখনও দুই দণ্ড ছিল। পশ্চিম গগনে দিগ্‌বধূ নীল, লোহিত, কর্ব্বুর, ধূম্, পাটল রঞ্জিত বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া সূর্য্যাস্তগমনপ্রতীক্ষায় আবেশ—মগ্না।

দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে পদ্মা-সৈকতে বাহির হইলাম। দেখিলাম উপরে অনন্ত আকাশ—নিম্নে অনন্ত তরঙ্গমালা বিক্ষোভিত অশ্রান্ত পদ্মা। উভয়ের এক অপূর্ব্ব সংমিলন। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণমালায় বিশ্ব মন্দিরের গম্বুজ উদ্ভাসিত। পদ্মাও সে প্রতিবিম্ব বক্ষে লইয়া শততরঙ্গভঙ্গে ক্রীড়োৎফুল্লা। বিস্ময়ে একবার উপরের দিকে চাহিলাম; আর একবার নিম্নের দিকে চাহিলাম। বিশ্বম্ভরের বিশ্বমূর্ত্তি যেন মুহূর্ত্তের জন্য মানসচক্ষে দেখিয়া লইলাম। সঙ্গীতাচার্য্য কবি তানসেনের মধুর সঙ্গীতটী অমনি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল।

"প্রভাকর, ভাস্কর, দিনকর, দিবাকর
ভানু প্রঘট বিহান।
তেরি উদয়িতে পাপ তাপ ছুটে—
ধর্ম্ম, কর্ম্ম নিয়ম হোয় গুরু জ্ঞান ধ্যান॥
ঋক্ মকায়ত জগত পর জগ চক্ষু জ্যোতিরূপ—
কশ্যপ সুত, জগতে কি প্রাণ।
কহে তানসেন, প্রভু জগত কবাট খুলত
দিবে বিদ্যাদান॥"

সুকবি সুগায়ক তানসেন বোধ হয় এ মধুর সঙ্গীতটী প্রভাতবর্ণনেই গাহিয়া ছিলেন। আমার কিন্তু উল্টা হইল। যাঁহারা সঙ্গীতবিদ্যাসুনিপুণ, তাঁহারা হয়তো, ইহাতে আমার একটা বড় ত্রুটী লইবেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অবশ্যই রাগিণীর একটা কালাকাল নির্দ্দেশ আছে। আমার কাছে তাহা নাই। চম্পক গন্ধ উগ্র বেহাগ রাগিণীর মাদকতার ধার আমি আদৌ ধারিনা। উদাস ভৈরবী আমার নিত্য সঙ্গিনী। সুতরাং উদয় অস্তে আমার কাছে তত তফাৎ নাই।

দেখিতে দেখিতে দিনদেব বিশ্বমন্দিরের গম্বুজোপরি সে সোনালী ঝিকি মিকি কিরণের লেশটুকু মুছিয়া লইলেন। সন্ধ্যাও সেই অবসরে তাড়কা রাক্ষসীর মত জগৎকে গ্রাস করিল। তখন আর একবার উপরের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম দুই একটী তারকা সলজ্জ বধূর মত অবগুণ্ঠনান্তরালে ঈষৎ বক্রকটাক্ষে আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। নিম্নে চাহিলাম কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। কেবল মাত্র কলকলায়মান পদ্মার তরঙ্গাভিঘাত সদ্যঃ নিদ্রোত্থিতের কর্ণে বংশীধ্বনির ন্যায় অথবা বসন্তের স্নিগ্ধহিল্লোলবিকম্পিত কোকিলের মধুর কূজনের ন্যায়, আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কত জন্মের পুরাতন স্মৃতি, কত হারান গীতি, অতীতের কুহেলিকাময় প্রদেশ হইতে কে যেন আমার হৃদয়ে টানিয়া আনিল। মনে মনে ভাবিলাম এইরূপ একদিন আমারও জীবনের শেষ আলোটুকু কোথায়, কোন্ কালসন্ধ্যায় একেবারে মুছিয়া যাইবে। একটু চিহ্নও থাকিবে না। তবে কেন এ বন্ধন? কেন এ চক্রে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রবৃত্তের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই? অনন্ত প্রাণি-সমুদ্রে আমি ও না কেন, একটা ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত মিশিয়া যাই? সমস্ত জগৎ, সমুদয় মনুষ্যসমাজ, ছাড়িয়া আমি কেন এ ক্ষুদ্র গৃহে আমার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করি? ইচ্ছা নাই তবুও করি। একি স্বপ্ন!

কি জানি কি এক মোহের শৃঙ্খল, কি জানি কি এক জন্মান্তরীণ স্মৃতির দুশ্ছেদ্য আকুল বন্ধন, এই আমিত্বরূপ ক্ষুদ্র পাখিটিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে তার পূর্ব্ব স্বাধীনতার কথা বহুকাল বিস্মৃত প্রবাসীর স্বদেশ স্বপ্নের ন্যায় জাগিয়া উঠে। তখন সাধ হয় কত কোটী জন্ম পূর্ব্বে যেমনি করিয়া ঐ নীলিমামণ্ডিত উজ্জ্বলহীরকরাজিখচিত বিচিত্র নীলাম্বরবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে গাহিয়াছিলাম, আর একবার তেমনি করিয়া অনন্তের

কোলে বসিয়া অনন্তের গান গাই। এ সাধ কি আমার মিটিবে না? মিটিবে কিনা কে বলিবে। পক্ষ আছে উড়িতে পারি, কণ্ঠ আছে গাহিতে পারি, কিন্তু পিঞ্জর দুর্ভেদ্য; নিজেও শক্তিহীন। তাই স্বতঃই যেন হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে গাহিয়া উঠে—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে,
কিংবা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ বিধি পুরাইবে।"

ধ্বংস প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। ম্যাছিডোনের কথা আজ কেহ স্বপ্নেও ভাবেনা। রোমের ইতিহাস, দিল্লির ইতিহাস এখন কাব্যের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। আজ যাহা সৌধ-কিরীট-মালিনী, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-শালিনী, অনন্ত ঐশ্বর্য্য-বিলাসিনী নগরী, কাল তাহা শৃগাল কুকুরের আবাসভূমি, তাই বলিতেছিলাম ধ্বংস প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয়, অপরিহার্য্য নিয়ম। কিন্তু ইহা কি সেই পরমকারুণিক, সর্ব্বসুমঙ্গলময়ের ইচ্ছা? নিদাঘদিনান্তে দিগন্ত-বিলম্বিত প্রলয়মূর্ত্ত মেঘের মধ্যে যেমন তাপদীন ধরাবক্ষে নববারিসঞ্চারের স্নিগ্ধ আশা সঞ্চিত থাকে, তেমনি যাহা আপাততঃ অমঙ্গলময় প্রতীয়মান হয়, তাহারি মধ্যে মঙ্গলের বীজ উপ্ত থাকে। তাই মনে হয় ধ্বংসও মঙ্গলের অন্যতম পথ।

পাপীর ধ্বংস মঙ্গলের জন্য ইহা সহজেই বোধগম্য; কিন্তু পুণ্যাত্মার ধ্বংসেও কি তাই? ইহার উত্তর গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই দিয়াছেন।

"তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"

পুণ্যাত্মা তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের সৎকার্য্য মূলধন লইয়া জন্মান্তরে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ইহা ভগবানের উক্তি—অবিশ্বাসের হেতু নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে—ভগবানের উক্তি তবে পাপীর পক্ষেও সম-নিয়মে খাটিবে না কেন? তাহারা জন্মান্তরে পৃথিবীকে আরও কলুষিত ও পাপভারাক্রান্ত করিবে। কথাটা উভয়তঃ ঠিক্। কিন্তু ইহাও ঠিক্ পাপের জয় ক্ষণিক, অনেক সময়ে ভোগের অবসর থাকে না। ক্ষণকালের জন্য পাপী পুণ্যাত্মার অদম্য উৎসাহও ব্যর্থ করিয়া দিয়া থাকে, কেননা পুণ্যের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে, এবং পুণ্য অপেক্ষা পাপের প্রলোভন অনেক বেশী। ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ পাপী পুণ্যাত্মাকে কিছু সময় ঢাকিয়া রাখিতে পারে।

কিন্তু শেষে যেমন সেই বিষ্ণুপাদাগ্রসম্ভূতা, পুণ্যতোয়া, প্রেমপ্রবাহ জাহ্নবী মদমত্ত ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, পুণ্যাত্মাও সেইরূপ পাপীকে বিধ্বস্ত ও বিত্রস্ত করিবে। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। পাপীর জয় ক্ষণিক, আর পুণ্যাত্মার জয় অনন্তকাল স্থায়ী।

মানব আকাঙ্ক্ষার দাস। প্রত্যেকেই এক বা ততোধিক আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া ভবিষ্যতের সেই অজানিত তমোময় প্রদেশে ছুটিয়াছে। তবে আমি যাইব না কেন? কিন্তু, যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে—যাহা পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে হৃদয়কে এক অব্যক্ত অসহনীয় যাতনায় সংপীড়িত করে, এমন আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। তবে যে আকাঙ্ক্ষায় ঐ পদ্মা ছুটিয়াছে, যে আশায় কোকিল পঞ্চমে গাহিয়া উঠে, যে লাভে সৌর জগৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া মরে, যে সুখে পতঙ্গ জ্বলন্তঅনলে জীবন ঢালিয়া দেয়, আমারও সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই আশা, সেই লাভ, সেই সুখ।

প্রকৃতির বৈতালিকগীতে যখন প্রথম নয়নোন্মীলন করিলাম, জানিনা তখন আমি সুখী কিনা। কিন্তু মনে পড়ে কিছুদিন ধরিয়া যেন আমার জীবনতরণীখানি আশার বিমলকিরণঝলসিত সেই কালসিন্ধুবক্ষে ধীরে ধীরে বাহিয়াছিলাম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে স্মৃতিটুকু যেন আর মুছিবার নহে। জানিনা সহসা কোন্ যাদুমন্ত্রে আজি এই শুষ্কবৃন্তে সেই স্বপ্নফুল ফুটিল। স্বর্গীয় পারিজাত সৌরভে দিঙ্মণ্ডল মোহিত করিল। আবার সেই নিরাভরণা, বিজলী মেখলা অনন্তভামিনী ছায়া জানিনা কেন আমার হৃদয় ভরিয়া দিল উন্মত্ত আবেগে বাহু প্রসারণে সে ছায়াময়ীকে বক্ষে ধরিতে ছুটিলাম—কিন্তু পারিলাম না। পারিলাম না বটে, এখনও আমার মানস নয়নের অনতিদূরে সেই ছায়াময়ীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি।

যে আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া ছুটিয়াছি তাহা যেন শুধু এক জীবনের নহে। যেন কত কাল, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া কোনও এক মহাকর্ষণে ঐ অনন্তের পানে ছুটিয়াছি—এখনও ছুটিতেছি—অবিরাম গতি। এমনি করিয়া কত জন্ম কাটিয়া গিয়াছে—কত পথ অবিশ্রান্ত চলিয়াছি, তাহার কোনও চিহ্ন নাই। আছে কেবল সেই মহাকর্ষণ, আর সেই অন্তরের নিভৃত কক্ষে লুকান নিরাভরণা, বিজলী মেখলা অনন্তভামিনী ছায়াময়ীর ছবিখানি।

এজীবনে ত হইল না—এজন্মেত সে আশার নিধি পাইলাম না। এ দেহ যে অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিল! যে সাধনার সিদ্ধিতে জগৎ বিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিবে, সে শক্তি যে ক্রমেই হারাইতেছি। তবে আর কেন? পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আবার সেই নব বসন্তের নবীন উদ্দীপনায় আকণ্ঠ পূর্ণ পিপাসা লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতু মর্হসি" ॥

গীতা ২য় অধ্যায় ২৭ ॥

যে ইহা বিশ্বাস করে করুক, না করে আমার ক্ষতি নাই। আমি কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি। নিরুদ্যম চিন্তা, যখনই আমার হৃদয়কে ব্যথিত ও আলোড়িত করিয়া তুলে, তখনই ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী আমার আকুল হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়। এ জীবনে হইল না—এজন্মে সে আশার নিধি পাইলাম না। তাহাতে দুঃখ কি? আবার আসিব, আবার সেই সাধনায় নিমগ্ন হইব। অনন্তকাল ব্যাপিয়া অনন্তের পূজা করিব। পরিবর্ত্তন যখন ঈশ্বরের নিয়ম, তখন হইবেই। তাহাতে দুঃখ কি? কিন্তু একটী কথা ভাবিতে যেন এ প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। আমার ধ্বংসে কি পাপের ধ্বংস? তাই প্রায়শ্চিত্তের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। সাধ হইতেছে এ দেহ সর্ব্বভূতস্থ শ্রীভগবানের সেবায় উৎসর্গ করি, কিন্তু কই? এক দিন, দুইদিন করিয়া বহুদিন চলিয়া গেল। ঐ রাঙ্গারবি কতবার পূর্ব্বাকাশে উঠিলেন, কতবার পশ্চিম শিখরে বিশ্রাম লাভ করিলেন। কত শশী উঠিল, কতশশী ডুবিল। কিন্তু কই? সর্ব্বভূতস্থ শ্রীভগবান্ ত দূরের কথা, এখনও পর্য্যন্ত কে আমার আপনার তাও যে প্রাণে প্রাণে চিনিতে পারিলাম না। দাও ভগবান্, এ অধমকে তোমার এতটুকু শক্তি দাও, যে শক্তিপ্রভাবে অচল বিদীর্ণ করিয়া ঐ নদী ছুটিয়াছে—যে শক্তিপ্রভাবে গগন ভেদিয়া হিমালয় তুষারমুণ্ডিত মস্তকোত্তোলন করিয়াছে। দাও, সে শক্তির এক কণিকামাত্র এ অধমকে দাও। তোমার যে শক্তি প্রভাবে "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" হে জনার্দ্দন, হে জগদীশ, তোমার সেই শক্তির এক বিন্দুমাত্র এ অধমকে দাও। দেখিও সে শক্তি প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তোমার পানে ছুটিব। কিছার তুচ্ছ এ গৃহ-পিঞ্জর। তুমি অনন্ত, তোমার ছায়া বুকে লইয়া আর কি এমন ছোট হইয়া থাকিতে সাধ হয়?

———o———